CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-275 ■ 5 July, 2026 ■ আগরতলা ৫ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ২০ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

দাম বাড়লো পেঁয়াজের, কুইন্টাল প্রতি ২,১২৫ টাকা

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (আইএএনএস) ।। পেঁয়াজ চাষিদের আরও ভালো দাম নিশ্চিত করতে এবং মূল্য স্থিতিকরণ বাফার মজুত শক্তিশালী করতে কেন্দ্র সরকার পেঁয়াজের সংগ্রহমূল্য ১৩ শতাংশ বাড়ানোর ঘোষণা করেছে। শনিবার থেকে কার্যকর হওয়া নতুন দরে কুইন্টাল প্রতি সংগ্রহমূল্য ১,৮৭৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২,১২৫ টাকা করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রক জানিয়েছে, সরকারের মূল্য স্থিতিকরণ বাফারের জন্য ন্যাশনাল অ্যাগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন (ন্যাফেড) এবং ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ কনজিউমার্স ফেডারেশন (এনসিসিএফ)-এর মাধ্যমে পেঁয়াজ সংগ্রহের কাজ চলছে।

মন্ত্রকের মতে, সংশোধিত সংগ্রহমূল্যের ফলে একদিকে যেমন পেঁয়াজ চাষিরা বেশি লাভবান হবেন, অন্যদিকে সরকারের বাফার মজুত তৈরির উদ্যোগও আরও শক্তিশালী হবে।

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দফতরের দ্বিতীয় অগ্রিম উৎপাদন অনুমান অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশে পেঁয়াজ উৎপাদন ৩০৭.৩৭ লক্ষ মেট্রিক টন হতে পারে, যা ২০২৪-২৫ সালের ৩০৭.৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদনের প্রায় সমান।

মন্ত্রক জানিয়েছে, উৎপাদনের এই হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে দেশে পেঁয়াজের সামগ্রিক জোগান নিয়ে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। যদিও মৌসুমি প্রবণতার কারণে দামে কিছুটা বৃদ্ধি হতে পারে।

সরকারের দাবি, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং গুজরাটে বর্তমানে পর্যাপ্ত পেঁয়াজ মজুত রয়েছে এবং সংরক্ষিত পেঁয়াজের ঘাটতির কোনও ইঙ্গিত নেই।

বর্তমানে দেশজুড়ে প্রতিদিন বিভিন্ন পাইকারি বাজারে ৫০ হাজার মেট্রিক টনেরও বেশি পেঁয়াজ আসছে। এর মধ্যে শুধু মহারাষ্ট্রেই প্রতিদিন ৩০ হাজার মেট্রিক টনের বেশি

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা রেল স্টেশনে মাদক উদ্ধার

জড়িত কাউকে ছাড়া হবেনা ঃ আইজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই ।। আগরতলা রেলস্টেশনে মাদকদ্রব্য উদ্ধারের ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলেন ত্রিপুরা পুলিশের আইজি (আইন-শৃঙ্খলা) মনচাক ইপ্পার। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই ঘটনার সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন, তদন্তে তাদের পরিচয় সামনে এলে কাউকেই রেয়াত করা হবে না।

আজ পশ্চিম আগরতলা থানা পরিদর্শনে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আইজি বলেন, মাদক পাচারের বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশ ধারাবাহিকভাবে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্প্রতিক এই বড় সাফল্যের পর তদন্ত আরও জোরদার করা হয়েছে এবং গোটা চক্রকে আইনের আওতায় আনতে সবরকম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

আগরতলা রেলস্টেশনে উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ মাদক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ওই ঘটনায় রাজ্যের একাধিক ব্যক্তি জড়িত রয়েছে। পুলিশ শুধু মাদক আটক করেই দায়িত্ব শেষ করছে না, বরং এর সঙ্গে জড়িত মূল পাচারকারী ও নেটওয়ার্কের সন্ধানেও তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনায় কারও বিরুদ্ধে প্রমাণ মিললে তাকে কোনওভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।

এদিকে, রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অভিযোগ রয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রেই থানায় মামলা গ্রহণ করা হয় না। এই প্রসঙ্গে আইজি মনচাক ইপ্পার বলেন, গত কয়েক বছরে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। তাঁর দাবি, বর্তমানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো অবস্থায় রয়েছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে আগের তুলনায় সবচেয়ে কম সংখ্যক মামলা নথিভুক্ত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, রাজ্য পুলিশ আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পাশাপাশি মাদকবিরোধী অভিযান ভবিষ্যতেও আরও জোরদার করা হবে বলে জানান তিনি।

বৈদেশিক ঋণ বৃদ্ধি ও আর্থিক অনিয়ম নিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা প্রদেশ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই ।। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই)-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত দেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৬২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ করেন কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী।

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রবীর চক্রবর্তী দাবি করেন, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই)-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত দেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৬২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত এক বছরে এই ঋণ ২৬.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের আগের বাজেট নথিতে বৈদেশিক ঋণের অনুপাত বৃদ্ধির যে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল, বাস্তবে তার থেকেও বেশি হারে ঋণ বেড়েছে।

প্রবীর চক্রবর্তীর দাবি, সরকারি বাজেটের তথ্য অনুযায়ী বৈদেশিক ঋণ বৃদ্ধির হার ৫৬.১ শতাংশ হতে পারে বলে উল্লেখ করা হলেও, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে তা বেড়ে ৫৭.৮৬ শতাংশে পৌঁছেছে। তাঁর অভিযোগ, এই পরিস্থিতি দেশের অর্থনীতির উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে এবং ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ

একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় জ্বালানি সংকটের সৃষ্টি করেছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

জয়পুর, ৪ জুলাই (আইএএনএস)।। পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের ফলে সৃষ্ট জ্বালানি সংকটকে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত, কার্যকর কূটনীতি এবং বিচক্ষণ সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সফলভাবে মোকাবিলা করেছে ভারত বলে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার রাজস্থানের বালোতরা জেলার পাচপদরায় দেশের অত্যাধুনিক সমন্বিত রিফাইনারি ও পেট্রোকেমিক্যাল কমপ্লেক্সের উদ্বোধন করে তিনি এই কথা বলেন।

একদিনের রাজস্থান সফরে থাকা প্রধানমন্ত্রী এদিন প্রথমে যোধপুর বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেন। এরপর দুপুরে পাচপদরায় পৌঁছে রিফাইনারির অত্যাধুনিক নিয়ন্ত্রণকক্ষ পরিদর্শন করেন, প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের সঙ্গে কথা বলেন, প্রকল্পের উপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্র দেখেন, জ্বালানিবাহী ট্যাঙ্কারের উদ্বোধন করেন, পাঁচজন যুবকের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন এবং ভার্চুয়ালি জয়পুর মেট্রোর দ্বিতীয় পর্যায়ের শিলান্যাস করেন।

জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় জ্বালানি সংকটের সৃষ্টি করেছে। বিশ্বের বহু দেশ জ্বালানির ঘাটতির সঙ্গে লড়াই করছে। কিন্তু নতুন ভারতের দৃঢ় সংকল্প এবং নিরন্তর প্রচেষ্টায়

আমরা এই সংকট কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছি।'

তিনি বলেন, 'ভারত প্রতিটি স্তরে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সময়মতো পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেছে, কার্যকর কৌশল তৈরি করেছে এবং দেশের সম্পদের সুষম ব্যবহার নিশ্চিত করেছে। ইতিবাচকভাবে কূটনৈতিক শক্তিকে কাজে লাগানোর ফলেই ভারত এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে।'

প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ না হলে গৃহস্থালির রান্নার গ্যাসের দাম ২,০০০ টাকায় পৌঁছে যেতে পারত। তিনি বলেন, 'সরকার পরিস্থিতি দক্ষতার সঙ্গে সামাল দিয়েছে। তাই বর্তমানে গ্যাস সিলিন্ডার প্রায় ৯৫০ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।'

তেল বিপণন সংস্থাগুলির ক্ষতির প্রসঙ্গ তুলে তিনি জানান, এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে পেট্রোল ও ডিজেলের বিক্রিতে তেল সংস্থাগুলির প্রায় ৭৫ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। তাঁর কথায়, 'এই বিপুল ক্ষতির ভার সরকার বহন করেছে। এই অর্থ দিয়ে একটি নতুন রিফাইনারি তৈরি করা সম্ভব ছিল।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারতের পররাষ্ট্রনীতি জ্বালানি সরবরাহ অব্যাহত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 'আগে ভারত ২৫-২৬টি দেশ থেকে জ্বালানি আমদানি করত। যুদ্ধের সময় সেই সংখ্যা বেড়ে ৪০-এ পৌঁছেছে। এই সংকটে ভারতের কূটনৈতিক দক্ষতা স্পষ্ট হয়েছে।'

তিনি বলেন, সংকট মোকাবিলায় পর্দার আড়ালে সরকারের নিরলস

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

শহরে মোবাইল ছিনতাই চক্র গ্রেফতার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই ।। রাজধানী আগরতলার ধলেশ্বর ও মোটর স্ট্যান্ড এলাকা থেকে মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের ঘটনায় তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া দুটি মোবাইল ফোনও উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৩০ জুন ধলেশ্বরের ১৬ নম্বর রোড এবং মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় পৃথক দুটি মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। অভিযোগ অনুযায়ী, স্কুটিতে চড়ে এসে দুষ্কৃতীরা পথচারীদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন ছিনিয়ে দ্রুত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর পূর্ব আগরতলা থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ছিনতাইয়ে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় শিশু সহ আহত ৬জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই ।। দুটি যাত্রীবাহী অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশু-সহ অন্তত ৫ থেকে ৬ জন আহত হয়েছেন। ওই ঘটনায় আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের রেশমবাগান এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা-করিমগঞ্জ মেমো ট্রেন পরিষেবার সূচনা

রাজ্যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই ।। রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্যে আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই তৈরি করা হবে ডাবল রেললাইন ট্র্যাক। ইতিমধ্যেই তার প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ বাধারঘাটস্থিত আগরতলা রেলস্টেশনে আগরতলা-করিমগঞ্জ-আগরতলা মেমো (ইলেকট্রিক) ট্রেন পরিষেবার সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরায় প্রথম এই মেমো ট্রেন পরিষেবা চালু করা হয়েছে। তাই আজকের দিনটি রাজ্যের জন্য এক ঐতিহাসিক মাইল ফলক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ১৯৬৪ সালে রাজ্যে প্রথম রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সূচনা হলেও দীর্ঘ বছর এর উন্নয়ন ঘটেনি। দেশের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ীজি ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রেল যোগাযোগ সম্প্রসারণকে জাতীয় প্রকল্প হিসেবে ঘোষণা করেন। ফলে ১৯৯০ সালে ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত এবং ২০০৮ সালে আগরতলা পর্যন্ত রেল যোগাযোগের সম্প্রসারণ ঘটে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির মাধ্যমে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে রেল

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আইএএস অভিষেক চন্দ্রের বিরুদ্ধে ১৪.৫৫ কোটির প্রতারণার অভিযোগে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই ।। ত্রিপুরা সরকারের জ্যেষ্ঠ আইএএস কর্মকর্তা অভিষেক চন্দ্র-এর বিরুদ্ধে প্রায় ১৪ কোটি ৫৫ লাখ টাকার প্রতারণার অভিযোগে এফআইআর দায়ের হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে কোনও দায়িত্ব ছাড়াই বাধ্যতামূলক অপেক্ষমাণ অবস্থায় থাকা এই আধিকারিকের বিরুদ্ধে নাগপুরের এক ব্যবসায়ীর অভিযোগের ভিত্তিতে রাজধানীর নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে।

মামলায় অভিষেক চন্দ্র ছাড়াও সুদীপ পাল, কৃষ্ণ চক্রবর্তী এবং উৎপল চৌধুরীকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ষড়যন্ত্র, প্রতারণা, জালিয়াতি-সহ একাধিক গুরুতর অপরাধের ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে।

অভিযোগকারী জানান, তিনি নাগপুরের এসকে সেলস কর্পোরেশন-এর প্রতিনিধিত্ব করেন। ২০২৪ সালের শুরুতে এক পরিচিত ব্যক্তির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে অভিষেক চন্দ্রের পরিচয় হয়। অভিযোগ, অভিষেক চন্দ্র নিজেকে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন টেন্ডার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করেন এবং মিড-ডে মিল-সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পে ব্যবসার সুযোগ দেওয়ার আশ্বাস দেন। অভিযোগ অনুযায়ী, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কৃষ্ণ চক্রবর্তীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সংস্থাটি কথিত সরকারি টেন্ডারে অংশগ্রহণ করে। অভিষেক চন্দ্রের নির্দেশে উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার দপ্তরের নামে একাধিক ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট জমা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরে সংস্থাটিকে ২ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকার একটি ভুয়ো কার্যাদেশ (ওয়ার্ক অর্ডার) দেখিয়ে আরও অর্থ আদায় করা হয়। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে মোট ১৪ কোটি ৫৫ লাখ ৪২ হাজার ৯৪৫ টাকা বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানান্তর

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

দুই শ্রমিক গোষ্ঠীর বিরোধের জেরে বাইপাস সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৪ জুলাই ।। নিপকোতে শ্রমিক প্রবেশকে কেন্দ্র করে দুই মণ্ডলের শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধের জেরে শনিবার সকালে সোনামুড়া-বিলোনিয়া বাইপাস সড়ক অবরোধ করা হয়। ঘটনাটি ধনপুর মণ্ডলের অন্তর্গত শান্তিনগর এলাকায় ঘটে।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, ধনপুর মণ্ডলের শ্রমিকদের নীপকো প্রকল্পে প্রবেশে সোনামুড়া মণ্ডলের কিছু নেতা বাধা দেন। এর জেরেই দুই পক্ষের মধ্যে তীব্র উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা সকাল প্রায় ১০টা থেকে সোনামুড়া-বিলোনিয়া বাইপাস সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হন।

অবরোধের ফলে সড়কের দু'দিকে অসংখ্য যানবাহন আটকে পড়ে এবং সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হয়।

খবর পেয়ে সোনামুড়া থানার ওসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্যোগ নেয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত প্রশাসনের উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছিল। পরিস্থিতির ওপর পুলিশ নজরদারি বজায় রেখেছে।

চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের সিদ্ধান্ত আলোচনার ভিত্তিতেই নেওয়া হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই ।। রাজ্যের সরকারি চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের সার্কুলার নতুন নয়, এটি বহু বছর আগেই জারি হয়েছিল। তবে এতদিন তা কার্যকর করা হয়নি। জিবিপি হাসপাতাল ও আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের কর্মরত চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে ওই সার্কুলার কার্যকর করার সিদ্ধান্ত চিকিৎসক সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা এবং তাদের মতামত নিয়েই নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা।

শনিবার আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত জাতীয় চিকিৎসক দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার জনগণের স্বার্থে স্বাস্থ্য পরিষেবাসহ দপ্তরের সমস্ত কাজে স্বচ্ছতা আনতে চায়। সেই লক্ষ্যেই সরকারি চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুস্থ সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনে চিকিৎসকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি চিকিৎসকদের উদ্দেশে বলেন, ডা. বিধান চন্দ্র রায়ের দক্ষতা, সততা, নৈতিকতা ও কর্মদর্শনকে অনুসরণ করে দায়বদ্ধতার সঙ্গে কাজ করলে সমাজে সম্মান ও সুনাম অর্জন করা সম্ভব।

তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার চিকিৎসকদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সময় ও ব্যয় কমানোর জন্য টেলি-কনসালটেন্সির ব্যবহার আরও বাড়ানোর ওপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকারের লক্ষ্য রাজধানীকেন্দ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বেরিয়ে জেলা ও মহকুমা স্তরেও উন্নত চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে তোলা। বর্তমানে রাজ্যে রেফারেল রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। ভবিষ্যতে রাজ্যে লিভার ও হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট পরিষেবা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

তিনি দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী জন

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ সাংসদ বিপ্লব দেবের

পশ্চিম ত্রিপুরায় ৫৬টি গ্রামীণ সড়ক প্রকল্পের অনুমোদন কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই ।। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা-এর আওতায় ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম পর্যায়ে পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় এলাকার জন্য ৭৪.৫১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৫৬টি গ্রামীণ সড়ক প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে আনুমানিক ৯৬.৭৩ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এই অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন ও কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

সামাজিক মাধ্যমে সাংসদ বিপ্লব বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উন্নয়নমূলক উদ্যোগের ফলে ত্রিপুরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে উপকৃত হচ্ছে। নতুন এই সড়ক প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে পশ্চিম ত্রিপুরার ৫৬টি গ্রামীণ বসতি সর্ব-ঋতু সড়ক যোগাযোগের আওতায় আসবে।

এর ফলে গ্রামীণ এলাকার মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থা আরও সহজ হবে। পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, কৃষিপণ্য পরিবহন এবং সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আগামী দিনেও ত্রিপুরায় উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ডিওয়াইএফআই

আদিবাসীদের অধিকার খর্ব করে কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষা করছে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই ।। আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব করে তাদের জমি, জঙ্গল ও প্রাকৃতিক সম্পদ করপোরেট সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলল ডিওয়াইএফআই। এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের নেতারা দাবি করেন, কর্মসংস্থানের অভাব, নেশার বিস্তার এবং বিভাজনের রাজনীতি দেশের যুব সমাজকে সংকটের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হিমগ্নরাজ ভট্টাচার্য জানান, ২০২৫ সালে সংগঠনের সদস্য সংখ্যা ১ লক্ষ থেকে বেড়ে ১ লক্ষ ২৫ হাজারে পৌঁছেছে। তিনি বলেন, যুব সমাজের জীবন-জীবিকার সমস্যা এবং তাদের অধিকার নিয়ে ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলেই সদস্য সংখ্যা বেড়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চনার শিকার। সংবিধান তাদের যে অধিকার দিয়েছে, তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। উন্নয়নের নামে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 05-07-2026, 01:14

জাগরণ আগরতলা ৫ জুলাই, ২০২৬ ইং
২০ আষাঢ়, রবিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

প্রিয়জনরাই ক্রমশ নিঃস্ব করছে মমতাকে!

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বড়সড় বিপর্যয়ের পর তৃণমূল কংগ্রেসে এক নজিরবিহীন ভাঙন ও অভ্যন্তরীণ সংকট দেখা দিয়াছে, যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ শীর্ষ নেতারা একে একে তাঁহার সঙ্গ ছাড়িয়াছেন।সাম্প্রতিক এই চরম দুঃসময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ ছাড়িয়াছেন এবং বিদ্রোহী শিবিরের হাত ধরিয়াছেন এমন প্রধান নেতারা হইলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ফিরহাদ হাকিম, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। দলের রাজ্য সভানেত্রী নিযুক্ত হওয়ার মাত্র এক মাসের মাথায় চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সমস্ত দলীয় পদ থেকে ইস্তফা দিয়াছেন। একই সঙ্গে তৃণমূলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ‘অথরাইজড সিগনেটরি’ এবং নির্বাচন কমিশনে মমতার অনুমোদিত প্রতিনিধির পদ থেকেও নিজেকে সরাইয়া নিয়াছেন তিনি।কলকাতার প্রাক্তন মেয়র তথা বর্ষীয়ান ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় হেভিওয়েট মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনিও মমতা শিবির ছাড়িয়া বিদ্রোহী গোষ্ঠীতে যোগ দিয়াছেন।তৃণমূলের এই বিদ্রোহী শিবিরের মূল নেতৃত্ব দিতেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বেই দলের একটা বড় অংশ মমতার বিরুদ্ধে সরব হইয়াছেন।বর্ষীয়ান বিধায়ক জাভেদ খান, প্রবীণ নেতা গোলাম রব্বানি এবং সন্দীপন সাহার মতো নেতারাও মমতার সঙ্গ ছাড়িয়য়া বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দিয়াছেন।এছাড়াও তৃণমূলের ২৮ জন লোকসভা এমপির মধ্যে প্রায় ২০ জন ইতিমধ্যে দলছুট হইহয়া ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টির সাথে যুক্ত হইয়া এনডিএ কে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। প্রায় ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে ৬০ জনই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী শিবিরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, যাহা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজনৈতিকভাবে কার্যত একাকী ও নিঃস্ব করিয়া তুলিয়াছে।

পালাবদলের পরই তাসের ঘরের মতো ভাঙিয়া পড়িয়াছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ লড়াইয়ের ফসল তৃণমূল। সময় যত অগ্রসর হইতেছে ততই নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িয়াছেন মমতা। বর্তমানে হাতে গোনা দু-একজন ছাড়া কয়েকদশকের সঙ্গীরাও আর তৃণমূলনেত্রীর সঙ্গে নাই। কেউ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধে, কেউ আবার দলের নীতি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিঁধে দল ছাড়িয়াছেন। কারণ যাই হোক, ক্রমশ একা হইয়া পড়িয়াছেন মমতা।একটা সময় ইন্দিরা গান্ধীর আদর্শ ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল ফিরহাদ হাকিমকে। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াইতে রাজনীতিতে প্রবেশ। ১৯৯৮ সালে তৃণমূল তৈরি হওয়ার পর থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গী ফিরহাদ। তাঁহাকে তৃণমূল সুপ্রিমোর একদা ডান হাত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মমতা সরকারের একাধিকবারের বিধায়ক, মন্ত্রী তিনি। কিন্তু পালাবদল হইতেই সুকৌশলে মমতাকে ছাড়িয়া ঋতশিবিরে হাত মিলাইয়াছেন তিনি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের সঙ্গী অরূপ বিশ্বাস। তিনি দলনেত্রীর অত্যন্ত আস্থাভাজন ছিলেনও বটে। সেই কারণেই তৃণমূলের কোষাধ্যক্ষের পদ পাইয়াছিলেন। কিন্তু ভাঙনের মরশুমে দেখা গেল তিনিও কালীঘাট তৃণমূলের পাশে নাই। ভোটের ফলাফল প্রকাশের পরই মেসি কাণ্ডে বেশ চাপে পড়িয়াছিলেন অরূপ। তারপর দীর্ঘদিন বেপাত্তা ছিলেন। পরবর্তীতে আচমকাই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়দের তরফে আয়োজন করা জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে দেখা যায় তাঁহাকে।মালা রায়ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে অত্যন্ত বিশ্বস্ত সৈনিকদের একজন। তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে দলের সঙ্গেই তিনি। ”আসল তৃণমূল” কাহারা তাহা নিয়া টানাপোড়েন শুরু হইতেই দলের কমিটি ভাঙিয়া মমতা যে নতুন কমিটি গঠন করিয়াছিলেন তাহাতেও জায়গা পাইয়াছিলেন মালা। কিন্তু তারপর আর সক্রিয়ভাবে দলের কাজে দেখা যায়নি। কালীঘাটের বৈঠকেও গরহাজির ছিলেন তিনি। পরবর্তীতে দিল্লি গিয়া যোগ দেন বিদ্রোহী শিবিরে। একাধিকবারের বিধায়ক, তৃণমূলে সরকারের একাধিক দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। কালীঘাট তৃণমূলের নতুন কমিটিতে রাজ্য সভাপতির পদে ছিলেন তিনি। শুক্রবার পর্যন্ত মমতার সঙ্গেই ছিলেন চন্দ্রিমা। কিন্তু মেট্রোপলিটনের তৃণমূল কার্যকালয়ের দখলকে কেন্দ্র করিয়া দলনেত্রীর কথায় অভিমান হইয়াছে তাঁহার। যাহার জেরে রাতারাতি দলের সব পদ ছাড়িয়াছেন চন্দ্রিমা। তৃণমূলের দীর্ঘদিনের সঙ্গী দেবাশিস কুমার। একসময় দক্ষিণ কলকাতা জেলা তৃণমূলের সভাপতি ছিলেন। একাধিকবার বিধায়ক
হইয়াছেন তৃণমূলের টিকিটে। রাজ্যে পালাবদলের পর আর সেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দেখা যায়নি তাঁহাকে। এই মুহূর্তে তিনি বিদ্রোহী শিবিরে। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে হাত রাখিয়া মমতার হাত থেকে তৃণমূলকে কাড়িয়া নেওয়ার খেলায় মাতিয়াছেন সেই দেবাশিস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চার দশকের সঙ্গী ছিলেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। লোকসভার মুখ্যসচেতক পদ নিয়া অশান্তির জেরে মমতার সঙ্গে দূরত্ব বাড়ান কাকলি। প্রকাশ্যে মমতা-অভিষেককে আক্রমণ করেন তিনি। ক্ষোভের জেরে কাকলিপুত্র তাঁহার বিয়েতে দেওয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপহার ফেরানোর সিদ্ধান্তও নেন। এই মুহূর্তে কাকলির নেতৃত্বে বিদ্রোহী ২০ তৃণমূল সাংসদ যোগ দিয়াছেন এনসিপিআই নামে একটি দলে।১৯৯৮ সালে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা থেকেই দলের সঙ্গে ছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালু। নেত্রীও তাঁহাকে ভরসা করিয়াছেন।বিধায়ক-মন্ত্রিত্ব সবই পাইয়াছেন। পরবর্তীতে রেশন দুর্নীতি মামলায় জেলযাত্রা হওয়ার পরও সেই ভরসা অটুটই ছিল। বারবার মঞ্চে দাঁড়াইয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, ‘বালুকে ফাঁসানো হইয়াছে।’ দলের নতুন জাতীয় কর্ম সমিতির সদস্য করা হইয়াছিল তাঁহাকে। তারপরই রাজনীতি থেকে সরিয়া দাঁড়ান বালু। শিবির বদল করেননি তিনি। তবে মমতার সঙ্গেও নাই বালু।

কৃষক সভার ৯০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিলোনিয়ায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

বিলোনিয়া, ৪ জুলাই : সারা ভারত কৃষক সভার ৯০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেশব্যাপী এক বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে দক্ষিণ জেলা কৃষক সভার উদ্যোগে বিলোনিয়া-সহ জেলার তিনটি মহকুমায় ১ জুলাই থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত সাতদিনব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

শনিবার বিলোনিয়ায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কৃষক সভার সদস্য, কর্মী ও সমর্থকদের হাতে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা তুলে দেওয়া হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং সবুজায়নকে উৎসাহিত করতেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

সারা ভারত কৃষক সভার দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ বলেন, সংগঠনের ৯০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে স্মরণীয় করে রাখতে বৃক্ষরোপণের মতো জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। আগামী দিনেও সাধারণ মানুষের স্বার্থে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে একাধিক সামাজিক ও জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি সংগঠিত করা হবে।

এদিনের অনুষ্ঠানে কৃষক সভার বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব, কর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত থেকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন। সাতদিনব্যাপী এই কর্মসূচির আওতায় দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণ করা হবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ই-জাগৃতি: ডিজিটাল ভারতের জন্য ভোক্তা ন্যায়বিচারের নতুন রূপকল্পনা

-বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতাদীর্ঘদিন ধরেই ভারতীয় ভোক্তাদের জন্য অন্যতম বড় হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ত্রুটিপূর্ণ পণ্য, অনলাইনে কেনা পণ্য হাতে না পাওয়া, কিংবা অন্যায্য পরিষেবা চুক্তি-যাই হোক না কেন, অভিযোগ দায়ের করা থেকে শুরু করে প্রতিকার পাওয়া পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়াটি প্রায়শই ধীরগতিসম্পন্ন, জটিল এবং ভীতিপ্রদ ছিল। যদিও সময়ের সাথে সাথে ভারতের ভোক্তা সুরক্ষা কাঠামো ক্রমাগত বিকশিত হয়েছে, তবুও এর সহায়ক ব্যবস্থাগুলো দ্রুত ডিজিটালাইজড হতে থাকা অর্থনীতির বাস্তবতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনি।

আজ, গ্রাহকরা অভূতপূর্ব মাত্রায় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম এবং অনলাইন মার্কেটপ্লেস জুড়ে লেনদেন করে। প্রথাগত ভোক্তা বিচার বাস্তুতন্ত্র-যা ফিজিক্যাল ফাইলিং, ম্যানুয়াল স্ক্রুটিনি, সফওয়্যার প্ল্যাটফর্ম এবং ব্যক্তিগত শুনানির ঘেরাটোপে নির্মিত হয়েছিল - তাসময়ের সাথে সাথে ক্রমশ অপর্যাপ্ত হয়ে উঠছিল। ডিজিটাল যুগে ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করতে আইনী সংস্কারের চেয়ে বেশি ন্যায়বিচার প্রদানেরপদ্ধতির সম্পূর্ণ রূপান্তর প্রয়োজনছিল এবং এটাই সময়ের দাবি ছিল।

ঠিক এখানেই ‘ই-জাগ্রিতি’ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এটি কেবল একটি প্রযুক্তিগত প্ল্যাটফর্মই নয়, বরং শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে সহজলভ্যতা, স্বচ্ছতা ও দক্ষতাকে স্থাপন করে ভোক্তা-বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকে নতুনভাবে গড়ে তোলার একটি প্রয়াস।

ভোক্তা সুরক্ষা আইন, ২০১৯-এর আওতায় এমন একটি আধুনিক কাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল যা বাজারের উদীয়মান বাস্তবতার সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম। তবে আইনি উদ্দেশ্যকে কার্যকর জনসেবায় রূপান্তর করার জন্য প্রয়োজন ছিল একাধিক বিচ্ছিন্ন ও সেকেলে ব্যবস্থাকে একটি সমন্বিত ডিজিটাল ইকোসিস্টেম বা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রতিস্থাপন করা। আগের প্ল্যাটফর্মগুলোতে কাজের প্রক্রিয়ায় অসামঞ্জস্য, সেকেলে কাঠামো, আন্তঃ কার্যক্ষমতারসীমাবদ্ধতা এবং কায়িক বা ম্যানুয়াল পদ্ধতির ওপর অত্যধিক নির্ভরতার মতো সমস্যা ছিল। অনেক ভোক্তারবিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দা, প্রবীণ নাগরিক, দিব্যাঙ্গজন এবং অনাবাসী ভারতীয়দেরক্ষেত্রে ন্যায়বিচার পাওয়ার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় তা অনেক সময় তাদের নিরুৎসাহিত করত।

“ই-জাগ্রতি” ভারতীয় ভোক্তাদের অভিযোগ নিষ্পত্তি করারগোটা প্রক্রিয়াটিকে ডিজিটালাইজ করার মাধ্যমে এই কাঠামোগত চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধান করেছে। ওটিপিভিত্তিক নিবন্ধন ও অনলাইনে অভিযোগ দায়ের করা থেকে শুরু করে ডিজিটাল যাচাই-বাছাই, ইলেকট্রনিক পেমেন্ট, ভার্চুয়াল শুনানি, বহুভাষিক আদেশ এবং রিয়েল-টাইম কেস ট্র্যাকিংএই সবকিছুর মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মটি নাগরিকদের ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতা বা পদ্ধতিগত জটিলতার বাধা ছাড়াই ন্যায়বিচার পাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। এই ধরনের রূপান্তরের গুরুত্ব কেবল সুবিধাজনক ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি।এটি নাগরিক ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার সম্পর্ককে আমূল বদলে দিয়েছে। ডিজিটাল কর্মপদ্ধতি নথিপত্রের ব্যবহার কমায়, বিভিন্ন এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় কার্যপ্রণালীকে একীভূত ও সুসংহত করে, ব্যক্তিগত বিবেচনামূলক সিদ্ধান্তের কারণে সৃষ্ট বিলম্ব হ্রাস করে এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে। স্বয়ংক্রিয় কজ-লিস্ট (মামলার তালিকা), অনলাইন ড্যাশবোর্ড এবং তাৎক্ষণিক বিজ্ঞপ্তির ব্যবস্থা বিচার প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে অবহিত রাখে, যা বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা সুদৃঢ় করছে।

বিচার ব্যবস্থাকে আরও সর্বজনীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে তোলার লক্ষ্যে এই প্ল্যাটফর্মটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারও গ্রহণ করেছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-সহায়তাপুষ্ট মামলার বিশ্লেষণ, ভয়েস-টু-টেক্সট ও টেক্সট-টু-স্পিচ সুবিধা, বহুভাষিক ইন্টারফেস, উন্নত অনুসন্ধান ব্যবস্থা এবং অ্যাক্সেসিবিলিটি টুলের মতো বৈশিষ্ট্যগুলো সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে। এছাড়া, জাতীয় ভোক্তা বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন (ন্যাশনাল কনজিওমার ডিসপুটস রিড্রেসল কমিশন) এবং রাজ্য ভোক্তা কমিশনগুলোতে দেশজুড়ে হাইব্রিড ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থার প্রবর্তন

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।এর ফলে ভার্চুয়াল শুনানি ভোক্তা ন্যায়বিচার প্রদানের প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। দূরবর্তী জেলা বা বিদেশে বসবাসকারী নাগরিকদের জন্য এটি আইনি লড়াই বা মামলার ক্ষেত্রে আর্থিক ও ব্যবস্থাপনাগতউভয় ধরনের খরচই উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে এনেছে। তবে, এত বড় পরিসরে প্রযুক্তিগত রূপান্তর কখনোই চ্যালেঞ্জমুক্ত হয় না। ডিজিটাল সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রায়শই তাদের প্রচলিত কার্যপদ্ধতি পুনর্বিবেচনা করতে হয় এবং একই সাথে ব্যবহারকারীদের অপরিচিত নতুন ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে হয়। ‘ই-জাগৃতি’ব্যবস্থাটি চালু করার সময় ডেটা স্থানান্তর, পেমেন্ট গেটওয়ে সংযোজন, ইন্টারফেসের ব্যবহারযোগ্যতা এবং দীর্ঘদিনের প্রচলিত ম্যানুয়াল বা কায়িক পদ্ধতি থেকে নতুন ব্যবস্থায় উত্তরণএসব বিষয় নিয়ে বিভিন্ন উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিল। নতুন ডিজিটাল পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়ায় আইনি অঙ্গনের একাংশ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষ এ বিষয়ে তাদের সংশয় ও উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেছিল।

এই বিষয়গুলোকে বাধা হিসেবে গণ্য না করে, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সেগুলোকে ধারাবাহিক উন্নতির সুযোগ হিসেবে দেখা হয়েছে। ভোক্তা কমিশন, আইন বিশেষজ্ঞ, কারিগরি বিশেষজ্ঞ এবং রাজ্য সরকারগুলোর সাথে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে প্ল্যাটফর্মটিকে আরও উন্নত ও পরিমার্জিত করা সম্ভব হয়েছে। নিয়মিত সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি, আঞ্চলিক কর্মশালা, ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ সেশন, সাপ্তাহিক অভিযোগ নিরসন বিষয়ক মতবিনিময় এবং নিরবচ্ছিন্ন কারিগরি সহায়তার ফলে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে নতুন ব্যবস্থার প্রতি ধীরে ধীরে আস্থা গড়ে উঠেছে। এই অভিজ্ঞতা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছে। এটি হল- ডিজিটাল রূপান্তর কেবল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেই সফল হয় না, বরং তখনই সফল হয় যখন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহারকারীদের মতামতের প্রতি সংবেদনশীল থাকে এবং ক্রমাগত উন্নতির বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক ফলাফলগুলো বেশ আশাব্যঞ্জক। অল্প সময়ের মধ্যেই ‘ই-জাগ্রতি’লক্ষ লক্ষ ভোক্তাকে একটি সাধারণ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছে।এর মাধ্যমে দুই লক্ষেরও বেশি মামলা দায়ের ও দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে এবং ষাটেরও বেশি দেশের ভোক্তারা ভারতের ভোক্তা-বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার সুবিধা গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। মানসম্পন্ন ডিজিটাল কর্মপ্রক্রিয়া এর কার্যকারিতাকে আরও বাড়িয়েছে এবং সেই সাথে এমন সব পদ্ধতিগত জটিলতা বা প্রতিবন্ধকতা দূর করেছে যা আগে এই ব্যবস্থায় বিদ্যমান ছিল। তাই, ‘ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস ফর ই-গভর্নেন্স ২০২৬’-এ ‘সিলভার অ্যাওয়ার্ড’ বা রৌপ্য পুরস্কার প্রাপ্তি কেবল একটি প্রাতিষ্ঠানিক অর্জনই নয়, বরং এটি সরকারি কার্যপদ্ধতির সফল পুনর্গঠন ও সংস্কারেরস্বীকৃতি। এই পুরস্কারটি এই বার্তাই তুলে ধরেছে যে, অর্থবহ ডিজিটাল শাসনব্যবস্থা মানে কেবল বিদ্যমান কার্যপদ্ধতিকে কম্পিউটার-নির্ভর করা নয়; বরং সেগুলোকে আরও সহজ, দ্রুত এবং নাগরিক-কেন্দ্রিক করে তোলার লক্ষ্যে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য। ভারতের সামগ্রিক ‘ডিজিটাল ইন্ডিয়া’ যাত্রার অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গীকারের সহায়তা পেলে প্রযুক্তির মাধ্যমে জনসেবা প্রদানের ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব। ডিজিটাল পরিচিতি ও সরাসরি সুবিধা প্রদানথেকে শুরু করে অনলাইনে কর প্রদান ও স্বাস্থ্যসেবা প্ল্যাটফর্মএসবের মাধ্যমে দেশটি শাসনব্যবস্থায় প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমাগত সম্প্রসারিত করেছে। কাঠামোগত ডিজিটাল সংস্কারের মধ্য দিয়ে যাওয়া খাতগুলোর এই ক্রমবর্ধমান তালিকায় এখন যুক্ত হয়েছে ‘ভোক্তা ন্যায়বিচার’ব্যবস্থা।

“ই-জাগ্রিতি”-র সাফল্য ভবিষ্যৎ শাসন-সংস্কারের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রদান করেছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো এমনভাবে তৈরি করা উচিত যাতে তা প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে নাগরিকদের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখে।

শ্রী প্রহ্লাদ জোশী

সহজলভ্যতাকে কেবল পরবর্তী বিবেচ্য বিষয় হিসেবে না দেখে একটি মূল নীতি হিসেবে গণ্য করা প্রয়োজন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার এমন হওয়া উচিত যা নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ না করেই স্বচ্ছতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করবে। সর্বোপরি, প্রযুক্তির কাজ হতে হবে বিচার ব্যবস্থাকে সহজতর করাজটিলতার নতুন কোনো স্তর যুক্ত করা নয়।

ভারতের ডিজিটাল অর্থনীতির সম্প্রসারণের সাথে সাথে ভোক্তাদের আস্থা ক্রমশ সেইসব প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর নির্ভর করবে, যারা তাদের অধিকার সুরক্ষা করে। বিরোধের কার্যকর নিষ্পত্তি এখন আর কেবল একটি প্রশাসনিক লক্ষ্য নয়; এটি একটি অর্থনৈতিক আবশ্যকতা, যা বাজারের প্রতি আস্থা সুদৃঢ় করে এবং দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক চর্চাকে উৎসাহিত করে।

ই-জাগৃতি দেখিয়েছে যে, চিন্তাশীল ডিজিটাল রূপান্তর আইনী অভিপ্রায় এবং নাগরিক অভিজ্ঞতার মধ্যে ব্যবধান পূরণ করতে পারে। ভোক্তা ন্যায়বিচারকে দ্রুত, আরও স্বচ্ছ এবং আরও অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে, এটি একটি সহজ কিন্তু শক্তিশালী নীতিকে শক্তিশালী করে, যে ডিজিটাল গণতন্ত্রে, ন্যায়বিচারের উপস্থিতি পরিষেবাগুলিতে সুবিধার মতোই নিরবচ্ছিন্ন হওয়া উচিত। একবিংশ শতাব্দীতে সম্ভবত এটিই ‘গ্রাহক দেবো ভবে’র সবচেয়ে অর্থপূর্ণ অভিব্যক্তি।

(লেখক কেন্দ্রীয় ভোক্তা বিষয়ক, খাদ্য ও জনবন্টন এবং নতুন ও নবায়নযোগ্য শক্তি মন্ত্রী)

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাশ্মীর আন্দোলন; ধারা ৩৭০- এর বিরোধিতা এবং তার রহস্যময় মৃত্যু: ইতিহাসের এক ট্র্যাজিক অধ্যায়

সুনীল মাইতি (সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যে কয়েকটি ঘটনা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে এবং আজও জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাশ্মীর আন্দোলন এবং ১৯৫৩ সালে শ্রীনগরে তাঁর রহস্যময় কারাবাস ও মৃত্যু। স্বাধীন ভারতের প্রথম ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর; ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৫১ সালে ভারতীয় জনসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এরপরই তিনি তাঁর সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন ভারতের অখন্ডতা রক্ষা এবং জম্মু-কাশ্মীরের পূর্ণাঙ্গ সংযুক্তিকরণের লড়াইয়ে। এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট; ধারা ৩৭০- এর বিরোধিতা এবং তাঁর মৃত্যুর ট্র্যাজেডি নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা— ১. আন্দোলনের প্রেক্ষাপট: জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা ও ‘দুই প্রধান’ নীতি..

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর জম্মু-কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং ভারতের সাথে যোগদানের দলিলে স্বাক্ষর করলেও; তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে উপত্যকাটিকে এক বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়; যা পরবর্তীতে ভারতীয় সংবিধানের ‘৩৭০ নম্বর ধারা’ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে জম্মু-কাশ্মীরের নিজস্ব সংবিধান; নিজস্ব পতাকা (নিশান) এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সমকক্ষ একজন সদর- ই -রিয়াসত’ বা প্রধানমন্ত্রী (প্রধান) পদের ব্যবস্থা ছিল (তখন শেখ আব্দুল্লাহ জম্মু-কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন)। সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় ছিল— ‘পারমিট প্রথা’-- যার অর্থ; ভারতের অন্য কোনো রাজ্যের নাগরিক জম্মু-কাশ্মীরে প্রবেশ করতে গেলে জম্মু-কাশ্মীর সরকারের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি বা পারমিট নিতে হতো। এমনকি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট; নির্বাচন কমিশন বা কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল - এর এক্তিয়ারও তখন কাশ্মীরে কার্যকর ছিল না। ২. ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক বিরোধিতা ও জাতীয়তাবাদী হুংকার..

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই বিশেষ মর্যাদাকে ভারতের অখন্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে এক বিরাট আঘাত হিসেবে দেখেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন; এই ব্যবস্থা কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দেবে এবং কালক্রমে ভারতকে খন্ডিত করবে। জম্মু অঞ্চলের ‘প্রজাপরিষদ’ যখন শেখ আব্দুল্লাহর একনায়ক তন্ত্র এবং বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে; তখন ডঃ মুখোপাধ্যায় তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ান। সংসদের ভেতরে ও বাইরে

তিনি নেহরু সরকারের কাশ্মীর নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। এই সময়ই তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত স্লোগানটি দেন; যা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলমন্ত্র হয়ে ওঠে:

‘এক দেশ মে দো বিধান; দো প্রধান অউর দো নিশান নেহি চলেঙ্গে।’ (এক দেশে দুটি সংবিধান; দুজন প্রধান এবং দুটি পতাকা চলতে পারে না।) তিনি দাবি করেন; জম্মু- কাশ্মীরকে ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মতোই সম্পূর্ণ এবং শর্তহীন ভাবে ভারতীয় সংবিধানের অধীনে আনতে হবে। ৩. ১৯৫৩ সালের কাশ্মীর অভিযান ও ঐতিহাসিক গ্রেফতারি.. আন্দোলনকে তীব্র রূপ দিতে ১৯৫৩ সালের মে মাসে ডঃ মুখোপাধ্যায় নিজে পারমিট প্রথা অমান্য করে কাশ্মীরে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৫৩ সালের ১১ই মে তিনি ট্রেনের মাধ্যমে পাঞ্জাব হয়ে জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তের মাধোপুরে পৌঁছান।

এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও আইনি কূটকৌশল লক্ষ্য করা যায়। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যাতে কাশ্মীর সীমান্তে পৌঁছানোর আগে গ্রেফতার না হন; তার জন্য পাঞ্জাব সরকার (নেহেরু সরকারের অধীনে) তাঁকে ভারতের ভূখন্ডে গ্রেফতার করেনি। তিনি যখন রাভী নদী পার হয়ে জম্মু-কাশ্মীরের সীমানায় পা রাখেন; তখন শেখ আব্দুল্লাহর পুলিশ তাঁকে ৩৭০ ধারার আইনি ক্ষমতাবলে এবং পারমিট না থাকার অপরাধে গ্রেফতার করে।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সমর্থক এবং বহু ইতিহাসবিদদের মতে; এটি ছিল একটি সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক চাল। ভারতের সীমানায় গ্রেফতার হলে তিনি সুপ্রিম কোর্টে ‘হেবিয়াস কর্পাস’ পিটিশন দাখিল করে মৌলিক অধিকারের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ মুক্তি পেয়ে যেতেন। কিন্তু কাশ্মীরের নিজস্ব আইন ও সংবিধান থাকায় সেখানে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের কোনো এক্তিয়ার ছিল না; যার ফলে তাঁকে সেখানে আইনি সুরক্ষা ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী করে রাখা সম্ভব হয়।

৪. শ্রীনগরে বন্দী দশা ও রহস্যময় মৃত্যু.. গ্রেফতারের পর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে জম্মুর বদলে শ্রীনগরের একটি প্রত্যন্ত জরাজীর্ণ ছোট বাংলোয় (যা অস্থায়ী জেলে রূপান্তরিত করা হয়েছিল) বন্দী রাখা হয়। ৫২ বছর বয়সী এই জননেতা আগে থেকেই হৃদরোগ এবং পায়ে ব্যথার সমস্যায় ভুগছিলেন। শ্রীনগরের সেই প্রচন্ড ঠান্ডা এবং উপযুক্ত চিকিৎসাবিহীন পরিবেশ তাঁর স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি ঘটায়। ২২ শে জুন; ১৯৫৩: তাঁর বুকে তীব্র ব্যথা শুরু হয় এবং পরদিন সকালে তাকে শ্রীনগরের একটি সরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ২৩ শে জুন; ১৯৫৩: ভোর ৩টে ৪০ মিনিটে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করে যে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। মৃত্যুর চারপাশের কুয়াশা ও রহস্য.. ডঃ মুখোপাধ্যায়ের এই আকস্মিক মৃত্যু দেশজুড়ে তীব্র ক্ষোভ সন্দেহের জন্ম দেয়। বেশ কিছু ঐতিহাসিক তথ্য এই মৃত্যুকে রহস্যের আবরণে ঢেকে দেয়

১. ভুল ইনজেকশনের অভিযোগ: হাসপাতালে ডঃ মুখোপাধ্যায়কে ‘অ্যামিনো ফাইলিন’ নামক একটা ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল। ডঃ মুখোপাধ্যায় নিজেই ডাক্তারদের জানিয়েছিলেন যে তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক তাঁকে এই ওষুধটি দিতে নিষেধ করেছিলেন; কারণ এটি তাঁর শরীরের জন্য উপযুক্ত ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁকে কেন সেই ওষুধ দেওয়া হলো; তা আজও অনুদ্ঘাটিত।

২. তদন্ত কমিটির অস্বীকৃতি.. ডঃ মুখোপাধ্যায়ের বৃদ্ধা মাতা যোগমায়া দেবী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে একাধিক চিঠি লিখে ছেলের মৃত্যুর একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেছিলেন। কিন্তু নেহেরু সরকার সেই দাবি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে জানান যে; মৃত্যুর পিছনে কোনো রহস্য নেই। সরকারের এই অনীহা সন্দেহকে আরোও ঘনীভূত করে।

৩. রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব.. অটল বিহারী বাজপেয়ি (যিনি এই সফরে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের সাথে সহযোগী হিসেবে ছিলেন) এবং বলরাজ মাধোকের মত সমকালীন নেতারা স্পষ্ট অভিযোগ করেছিলেন যে; এটি সাধারণ মৃত্যু ছিল না, বরং এটি ছিল নেহেরু ও শেখ আব্দুল্লাহ সরকারের একটি যৌথ ‘রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড’।

৫. দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ও অবসান.. ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই রহস্যময় মৃত্যু বৃথা যায়নি। তাঁর এই সর্বোচ্চ বলিদানের তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয় ভারতের রাজনীতিতে.. দেশের অভ্যন্তরে তীব্র চাপের মুখে পড়ে নেহেরু সরকার জম্মু-কাশ্মীর থেকে বিতর্কিত ‘পারমিট প্রথা’ তুলে নিতে বাধ্য হয়। পরবর্তীতে শেখ আব্দুল্লাহকে প্রধানমন্ত্রী থেকে অপসারণ করে গ্রেফতার করা হয়। কালক্রমে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট; নির্বাচন কমিশন এবং ক্যাগের এক্তিয়ার কাশ্মীরে প্রসারিত হয়। ২০১৯ সালের ৫ই আগস্ট ভারত সরকার যখন জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা ক্ষুন্ন করে ৩৭০ নম্বর ধারা ও ৩৫- এ ধারা রদ করে এবং উপত্যকাটিকে ভারতের মূল ভূখন্ডের সাথে সম্পূর্ণভাবে একীভূত করে; তখন ডঃ মুখোপাধ্যায়ের সেই অর্ধশতক প্রাচীন স্বপ্ন ও রাজনৈতিক দর্শনেরই চূড়ান্ত বাস্তবায়ন ঘটে।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কেবল স্বাধীন ভারতের প্রথম রাজনৈতিক শহীদই নন; বরং তিনি ছিলেন এমন একজন দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক যিনি জানতেন যে ভূখণ্ডের অখন্ডতা ছাড়া একটি জাতি কখনো দীর্ঘজীবী হতে পারে না। কাশ্মীরের বরফাবৃত উপত্যকায় তাঁর জীবনের ট্র্যাজিক অবসান ঘটেছিল; তা ভারতের জাতীয় সংহতির ইতিহাসে এক চিরন্তন এবং আপোসহীন ত্যাগের প্রতীক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তমলুক ;পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার-
৬২৯৫৫৩৩১০৭

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে যুবসমাজকে রক্তদানে আরও বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

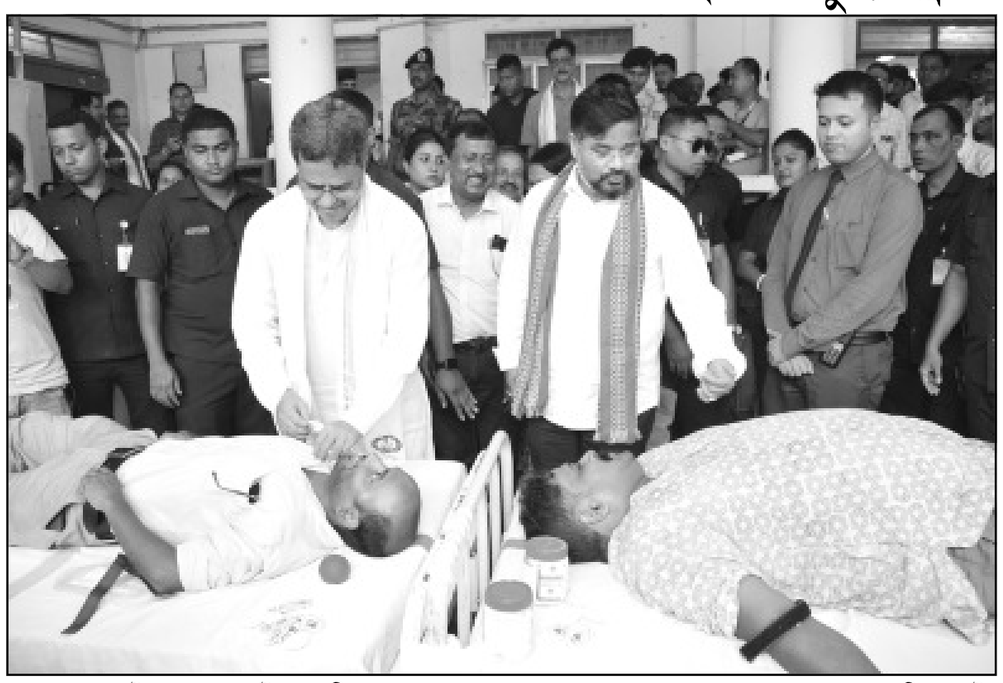

আগরতলা, ৪ জুলাই : রক্তদান হল মহৎ দান। একজন ব্যক্তির দান করা রক্তে তিনজন রোগীর জীবন বাঁচানো সম্ভব। তাই সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে যুবসমাজকে রক্তদানে আরও বেশি করে এগিয়ে আসতে হবে। আজ আগরতলা প্রেসক্লাবে ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের পশ্চিম জেলা কমিটির বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষে আয়োজিত রক্ত বন্ধন উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহাএকথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে নানা আধুনিক ও উন্নত পদ্ধতি অবলম্বন করে রক্ত গ্রহণ করা হয়।

এক্ষেত্রে রক্তদানের সময় হাইপারটেনশন, ব্লাড সুগার ইত্যাদি স্ক্রিনিং করা হয়। ব্লাড ব্যাংকের সাবধা বর্তমানে মহকুমা স্তরের হাসপাতালেও রয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাকেও এই ধরনের রক্তদান শিবির আয়োজনের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংবাদ মাধ্যমেরও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে। রাজ্যের উন্নয়নে সংবাদ মাধ্যমেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সংবাদ মাধ্যম সরকার এবং জনগনের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজ করছে। সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিয়ে দেখে এবং প্রয়োজনে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সাংবাদিকদের কল্যাণে সরকার ইতিমধ্যেই নানা পদক্ষেপ নিয়েছে। রাজ্যে সাংবাদিকদের প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় আনা হয়েছে। রাজ্যের সাংবাদিকদের আরও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রক্তদানের কোন বিকল্প নেই। তাই মানবতার সেবায় সবাইকে রক্তদানে এগিয়ে আসতে হবে। পর্যটন মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার সাংবাদিকদের নানা প্রয়োজন, দাবি এবং সমস্যা নিরসনে যথেষ্ট আন্তরিক। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার, বরিষ্ঠ সাংবাদিক সুবল কুমার দেএবং ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সুনীল দেবনাথ। রক্তদান শিবিরে মোট ২১ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

উত্তরপ্রদেশে আবারও ফুটবে পদ্ম, বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকেই ভোট দেবেন মানুষ: লখনউয়ে নীতিন নবীন

লখনউ, ৪ জুলাই (আইএএনএস): আগামী বছর অনুষ্ঠিত হতে চলা উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের মানুষ ফের ভারতীয় জনতা পার্টিকেই (বিজেপি) ভোট দেবেন এবং রাজ্যে আবারও 'পদ্ম ফুটবে' বলে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন।

শনিবার লখনউয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নীতিন নবীন বলেন, 'লখনউয়ে বিজেপি কর্মীদের মধ্যে যে উৎসাহ দেখছি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বের প্রতি মানুষের যে আস্থা রয়েছে এবং আমাকে যে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে, তার জন্য আমি সকল কর্মীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।'

তিনি আরও বলেন, 'এটি অটল বিহারী বাজপেয়ীর কর্মভূমি। আমি নিশ্চিত, আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশের মানুষ বিজেপিকেই ভোট দেবেন এবং রাজ্যে আবারও পদ্ম ফুটবে।'

শনিবারই প্রথমবারের মতো দু''দিনের সাংগঠনিক সফরে লখনউ পৌঁছান নীতিন নবীন। চৌধুরী চরণ সিং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, রাজ্য বিজেপি সভাপতি পঙ্কজ চৌধুরী, রাজ্য সংগঠন সম্পাদক ধর্মপাল সিং, উপমুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য ও ব্রজেশ পাঠক, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী কমলেশ পাসওয়ান-সহ দলের একাধিক শীর্ষ নেতা।

বিমানবন্দর থেকে রাজ্য বিজেপির সদর দফতর পর্যন্ত প্রায় ১৮ কিলোমিটার পথ জুড়ে নীতিন নবীনের রোড শো অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষভাবে সাজানো রথে রাজ্য সভাপতি পঙ্কজ চৌধুরীর সঙ্গে তিনি যাত্রা করেন। পথে ৫০টিরও বেশি স্থানে দলীয় কর্মীরা তাঁকে সংবর্ধনা জানান।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে কর্মীদের উজ্জীবিত করতে এই রোড শোকে শক্তি প্রদর্শনের কর্মসূচি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

প্রায় নয় দিন আগে ঘোষিত নতুন উত্তরপ্রদেশ বিজেপি দলের সঙ্গে নীতিন নবীনের এটাই প্রথম সাংগঠনিক বৈঠক। দলের মতে, এই সফরে সাংগঠনিক রূপরেখা ও নির্বাচনী কৌশল নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে।

দু''দিনের সফরে তিনি রাজ্য পদাধিকারী, আঞ্চলিক সভাপতি, জেলা সভাপতি এবং দলের বিভিন্ন মোর্চার নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী, দুই উপমুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, বিধান পরিষদের সদস্য, এনডিএ নেতৃবৃন্দ এবং সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন।

রাজ্য বিজেপি কার্যালয়ে সাংগঠনিক বৈঠকের পর তিনি লখনউয়ের হনুমান সেতু মন্দিরে পুজো দেওয়ার কথা রয়েছে। পরে মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী, বিজেপি বিধায়ক এবং উত্তরপ্রদেশ বিজেপির কোর কমিটির সদস্যদের সঙ্গে পৃথক বৈঠক করবেন।

সন্ধ্যায় পদ্মশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত ড. বিদ্যা বিন্দু সিংয়ের বাসভবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং পরে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে নৈশভোজে অংশ নেওয়ার কর্মসূচি রয়েছে তাঁর।

রবিবার তিনি বুথ স্তরের কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন এবং ''শক্তি কেন্দ্র আহ্বায়ক সম্মেলনে'' ভাষণ দেবেন। সেখানে বুথ সংগঠন শক্তিশালী করা, সাংগঠনিক সম্প্রসারণ এবং বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে কর্মীদের দিকনির্দেশ দেবেন। সফরের শেষ পর্যায়ে তিনি পীর নগরে বুথ সভাপতি শিবাজি রাওয়াতের বাড়িতেও যাবেন এবং তৃণমূল স্তরের সাংগঠনিক কার্যকলাপ পর্যালোচনা করবেন।

রেকর্ড প্রতিরক্ষা রফতানি ''মেক ইন ইন্ডিয়া''র প্রতি বিশ্বের আস্থার প্রমাণ: রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (আইএএনএস): ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে দেশের বার্ষিক প্রতিরক্ষা উৎপাদন সর্বকালের সর্বোচ্চ ১.৭৮ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষের তুলনায় প্রায় তিনগুণ বেশি। একই সঙ্গে প্রতিরক্ষা রফতানিও রেকর্ড ৩৮ হাজার কোটি টাকার গণ্ডি ছাড়িয়েছে, যা ২০১৩-১৪ সালের ৬৮৬ কোটি টাকার তুলনায় প্রায় ৫৭ গুণ বৃদ্ধি। এই সাফল্য ''মেক ইন ইন্ডিয়া'' উদ্যোগের প্রতি বিশ্বের আস্থারই প্রমাণ বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং।

শনিবার নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'গত ১২ বছরে ভারত ঘাটতি থেকে আত্মনির্ভরতার দিকে, আত্মনির্ভরতা থেকে আত্মবিশ্বাসের দিকে এবং আত্মবিশ্বাস থেকে উন্নত ভারত গঠনের পথে এগিয়েছে।'

তিনি বলেন, সরকারের তৃতীয় মেয়াদে ''সংস্কার, কর্মসম্পাদন ও রূপান্তর'' নীতির মাধ্যমে উন্নত ভারতের শক্ত ভিত গড়ে তোলা হচ্ছে। তাঁর দাবি, সরকারের চতুর্থ মেয়াদে বিশ্ব একটি উন্নত ভারতের উত্থান প্রত্যক্ষ করবে।

রাজনাথ সিং বলেন, ২০১৪ সালে ''মেক ইন ইন্ডিয়া'' কর্মসূচি শুরু হওয়ার সময় অনেকেই এটিকে ব্যর্থ বলে সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু এই উদ্যোগ নতুন সাফল্যের নজির গড়েছে এবং এখনও সেই ধারা বজায় রেখেছে।

তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। আগে বিশ্বের দরবারে ভারতের বক্তব্যকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হত না, কিন্তু আজ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে ভারতের মতামত মনোযোগ দিয়ে শোনা হয়।'

২০২১ সালে শুরু হওয়া ''ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন''-এর প্রসঙ্গ তুলে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রথম দিকে এই প্রকল্প নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হলেও ''প্লাগ অ্যান্ড প্লে'' পরিকাঠামোভিত্তিক সেমিকন্ডাক্টর পার্ক গড়ে তোলার ফলে গত বছর ভারত নিজস্ব সেমিকন্ডাক্টর চিপ উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ''মেক ইন ইন্ডিয়া'' উদ্যোগের ফলে মোবাইল ফোন উৎপাদন, অটোমোবাইল রফতানি, দেশীয় প্রযুক্তিতে লোকোমোটিভ নির্মাণ এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।

ভারতের ডিজিটাল বিপ্লবের কথাও তুলে ধরে রাজনাথ সিং জানান, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ইউনিফায়েড পেমেন্টস ইন্টারফেস (ইউপিআই)-এর মাধ্যমে ২২.৩৫ বিলিয়ন লেনদেন হয়েছে, যার মোট আর্থিক মূল্য ছিল ২৯ লক্ষ কোটি টাকা। পাশাপাশি ইউপিআই পরিষেবার আন্তর্জাতিক বিস্তারও ক্রমশ বাড়ছে।

তিনি জানান, দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ''মেক ইন ইন্ডিয়া'' ৫জি প্রযুক্তি দ্রুত সারা দেশে চালু করা হচ্ছে এবং একই সঙ্গে ৬জি প্রযুক্তি উন্নয়নের কাজও এগিয়ে চলছে।

এছাড়া পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি)-র সাফল্যের কথাও উল্লেখ করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তাঁর মতে, শুরুতে নানা আশঙ্কা থাকলেও বর্তমানে জিএসটি কেন্দ্র ও রাজ্য তথা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে সমন্বয় আরও শক্তিশালী করে সমবায়মূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার একটি সফল মডেলে পরিণত হয়েছে।

ডিজেলে ১৫ শতাংশ আইসোবিউটানল মিশ্রণের পরিকল্পনা কেন্দ্রের, তেল আমদানি কমাতেই উদ্যোগ: নীতিন গড়করি

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (আইএএনএস): দেশের অপরিশোধিত তেল আমদানির ওপর নির্ভরতা কমাতে ডিজেলে সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ আইসোবিউটানল মিশ্রণের পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র সরকার। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি জানিয়েছেন, প্রচলিত ডিজেলের বিকল্প হিসেবে আইসোবিউটানল একটি সম্ভাবনাময় জৈব জ্বালানি। বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে গত ৪ জুন ভারতের প্রথম ফ্লেক্স-ফুয়েল যাত্রীবাহী গাড়ির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে গড়করি বলেন, ইথানল সরাসরি ডিজেলের সঙ্গে মেশানো যায় না। তাই ইথানল থেকেই আইসোবিউটানল তৈরির ওপর জোর দিচ্ছে সরকার।

তিনি বলেন, 'আইসোবিউটানল ডিজেলের কার্যকর বিকল্প হতে পারে। ডিজেলে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত আইসোবিউটানল মিশ্রণের অনুমতি দেওয়ার বিষয়েও আমরা কাজ করছি।'

গড়করি জানান, নির্মাণকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং কৃষি সরঞ্জামে ইতিমধ্যেই আইসোবিউটানলের পরীক্ষামূলক ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় এই জ্বালানির কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে।

তিনি বলেন, 'আমি ১০০ শতাংশ ইথানল ও আইসোবিউটানলে চলা দুটি জেনারেটর চালু করেছি। এর মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে, এই জ্বালানিতে চলতে সক্ষম ইঞ্জিন তৈরি করা সম্ভব।'

মন্ত্রী জানান, ডিজেলে আইসোবিউটানল মিশ্রণের এই পরিকল্পনা বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো, জীবাশ্ম জ্বালানির আমদানি কমানো এবং জ্বালানি ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতা অর্জনের বৃহত্তর সরকারি কৌশলের অংশ।

এছাড়া ইথানল, টেকসই বিমান জ্বালানি (এসএএফ), বায়ো-সিএনজি, মিথানল, বায়োডিজেল, এলএনজি, হাইড্রোজেন এবং বৈদ্যুতিক যানবাহনের প্রসারেও সরকার সমান গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানান তিনি।

গড়করি বলেন, বিকল্প জ্বালানির ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি হলেও ভারত এখনও বিপুল পরিমাণ জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানি করে। তাই দেশের জ্বালানি উৎসের বৈচিত্র্য বাড়ানো অত্যন্ত জরুরি।

তিনি গাড়ি নির্মাতা সংস্থাগুলির প্রতি ফ্লেক্স-ফুয়েল প্রযুক্তির উন্নয়ন দ্রুততর করার আহ্বান জানান। পাশাপাশি অনুমোদিত সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে বিদ্যমান বিএস-৬ (ইউরো-ভিআই) মানের গাড়ি গুলিকে ফ্লেক্স-ফুয়েল উপযোগী করার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখার পরামর্শ দেন।

৪৮০ কোটি টাকার নতুন টার্মিনালের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী, পশ্চিম রাজস্থানে বিমান যোগাযোগে বড় গতি

যোধপুর, ৪ জুলাই (আইএএনএস): রাজস্থার বিমান পরিকাঠামোয় নতুন সংযোজন হিসেবে শনিবার যোধপুর বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৪৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই টার্মিনালের মাধ্যমে পশ্চিম রাজস্থায় বিমান যোগাযোগ আরও উন্নত হবে। পাশাপাশি পর্যটন, বাণিজ্য এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডেও বড় গতি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

নতুন টার্মিনাল ভবনটির আয়তন ২৩ হাজার বর্গমিটারেরও বেশি। বছরে প্রায় ২০ লক্ষ যাত্রী পরিষেবা দেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে এর, যা যোধপুর বিমানবন্দরের যাত্রী পরিষেবা পরিচালনার ক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াবে।

রাজস্থানের সমৃদ্ধ স্থাপত্য ঐতিহ্যকে মাথায় রেখে টার্মিনালটির নকশা তৈরি করা হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী রাজস্থানি স্থাপত্যশৈলীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আধুনিক পরিকাঠামোর সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। একই সঙ্গে যাত্রীদের সুবিধার জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধাও রাখা হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে নির্মিত হয়েছে নতুন টার্মিনাল। এতে শক্তি-সাশ্রয়ী ব্যবস্থা, জল সংরক্ষণের প্রযুক্তি এবং সবুজ ভবন নির্মাণের বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

এই নতুন টার্মিনাল চালু হওয়ার ফলে যোধপুর এবং পার্শবর্তী জেলাগুলির সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অংশের বিমান যোগাযোগ আরও সহজ হবে। পর্যটক ও ব্যবসায়িক ভ্রমণকারীদের যাতায়াতের সুবিধা বাড়ার পাশাপাশি মারওয়ার অঞ্চলে বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সংশোধিত ''উড়ে দেশ কা আম নাগরিক'' (উড়ান) প্রকল্পেরও সূচনা করেন। এই প্রকল্পের লক্ষ্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাশ্রয়ী মূল্যের আঞ্চলিক বিমান পরিষেবা সম্প্রসারণ, আরও বেশি বিমানবন্দর চালু করা এবং আগামী এক দশকে ভারতের বিমান পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তোলা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল হরিভাউ কিসানরাও বাগড়ে, মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী কিনারাপু রাম মোহন নাইডু, কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, অসামরিক বিমান পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী মুরলিধর মোহোল, সরকারি আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিরা।

বালোচ গোষ্ঠীর হামলায় পাকিস্তান কোস্ট গার্ডস শিবিরে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির দাবি, ৩০ সেনা নিহতের দাবি বিএলএর

কোয়েটা, ৪ জুলাই (আইএএনএস): বালোচিস্তানের গওয়াদর জেলার জিওয়ানি অঞ্চলে পাকিস্তান কোস্ট গার্ডসের একটি শিবিরে হামলার দায় স্বীকার করেছে নিষিদ্ধ সশস্ত্র সংগঠন বালোচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)। সংগঠনটির দাবি, হামলায় পাকিস্তানের ৩০ জনেরও বেশি নিরাপত্তাকর্মী নিহত এবং বহুজন আহত হয়েছেন।ধ্রু

বিএলএ-র মুখপাত্র জিয়ান্দ বালোচ এক বিবৃতিতে জানান, শুক্রবার সন্ধ্যায় জিওয়ানির পানওয়ান এলাকায় এই হামলা চালানো হয়। তাঁর দাবি, সংগঠনের মাজিদ ব্রিগেডের এক সদস্য বিস্ফোরকবোঝাই একটি মাজদা গাড়ি কোস্ট গার্ডসের শিবিরে ঢুকিয়ে বিস্ফোরণ ঘটান।ধ্রু

বিবৃতিতে বলা হয়, শক্তিশালী ওই বিস্ফোরণে কোস্ট গার্ডসের সুরক্ষিত শিবির সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।'ধ্রু

বিএলএ-র সংবাদমাধ্যম ''হাক্কাল'' ৪৩ সেকেন্ডের একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। সেখানে একটি ট্রাককে শিবিরে প্রবেশ করতে এবং কয়েক মুহূর্ত পর শক্তিশালী বিস্ফোরণ ঘটতে দেখা যায়। পরবর্তী দৃশ্যে শিবিরের বড় অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

ধ্রুসংগঠনটির দাবি, বিস্ফোরণের পর তাদের ''ফতেহ স্কোয়াড''-এর সদস্যরা চারদিক থেকে শিবিরে প্রবেশ করে জীবিত থাকা নিরাপত্তাকর্মীদের লক্ষ্য করে হামলা চালায়।

বিএলএ-র বক্তব্য অনুযায়ী, এই অভিযানে পাকিস্তানের ৩০ জনেরও বেশি সামরিক সদস্য নিহত হয়েছেন এবং বহুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও কয়েকজন আটকে থাকতে পারেন বলেও দাবি করেছে সংগঠনটি।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, আহতদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

এছাড়া, বালোচিস্তানের 'পূর্ণ স্বাধীনতা' অর্জন না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে একই তীব্রতায় হামলা চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিএলএ।

উল্লেখ্য, এর আগেও গত সপ্তাহে বালোচিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় ২৩টি পৃথক অভিযানের দায় স্বীকার করেছিল বিএলএ। তাদের দাবি ছিল, ওইসব হামলায় পাকিস্তানের ১৬ জন নিরাপত্তাকর্মী নিহত এবং আরও কয়েকজন আহত হন।

সংগঠনটির দাবি, ২১ থেকে ৩০ জুনের মধ্যে চালানো ওই অভিযানে নিরাপত্তা বাহিনী, বিভিন্ন অবকাঠামো এবং তাদের ভাষায় 'শোষণমূলক প্রকল্প'-এর সঙ্গে যুক্ত যানবাহনকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। পাশাপাশি 'অর্থনৈতিক অবরোধ'-এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন সড়কপথ ও বাণিজ্যিক যানবাহনেও হামলা চালানো হয়েছিল।

তবে বিএলএ-র নিহত ও আহতের দাবির বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে স্বাধীনভাবে কোনও আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ পাওয়া যায়নি।

পাঞ্জাবের রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ জেডি(ইউ)-র, বিধানসভা নির্বাচনে লড়ার ঘোষণা

চণ্ডীগড়, ৪ জুলাই (আইএএনএস): বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন জনতা দল (ইউনাইটেড) বা জেডি(ইউ) পাঞ্জাবের রাজনীতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশের ঘোষণা করেছে। একই সঙ্গে আগামী পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথাও জানিয়েছে দলটি।শনিবার চণ্ডীগড়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেডি(ইউ)-র পাঞ্জাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা সঞ্জয় কুমার বলেন, উন্নয়নমুখী, স্বচ্ছ ও জনকেন্দ্রিক রাজনৈতিক বিকল্প গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েই পাঞ্জাবে সংগঠন বিস্তারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল।তিনি বলেন, যুবসমাজ, কৃষক, উদ্যোক্তা এবং সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা পূরণে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও কার্যকর প্রশাসনই পাঞ্জাবের প্রয়োজন।

জেডি(ইউ) জানিয়েছে, অরুণাচল প্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, মণিপুর, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, অসম ও কর্নাটক-সহ একাধিক রাজ্যে দলের সাংগঠনিক ভিত্তি ক্রমশ শক্তিশালী হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতা ও উন্নয়নমুখী রাজনীতির মডেল পাঞ্জাবের মানুষও গ্রহণ করবেন বলে আশাবাদী দল।সঞ্জয় কুমার স্পষ্ট করে জানান, আগামী পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে জেডি(ইউ) প্রার্থী দেবে। পাশাপাশি রাজ্যে দলের সাংগঠনিক কাঠামো গঠন এবং তৃণমূল স্তরে সংগঠন বিস্তারের কর্মসূচিও ঘোষণা করা হয়েছে।

এই উপলক্ষে পাঞ্জাব প্রদেশ কোর কমিটিও গঠন করা হয়েছে। মালবিন্দর সিংকে রাজ্য সভাপতি, গুরপাল সিং হুন্দলকে সহ-সভাপতি, আই. এস. আহলুওয়ালিয়াকে সাধারণ সম্পাদক, সঞ্জীব ঝাকে সংগঠন বিষয়ক সাধারণ সম্পাদক এবং কানওয়ার সিং ধিন্ডসাকে কোর কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য করা হয়েছে।সঞ্জয় কুমার জানান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানসম্মত শিক্ষা, কৃষি সংস্কার, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা, স্বচ্ছ প্রশাসন, নারী ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক কল্যাণের মতো বিষয়গুলিকেই অগ্রাধিকার দেবে দল।তিনি বলেন, বিভাজনের রাজনীতি নয়, বরং কর্মদক্ষতা, জবাবদিহি এবং সর্বজনীন উন্নয়নকে ভিত্তি করেই জেডি(ইউ) পাঞ্জাবে রাজনৈতিক লড়াই চালাবে।এছাড়াও, রাজ্যের গ্রাম, শহর ও নগরাঞ্চলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে শিগগিরই রাজ্যজুড়ে সদস্য সংগ্রহ অভিযান শুরু হবে বলে জানিয়েছে দল। যুবক-যুবতী, নারী, পেশাজীবী, কৃষক এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে এই অভিযানে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে বনমহোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ করছেন মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

প্রবীণ সহিত্যিক শ্রী রাখাল চন্দ্র রায় চৌধুরীর শ্রদ্ধাঞ্জলী

শ্রীঅভিজিৎ রায় চৌধুরী

ত্রিপুরার সাহিত্যের আঙ্গিয়ান একেধারে কবি, গল্পকার, নাট্যকার লেখক হিসাবে যে বিরল প্রবীন ব্যক্তিত্বারই তাদের মধ্যেই যিনি সাহিত্য জগতে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন তিনি আর কেউ নন সকলেরই প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় শ্রী রাখাল রায় চৌধুরী মোহদয়।

জীবনে নানাহ বাধা, কষ্ট যে প্রতিবন্ধকতা লড়াই এইসবের মাঝেও রেখে গেছেন অসংখ্য কবিতা, গল্প, নাটক, গান প্রবন্ধ যা নবীন প্রজন্মের লেখকদের কাছে বিশেষ অনুপ্রেরনা সন্তায়। জমিদার বংশোদ্ভূত হয়েও জমিদারী জীবন পছন্দ করতেন না কখনও। একেবারে ছোটবেলা হতেই সামাজিক ও পারিবারিক নানাহ ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেই বহু কষ্টি বড় হয়েছেন। মাত্র ৫ বছর বয়সে পিতৃহারা হয়ে সম্পূর্ন একা হয়ে পড়েন। মাতার তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন জমিদারী কাজকর্মে মনোনিবেশ না করার কারনেই মাতার সাথে মানসিক বিরোধ হয়। শুধু পড়াশুনার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করে জীবনে বড় হবার স্বপ্নই দেখতেন তিনি। কুমিল্লা ঈশ্বর পাঠশালায় ও পড়াশুনা করেছেন। ছোট বেলা থেকেই কবিতা গল্পে হাতেখরি তার। ছাত্র হিসাবেও বহুমুখী মেধাবী ছিলেন তিনি। মেট্রিক পাশ করার পরই নিজের আগ্রহে অধব্যবসায় সুত্রে কোলকাতা চলে যান এবং কোলকোতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক উত্তীর্ণ হয়। পড়াশুনার মানকেই প্রতিনিয়ত কবিতা গল্প লিখে যেতেন তিনি। পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা লাকসাম থানা উত্তরদা গ্রামর চৌধুরী বাড়ী উনার পূর্ব নিবাস ছিল। স্নাতক হবার পরই বাড়ী ফিরে এসে যখন দেখেন যে হিন্দু মসুলমান সংঘাত চরমে তখন তখন চলে আসেন ত্রিপুরার আগরতলায়। ইন্টারভিউর মাধ্যমে আগরতলা খাদ্য ও জনসংভরন দপ্তরে যান।

এতো বাধা বিপত্তির মাঝে তিনি তার কবিতা গল্পলেখা চালিয়ে গেছেন অবিরত। জীবনে কখনো পেছনে তাকান নি তিনি। নিজেকে জীবনে আর্থিক ভাবে প্রতিষ্টা করতে গিয়ে অনেক বাধা, প্রতিঘাত সংগ্রামের সাথে লড়াই করেছেন তবে তিনি কখোন আপোষ করেন নি। বাংলা ও ইরেজী ভাষায় প্রতিন ছিল তার বিশেষ জ্ঞান। শিক্ষকতাও করেছেন কিছুদিন। ছোট ছোট শিশুদের নিয়েও তিনি অনেক কবিতা নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে কয়েকটি। তারপর ধীরে ধীরে লেখা কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথমেই অন্ধকারের গর্ত থেকেজনপ্রিয়তা পেয়েছে। পরবর্তী সময়ে তিনহাটে কিঞ্ছিত যাই, স্মরনতীর্থ, উন্মেষ, শতপুষ্প, জোয়ারভাটা, সন্ধ্যা হইতে সৈকতে একা যখন, মেঘে রোদে ভরা আকাশ, উল্লেখযোগ্য।

তার লেখা মরন সাগরে জীবন সূর্য্য গ্রন্থখানি বাংলাদের সাহিত্য মহলে এতটাই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যে এর হাত ধরে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আন্তর্জাতিক পুরষ্কারে ভূষিত হন তিনি।

১৯৯৩ সালে শিশু সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ভারত সরকা কর্তৃক রাষ্ট্রপতি পুরসকারে ভূষিত হন তিনি কী ধর্ম, কী দর্শণ নানা আঙ্গিনাতেই তার সচেতন মূলক লেখা পাঠকমহলে সিরিয়াস হতে বাধ্য। ইংরেজী ভাষায় তিনি লিখেছেন óRabindranath a personality Versitileó বিশেষ প্রশংসার দাবীদারেই এই বইখানি। ২০০২ সালে আমারেকিান বায়োপগ্রফিকেল ইনস্টিটিউট হতে উনাকে রিচার্স বোর্ডের সদস্য হিসাবে মনোনীত করা হয়। তারপর আর পেছন ফেরে তাকাতে হয়নি তাকে। নানা প্রতিভার বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন রাখাল চন্দ্র রায় চৌধুরী।

ঋষি অরবিন্দের ভাবশিষ্য শ্রী মায়ের উপর রচনা লিখে পন্ডিচেরীর অরবিন্দ সৌসাইটি হতে তাকে বিশেষ সম্মানে সম্মানীত করা হয়েছিল। আকাশবানী আগরতলা তিনি একজন স্থায়ী গীতিকার ও কথক আজও।

পেশাগত জীবনে শুধুই নেশা ছিল, কবিতা গল্প, গান সাহিত্য চর্চা, তার প্রতিটি কাব্যগ্রন্থই বৈচিত্রে ও রচনার মাধুর্য্যে পাঠক মহলকে মুগ্ধ করে বিশ্বাস। শ্রদ্ধেয় রাখাল রায় চৌধুরী ত্রিপুরার সাহিত্য জগত এক সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব, বলার অপেক্ষা রাখেনা। সাহিত্য ও লেখার জীবনে অনেক বাঁধা বিপত্তি সত্ত্বেও কলম দিয়ে লিখেছেন মৃত্যু অব্দি। তিলে তিলে বহু কষ্ট যন্তনায় মধ্যে দিয়ে তিনি তৈরী করেছিলেন 'ত্রিপুরা কৃষ্টি সংহতি' নামক একটি সাহিত্য চর্চার সংস্থা শেষ সময় বন্দীতিনি বয়ে নিয়ে নিজের প্ররণায় এই সংস্থা খানা। তৎকালীন ত্রিপুরা বিভিন্ন নক্ষত্র ব্যক্তিত্বের আগমনে এই সংস্থা উজ্জবল হয়ে উঠতো এক সময়। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক হীরেন্দ্রনাথ নন্দী থেকে শুরু কে রাজন্য আমলের পুরোহীত গঙ্গাঁ প্রসাদ শর্মা, রমা প্রসাদ স্মৃতি পাঠাগারের রমা প্রসাদ দত্ত, ককরবক ভাষা সাহিত্যের মনোরঞ্জন মজুমদার, গভঃ আর্ট কলেজের বিমল কর, নাটা ব্যক্তিত্ব অগ্নি আচার্য্য, হীরালাল সেনগুপ্ত, হীরন্ময় চক্রবর্তী, সুধীন দাসগুপ্ত, ডাঃ অরুণোদয় সাহা, স্যন্দন পত্রিকার সম্পাক সুবল দে, দৈনিক জাগরন পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক মহাশয়, রাধেশ্যাম ভট্টাচার্য, গণ দূত পত্রিকার সুশীল চৌধুরী, জীতেন পাল, ডাঃ মনজো কান্তি দেবরায়, ডাঃ সুমঙ্গল সেন প্রমুখ ব্যক্তিত্বরাই ছিলেন ঐ "কৃষ্টি সংহতি সংস্থার" আজীবন সদস্য। উনাদের উপস্থিতিতে ত্রিপুরা কৃষ্টী সংহতির প্রতিটি অনুষ্ঠান হোত নান্দনিক ও উজ্জ্বলা। অনুষ্ঠানে কবিতা গান, সাহিত্য চর্চা ও বিভিনন বিখ্যাত মনীষীদের জীবনি নিয়ে আলোচনা হতো। শ্রদ্ধেয় রাখাল রায় চৌধুরীর ঐকান্তিক অনুপ্রেরণায় চলতো এই কৃষ্টি সংহতির সাহিত্য বাসর। তিনি রেখে গেছেন অগনিত পরিচিত পাঠক যারা আজও তার রচিত সাহিত্য গল্প নাটক কবিতার অনুপ্রেরণার বাহক।

রাখাল রায় চৌধুরীর একজন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিচিতিতে বেষ্টিত। বাংলাদেশের ৭১ এর মুক্তি যুদ্ধের সময় ঘুরে ঘরে বিভিন্ন শরনার্থী শিবিরে নিজের ঐকান্তিক প্রচেষটায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে ছিলেন তিনি। খাবার ও থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি নিজের স্বপ্ন ক্ষমতায়। কয়েকটি গান ওকবিতা লিখেছেন শরনার্থীদের দুদর্শার উপর ভিত্তি করে। সরকারী মহল হতে বেশ কয়েকটি শরনার্থী শিবিরের খবরাখবর নেওয়ার ভার তার উপর ছিল। তিনি এই দায়িত্ব সম্পূর্ন সুশৃঙ্খল ভাব পালন ও করেছেন। মানবিকভাবে বহু গরীব দুঃখীকে সাহায্য করতেন। রাখাল রায় চৌধুরী সর্বদাই। উপরে কঠোর মেন হলেও ভেতরে তিনি ছিলেন নরম মনের মানুষ। উনার সহধর্মিনী স্বর্গীয়া জ্যোতিরায় চৌধুরীর আকস্মিক মৃত্যুতে তাকে সবচাইতে ভেঙ্গে দিয়েছিল হৃদয় থেকে। তবু তিনি তার সাহিত্য চর্চর স্তব্দ না রেখে ক্রগত লেখালেখি চালিয়ে গেছেন। আমি স্মৃতির পালকে রেখে গেছেন অগণিত পাঠক ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নবীন সাহিত্য প্রেমী ও লেখকদের, জন্য ক্রমাগত চালিয়ে গেছেন। ২০২০ সালে ২২ শে জানুয়রী বার্ধক্য জনিত কারনে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে রেখে গেছেন দুইপুত্র ও এক কন্যা পুত্র বধু ও নাতি নাতনি।। যিনি আজও আমাদের সকলের হৃদয়ের মাঝে আছে, থাকবেন ও। উনার বিদেহী আত্মার চিরশক্তি কামনা করে অন্তর ভরা শ্রদ্ধাঞ্জলী ও প্রণাম জানিয়ে শেষ করছি এইখানেই।

মনের কথা

রতন দাস

ঐ ডাবের গাছটা আকাশ ছুঁইবে বলে,বাড়িয়েছে কত বল
ঐ নদী গুলা সাগর ছুঁইবে বলে,বয়ে নিচ্ছে কত জল,
ঐ পাখি গুলো ছোঁতে ছুটে,দিগন্তর রেখায় কিনারা
কিন্তু সক্কলে কী সব পায়? অবশেষে হয়ে যায় দিসেহারা।

ঐ পাহাড়ের চূড়া চায়, মেঘ ছোঁতে,পারি দিতে আসমান
মেঘ চায় চাঁদ ছুঁইয়ে শুনতে চাঁদের গান,
চাঁদ চায় সূর্যের ঠিকানায় একটু যদি পারি দেই
শীতল বক্ষ উষ্ণ করে , আলো বিলাতাম নিজস্বতাতেই।

সূর্য চায়, আমি যদি খরগোশ হতাম, একটু বয়স শেষে
সকলে আমার কাছে আসতো, পাশে বসতো ঘেঁষে,
সবাই আদর করতো, খাওয়াতো কত্ত কিছু
কিন্তু খরগোশ যে চায় সিংহ হয়ে, ছাড়াতে লোকের পিছু।

আর ঐ সিংহ চায়, আমার দেহটা, যদি হাতির মতো হতো
হাতি চায় আমি কেন এত মোটা,কেন হলাম না হরিণের মতো,
তার কত সুন্দর দেহ, কত সুন্দর সিং, কত সরু সরু ঠ্যাং
আর হরিণ চায়,আমি যদি জলে থাকতে পারতাম,হলে হতাম ব্যাঙ।

ব্যাঙ চায়,আমি যদি মাছ হতাম
লোকের কাছে কত কদর থাকতো আমার, থাকতো কত নাম,
বোয়াল ইলিশ পাবদা শিঙি ঝাগুর..আরো শত শত
মাছ বলে,আমি মাছ কেন হলাম,বাড়শিতে জীবন ক্ষত ক্ষত।

যদি আমি মানুষ হতাম, মানুষের কী ত্যাজ, কত জয়
যেখানে খুশি সেখানেই বিচারণ করতে পারে সে , মনে থাকেনা ভয়,
মানুষ বলে, হে ভগবান আমায় মানুষ কেন বানালে
পরজন্মে ঐসব কিছু বানিয়ো, মানুষ নহে,রেখো খেয়ালে।

অদিতি চট্টোপাধ্যায়ের তিনটি লেখা

ভালোবাসা !

ভালোবাসা কি শুধুই ক্ষণিকের চাহনি, শুধুই কি কেবল তৃষ্ণা নিবারণ ! ক্লান্ত পাখি যে রূপ সারাদিন পর তার নিজের বাসায় ফিরে তার সঙ্গীর সঙ্গে দু'দন্ড বসে আলাপচারিতায় মগ্ন হয়, ঠিক তেমনই কপোত কপোতীও দিনশেষে হিসেব নিকেশে মগ্ন থাকে। কখনো সৃষ্টির খেলায় মগ্ন থাকে তো কখনো আবার রামধনুর সাত রঙ্গা ছটায় আগামীর বীজ বপন করে। আচ্ছা, প্রেম কি কেবলই শরীরী ভাষা খোঁজে ! আবার প্রেম হলে কাম আসবে কিন্তু কাম হলে প্রেম আসবে না। প্রেমে পড়ার থেকে ভালো কিছু অনুভূতি মনে হয় আর কিছু জীবনে হয় না। মানুষ যে কোনও মুহূর্তে প্রেমে পড়তে পারে। আবার সেই প্রেম জীবনানন্দের কথা অনুযায়ী ধীরে ধীরে মুছেও যায়। দুটো মন কোন অজান্তে একে অপরের সান্নিধ্যে চলে আসে তা যেন টেরই পাওয়া যায় না। পিরিতি কাঁঠালের মতনই প্রেমের গভীরতাও বৃদ্ধি পায়। ধীরে ধীরে উষ্ণ চাওয়া পাওয়ার বিনিময় হতে থাকে। প্রেমের গভীরতা হাজারো এক বাধার সম্মুখীন হয়। কিছুটা বাধা পার করলেও একটা সময় পর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যায়। যদিও প্রেমে দূরত্ব জিনিসটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পাঠ। অনেক সময় দূরত্ব প্রেমের ঘনত্ব বাড়িয়ে দেয়। দূরত্বের মধ্যে দিয়ে একে অপরের প্রতি সম্মানও কয়েকশো গুণ বেড়ে যায়। সামনে থেকে যার গুরুত্ব বোঝা যায় না, দূরে চলে গেলেই অনেক সময় তার গুরুত্ব বেশি বোঝা যায়। শেষ রাতে আকাশের চাঁদ ক্ষীণ হয়ে আসে। ভাঙ্গা নৌকার মতো চাঁদের আলোয় প্রেয়সীর মুখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। ক্ষণিকের জন্য মনে হয় উল্টোদিকে সে আমার মুখটাই মনে করছে তো ! আমার কথাই ভাবছে তো ! দূরে চলে গেলেও মনের বন্ধন কোথাও না কোথাও একপ্রকার থেকেই যায়। কোন দাবি নেই, কোন চাওয়া পাওয়া নেই। কেবলই একটা সূক্ষ্ম সুতোর মত ভালোবাসা রয়ে গেছে। অংক বড্ড জটিল, হিসেবই যে মেলেই না !

সময় বদলায় !

সময় বড়ই অদ্ভুত, সময় এক আমি থেকে অন্য আমিতে রূপান্তরিত করে। সময় কি কেবলই ভাঙতে শেখায়, না সময় গড়তেও শেখায়। একই সময় কত ভাবে ব্যবহার করা হয় তার হাজারও এক জ্বলন্ত উদাহরণ আছে। একই সময়ে নবজাতকের নাড়ি ছেদ করা হয়, আবার ওই সময়ই মৃতদেহ চিতা ভস্মে পরিণত হয়। এ এক ভারী অদ্ভুত যান্ত্রিক সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা। কূল নেই কিনার নেই, মাঝ দরিয়ায় মাঝি নৌকা নিয়ে আপন খেয়ালে বয়ে চলেছে। পানকৌড়ি একবার করে জলে ডুব দিচ্ছে পরক্ষণেই আবার জলের উপর ভেসে উঠছে। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মাঝি মাল্লার দলও পালা গানের যাত্রার আসরের প্রহর গুনে।

বউ কথা কও, এ বউ ভারী অভিমানী তো কথাই যে বলে না। নদীর পাড়ে বসে বসে ভাবতে থাকে মাঝি হরি দাস। এতদিন পর বাইরে থেকে মাছ ধরে দুটো পয়সা বাড়ি নিয়ে এসেছে। উদ্দেশ্য একটাই বাড়িতে সংসারটা যাতে ভালোভাবে চলে। বউ বাচ্চা যাতে সুখে থাকে, তাদের মুখে যাতে চওড়া হাসি লেগেই থাকে। অথচ বছর পাঁচেক আগেও হরি যখন এই ভাবেই বেশ কয়েকদিন পর বাড়ি ফিরতো সদ্য নব বিবাহিতা মিতা তখন হাতের কাছে জলের গ্লাস মুড়ি বাতাসা নিয়ে হাজির হত। পূর্ণিমার আলোয় মিতার চওড়া করে সিঁথির সিঁদুর ঠোঁটে গোলাপি হাসি হরির সব পরিশ্রম যেন কোথাও হলে হালকা করে দিত।

স্বামীর সব রকমের সেবায় সে নিজেকে উৎসর্গ করে দিত। এটাতেই ছিল যেন তার জীবনের পরম প্রাপ্তি। আনমনে নদীর ধারে বসে অদ্ভুত সব ভাবনা চিন্তা ভাবতে থাকে হরি। সময় ভারী অদ্ভুত না, কখন যে ফাঁকি দিয়ে চলে যায় তা কেউ যেন বুঝেও বুঝে উঠতে পারে না। আকাশে আজ চাঁদটাও বেশ চকচক করছে, তারাগুলো সব জ্বলজ্বল করছে। আচমকা হরির চার বছরের ছেলে মিলন এক গ্লাস জল আর দুটো বাতাসা নদীর ধারে নিয়ে এসে হাজির। বাবা এইটা খেয়ে নাও, আর মা বলল আধা ঘন্টা পর খেতে চলে এসো। রান্না প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মনের দুঃখে হরি সোহাগী সময়ের কথা ভাবতে ভাবতে বাতাসা আর জলটা খেয়ে নিল। মনে মনে পূর্ণিমার রাতে ঝলসানো রুটির মতোই ভাবতে থাকে সময় সত্যিই বদলায়। জীবনের সব ক্ষেত্রেই সমস্ত পরিস্থিতিতে সময় যেমন ভাঙতে ও গড়তে শেখায় তেমনই সময় বদলায়। সময় এক আমি থেকে অন্য আমিতে রূপান্তরিত হতে শেখায়। আর এটার নামই মনে হয় প্র্যাকটিক্যাল জীবন। আর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলানোটাও মনে হয় আধুনিক চিন্তাধারারই অঙ্গ।

হাজারো প্রেমের যাতনা

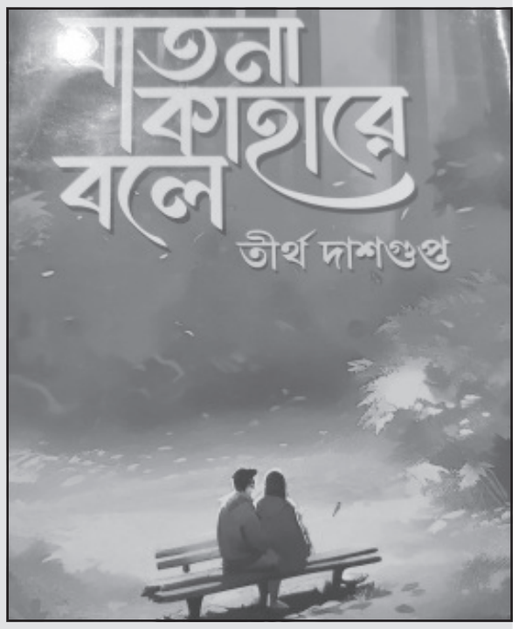

অভিজ্ঞতার কোন বিকল্প নেই। দিন শুরু হওয়া থেকে শেষ অব্দি মানুষ সারা দিনে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। আর এই বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে তারা হাজারো এক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন। অভিজ্ঞতা অনেক সময় ভালো হোক বা খারাপ মন্দ হোক তার দামই জীবনে একটা স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকে। বিশিষ্ট লেখক ও ডাক্তার তীর্থ দাশগুপ্ত তাঁর 'যাতনা কাহারে বলে' বইয়ের বিভিন্ন গল্পের মাধ্যমে মানব জীবনের বাস্তবতার হাজারো এক অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তুলে ধরেছেন।

'তুষ্টি' গল্পে লেখক দেখিয়েছেন, 'সবে সাত দিন হল ক্রিসমাসের ছুটিতে কলকাতার বাড়িতে এসেছে আঁখি। আসার পর থেকেই স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে গেট টুগেদার আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি নেমন্তন্ন এইসব অ্যাটেন্ড করতে করতেই কেটে গেল ক'টা দিন।

হৈ চৈয়ের মধ্যে অনির্বাণের সঙ্গে সম্পর্কের দ্বন্দ্ব ভুলেই গেছিলাম। অনির্বাণের মধ্যে কেমন জানি ছাড়া ছাড়া একটা ভাব ইদানিং লক্ষ্য করছি। কালও মনে হল ফোনটা যেন ছাড়তে পারলে বাঁচে। জেনিফার, ইভলিন আর কৃষ্ণন এর সঙ্গে পাবে যাবে তারা। ওরা অনির্বাণের সঙ্গে একসঙ্গে কম্পিউটার সায়েন্স পড়ছে ক্যালগারি ইউনিভার্সিটিতে। সেই প্রথম স্কলারশিপ নিয়ে নিউরো সায়েন্স পড়তে এসে একই ইউনিভার্সিটিতে অনির্বাণের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকেই ঘনিষ্ঠতা আর সেখান থেকেই প্রেম হয় আমার। কিন্তু বছর ঘুরতেই বেশ বুঝতে পারি অনির্বাণ ঠিক পারফেক্ট সলমেট নয়।

লেখক নিজেও ভ্রমণ করতে যাওয়ার সুবাদে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। প্রকৃতিপ্রেমী হবার দরুন লেখক প্রকৃতির সান্নিধ্য উপভোগ করেছেন। আর তাইতো তিনি তাঁর বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, 'প্রকৃতির সামনে দাঁড়িয়ে তখন বুঝেছি--- মানুষ একা থাকলে যেমন ভাবে দেখে আপনজনদের সঙ্গে থাকলে দেখার রংটাই বদলে যায়। একই বন একই আকাশ একই জল কিন্তু অনুভব আলাদা। সেই আলাদা অনুভূতি ধীরে ধীরে আমাকে মানুষের সম্পর্কের দিকে টেনে আনছিল, যদিও তখন তা স্পষ্ট করে বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু পাঠকেরা সেখানে থামতে দিলেন না। বারবার বললেন--- এরপর গল্প লিখুন উপন্যাস লিখুন। মানুষের জীবনের কথাও লিখুন। শুরুতে সেই অনুরোধকে হালকা করেই নিয়েছিলাম। ভাবতাম, দেখা জিনিস লেখা এক কথা--- কিন্তু অনুভূতির গভীরে নামা তো আরেক কথা'। বইটির 'উত্তরণ', 'মরমীয়া', 'ছায়াময়', 'যেদিন সমুদ্র ভালবেসেছিল', 'অরূপ যামিনীর গন্ধ', 'এই পথ যদি না শেষ হয়' প্রভৃতি অধ্যায় গুলিতে হাজারো এক অভিজ্ঞতাময় কাহিনির বাস্তব পটচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বইটির বানানের ওপর আরও বিশেষভাবে নজর দেওয়া উচিত।

সুন্দর প্রচ্ছদ বিশিষ্ট 'পত্রাবলী' প্রকাশনীর অন্তর্গত বইটির মূল্য আড়াইশো টাকা।

শ্যাম্পু করার কৌশলেই বদলে যাবে কেশের স্বাস্থ্য

রূপচর্চার দুনিয়ায় নিত্যনতুন ট্রেন্ড আসতেই থাকে। বর্তমানে ফ্যাশন ও রূপটানের আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় যে বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে, তা হলো ইতালীয় জীবনদর্শন। ইতালীয়দের কাছে সৌন্দর্য্য মানে কোনও তাড়াহুড়ো নয়, বরং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে রসিয়ে উপভোগ করা। ইটালীয়রা যাকে বলেন, 'লা দোলচে চুল ধোয়ার ক্ষেত্রেও ইতালীয় নারীরা এক অদ্ভুত অথচ অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে চলেন। আন্তর্জাতিক স্তরে এই পদ্ধতিকে বলা হচ্ছে 'ইতালিয়ান হেয়ার ওয়াশিং মেথড' । কোনও কৃত্রিম বা রাসায়নিক হেয়ার স্পা নয়, বরং শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার ব্যবহারের অভ্যাস একটু বদলে ফেলে কী ভাবে চুলকে আরও লম্বা, ঘন এবং জেল্লাদার করে তোলা যায়, তারই এক দীর্ঘমেয়াদী 'স্লো বিউটি' গাইডলাইন এটি। ১. রোজ রোজ শ্যাম্পুকে 'না'— ইতালীয় রূপটানের প্রথম নিয়মই হলো প্রতিদিন চুল ধোয়া বন্ধ করা। বেশিরভাগ ইতালীয় নারী সপ্তাহে মাত্র দু'বার চুল ধুয়ে থাকেন। চিকিৎসকদের মতে, অতিরিক্ত শ্যাম্পু ব্যবহারের ফলে স্ক্যাল্প বা মাথার ত্বকের প্রাকৃতিক সুরক্ষাকবচ লিপিড নষ্ট হয়ে যায়। ফলে মাথা অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে পড়ে কিংবা তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্ক্যাল্প থেকে আরও বেশি তেল বা সেবাম নিঃসৃত হতে শুরু করে। সপ্তাহে মাত্র দু'বার শ্যাম্পু করলে চুলের নিজস্ব প্রাকৃতিক তেল চুলের গোড়া থেকে ডগা পর্যন্ত পুষ্টি জোগাতে পারে।

২. শ্যাম্পুর আগে আঙুলের ম্যাজিক— সরাসরি চুলে জল ঢালার আগে ইতালীয়রা অন্তত ৩ থেকে ৫ মিনিট আঙুলের ডগা দিয়ে আলতো করে মাথার ত্বক মাসাজ করেন। এতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, স্ক্যাল্পে জমে থাকা অতিরিক্ত তেল আলগা হয়ে যায় এবং স্নানের সময়ে চুলে জট পাকানোর আশঙ্কাও কমে।

৩. শ্যাম্পু শুধু গোড়ায়, ডগায় নয়— আমরা অনেকেই পুরো চুল একসঙ্গে গুটিয়ে নিয়ে সাবানের মতো ফেনা গোটা মাথায় ভালো করে ঘষি। এই অভ্যাস চুলের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ইতালীয় পদ্ধতিতে শ্যাম্পু শুধুমাত্র মাথার তালু বা গোড়ায় লাগানো হয়। চুল ধোয়ার সময় যখন ফেনা উপর থেকে নীচের দিকে গড়িয়ে যায়, তাতেই চুলের বাকি অংশটুকু পরিষ্কার হয়ে যায়। এর ফলে চুলের নীচের অংশ রুক্ষ বা শুষ্ক হয়ে ফেটে যায় না।

৪. কন্ডিশনারের 'নো-টাচ' পলিসি— কন্ডিশনার কখনওই মাথার ত্বকে বা গোড়ায় লাগানো যাবে না। এটি ব্যবহার করতে হবে চুলের মাঝখান থেকে একদম শেষ প্রান্ত (Mid length to ends) পর্যন্ত। গোড়ায় কন্ডিশনার লাগালে চুল খুব দ্রুত আঠালো ও তেলতেলে হয়ে পড়ে এবং চুলের স্বাভাবিক ভলিউম বা বাউন্স হারিয়ে যায়। ৫. জলের তাপমাত্রায়— খুব গরম জল দিয়ে চুল ধোয়া ইতালীয় নিয়মে নিষিদ্ধ। কারণ গরম জল চুলের কিউটিকল নষ্ট করে চুলকে ফ্রিজি বা রুক্ষ করে তোলে। ৬. হেয়ার ড্রায়ারকে বিদায়— ইতালীয়রা কৃত্রিম তাপ বা হিট স্টাইলিং যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলেন। শ্যাম্পু করার পর নরম তোয়ালে দিয়ে আলতো করে জল মুছে নিয়ে চুলকে স্বাভাবিক বাতাসে শুকোতে দেন তারা। এটি চুল ভেঙে যাওয়া এবং ডগা ফাটার সমস্যা অনেকটা নির্মূল করে।

পাকা আমের প্যাড়া

পাকা আমের মিষ্টি সুবাস আর ক্ষীরের ক্রিমি টেক্সচারের এক অপূর্ব যুগলবন্দি হল এই ম্যাঙ্গো প্যাড়া। গরমের মরসুমে যে কোনও উৎসব বা ঘরোয়া অনুষ্ঠানে এই আধুনিক মিষ্টি সবার দারুণ পছন্দের হতে পারে। এলাচ, জাফরান কিংবা পেস্তা কুচির ছোঁয়ায় তৈরি এই মিষ্টি মুখে দিলেই মিলিয়ে যায় এবং এক রাজকীয় স্বাদ এনে দেয়।

এই সুস্বাদু মিষ্টিটি তৈরি করতে খুব বেশি উপকরণের প্রয়োজন হয় না, যা রান্নাঘরে সহজেই পাওয়া যায়। আপনার লাগবে ২ কাপ গুঁড়ো দুধ, চার ভাগের তিন কাপ পাকা আমের পাল্প বা ক্বাথ এবং চার ভাগের এক কাপ কনডেন্সড মিল্ক। এর সঙ্গে স্বাদ ও গন্ধ বাড়াতে ২ টেবিল চামচ ঘি, এক চতুর্থাংশ চামচ এলাচ গুঁড়ো এবং সাজানোর জন্য পেস্তা কুচি ও সামান্য জাফরান গুছিয়ে রাখুন।

প্রথমেই একটি ভারী পাত্র বা কড়াই গ্যাসে বসিয়ে তাতে ২ টেবিল চামচ ঘি দিয়ে হালকা গরম করে নিতে হবে। এবার ঘিয়ের মধ্যে আগে থেকে বের করে রাখা পাকা আমের পাল্পটুকু ঢেলে দিতে হবে। মাঝারি আঁচে প্রায় ৩ থেকে ৪ মিনিট আম ভালো করে নেড়েচেড়ে রান্না করতে হবে যাতে এর ভেতরের অতিরিক্ত জলীয় ভাব বা আর্দতা পুরোপুরি কমে যায়। আমের পাল্প কিছুটা ঘন হয়ে এলে তাতে চার ভাগের এক কাপ কনডেন্সড মিল্ক এবং এলাচ গুঁড়ো যোগ করতে হবে। এবার আঁচ কমিয়ে মিশ্রণটিকে অনবরত নাড়তে হবে যাতে পাত্রের তলায় লেগে না যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই মিশ্রণটি মসৃণ হয়ে উঠবে এবং চারদিক একটি সুন্দর চনমনে ফলের সুবাসে ভরে যাবে। এই পর্যায়ে কড়াইতে রাখা মিশ্রণটির মধ্যে ২ কাপ গুঁড়ো দুধ অল্প অল্প করে ঢালতে হবে এবং অনবরত নাড়তে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যেন গুঁড়ো দুধের কোনও ডেলা বা ল্যাম্প তৈরি না হয় এবং পুরো মিশ্রণটি যেন মসৃণ থাকে। নাড়তে নাড়তে দেখা যাবে মিশ্রণটি বেশ ঘন হয়ে মণ্ড বা খামিরের মতো রূপ নিয়েছে।

মিশ্রণটি যখন কড়াইয়ের গা ছেড়ে উঠে আসবে, তখন বুঝতে হবে যে এটি পেড়া তৈরির জন্য একদম উপযুক্ত হয়ে গিয়েছে। এবার গ্যাস বন্ধ করে পুরো মিশ্রণটিকে একটি ছড়ানো প্লেট বা পাত্রে নামিয়ে নিতে হবে। হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় এমন অবস্থায় আসা পর্যন্ত মিশ্রণটিকে কিছুক্ষণ ঠান্ডা হতে দিতে হবে।

প্যাড়া তৈরি করার জন্য প্রথমে নিজের দুই হাতের তালুতে সামান্য ঘি ভালো করে মাখিয়ে নিতে হবে। এরপর ঠান্ডা হওয়া মণ্ড থেকে অল্প অল্প অংশ নিয়ে হাতের তালুর সাহায্যে গোল ও মসৃণ প্যাড়ার আকার দিতে হবে। প্যাড়া তৈরি করে বুড়ো আঙুল দিয়ে মাঝখানটা সামান্য চেপে সেখানে পেস্তা, কাঠবাদাম কুচি কিংবা জাফরান দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দিন।

তৈরি হয়ে যাওয়া নরম ও তুলতুলে ম্যাঙ্গো প্যাড়াগুলোকে সেট হওয়ার জন্য প্রায় ১৫ থেকে ২০ মিনিট ঘরের স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রেখে দিতে হবে। ব্যস, নির্দিষ্ট সময় পর পরিবেশন করুন জিভে জল আনা ও মন ভালো করা এই আমের মিষ্টি। এই প্যাড়া দীর্ঘদিন ভালো রাখতে চাইলে একটি এয়ারটাইট বক্সে ভরে ফ্রিজে রেখে অনায়াসে সংরক্ষণ করতে পারেন।

বটতলা সুপারমার্কেটের ব্যবসায়ী সংগঠনের আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মেয়র দীপক মজুমদার ও ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত।

দেবরাজ চক্রবর্তীর আয়বহির্ভূত সম্পত্তি মামলায় শেল সংস্থার যোগ খতিয়ে দেখছে সিট

কলকাতা, ৪ জুলাই (আইএএনএস): প্রাক্তন ও গ্রেফতার তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে আয়বহির্ভূত সম্পত্তি (ডিএ) মামলার তদন্তে শেল সংস্থার মাধ্যমে অপরাধলব্ধ অর্থ পাচারের অভিযোগ খতিয়ে দেখছে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)।

তদন্তকারী সূত্রের দাবি, দেবরাজ চক্রবর্তী এবং তাঁর স্ত্রী তথা প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক ও ভক্তিগীতি শিল্পী অদিতি মুন্সি বেআইনি উপায়ে যে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন, তার একটি অংশ শেল সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই ''ডিসি গ্লোবাল'' নামে একটি সংস্থার নথি হাতে পেয়েছে সিট। তদন্তকারীদের দাবি, এই সংস্থার মাধ্যমেই কয়েক কোটি টাকার অপরাধলব্ধ অর্থ দেবরাজ ও অদিতি মুন্সির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং সহযোগীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।

সরকারি নথিতে সংস্থাটির মালিক হিসেবে দেবরাজের বাবা তরুণ কুমার চক্রবর্তীর নাম রয়েছে। তবে তদন্তকারী এক পুলিশ আধিকারিকের দাবি, প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল শুধুই ''আইওয়াশ''। সংস্থার দৈনন্দিন কার্যকলাপ দেবরাজ চক্রবর্তীই তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মাধ্যমে পরিচালনা করতেন।

সিট বর্তমানে সংস্থাটির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আসা (''ইনওয়ার্ড'') এবং বেরিয়ে যাওয়া (''আউটওয়ার্ড'') অর্থ লেনদেন খতিয়ে দেখছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এমন একাধিক লেনদেনের হদিস মিলেছে যেখানে নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে ''ডিসি গ্লোবাল''-এর অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা পড়ার এক ঘণ্টার মধ্যেই সেই টাকা অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন, কোন উৎস থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংস্থার অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে এবং পরে সেই অর্থ কোথায় পাঠানো হয়েছে।

সূত্রের খবর, এই সংক্রান্ত তথ্য সিট ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর সঙ্গেও ভাগ করে নিচ্ছে। সম্প্রতি অর্থপাচারের অভিযোগে ইসিআইআর (এনফোর্সমেন্ট কেস ইনফরমেশন রিপোর্ট) দায়ের করে দেবরাজ চক্রবর্তী ও অদিতি মুন্সির বিরুদ্ধে সমান্তরাল তদন্ত শুরু করেছে ইডি।

এদিকে, রাজ্য পুলিশ সূত্রে খবর, দেবরাজ চক্রবর্তীর হয়ে তোলাবাজির টাকা সংগ্রহের কাজে যুক্ত ছিলেন বলে সন্দেহভাজন আরও প্রায় ৩০ জনও সিটের নজরদারিতে রয়েছেন।

তাদের মধ্যে ইতিমধ্যেই চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাকি ব্যক্তিদেরও জেরা করা হবে বলে তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে।

পাচপদরা রিফাইনারি উদ্বোধন ঘিরে বিজেপি-কংগ্রেসের কৃতিত্বের লড়াই, মোদীর অভিযোগের জবাবে গেহলট

জয়পুর, ৪ জুলাই (আইএএনএস): রাজস্থানের বালোতরা জেলার পাচপদরা রিফাইনারির উদ্বোধনকে ঘিরে শনিবার ফের রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে ওঠে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অভিযোগ করেন, পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকার প্রকল্পটির কাজ বিলম্বিত করেছিল। এর পাল্টা জবাবে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যকে রাজনৈতিক বলে কড়া সমালোচনা করেন।

রিফাইনারি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করার পর জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ''ডাবল ইঞ্জিন'' সরকার গঠনের পরই প্রকল্পের কাজ নতুন গতি পায়।

তিনি বলেন, 'বিজেপি সরকার শুধু প্রকল্পের শিলান্যাস করে থেমে থাকে না, দিন-রাত পরিশ্রম করে তা সম্পূর্ণও করে।'

প্রধানমন্ত্রীর দাবি, রিফাইনারিটি রাজস্থানের শিল্পোন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।

কংগ্রেসকে নিশানা করে তিনি বলেন, প্রকল্পটি আগেই শুরু হলেও ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের কংগ্রেস সরকারের আমলে কার্যত কাজ থমকে ছিল। বিজেপির শাসনব্যবস্থা শুধু ঘোষণা নয়, প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর জোর দেয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রীর এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে অশোক গেহলট বলেন, সরকারি অনুষ্ঠানকে রাজনৈতিক মঞ্চে পরিণত করা দুর্ভাগ্যজনক। তিনি বলেন, 'এটা দুঃখজনক যে প্রধানমন্ত্রী সরকারি অনুষ্ঠানেও বিজেপি নেতার মতো আচরণ করেন।'

গেহলটের দাবি, কংগ্রেস সরকারের আমলে এমনকি কোভিড-১৯ মহামারির সময়ও রিফাইনারির নির্মাণকাজ অব্যাহত ছিল। তাঁর বক্তব্য, ২০১৮ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে প্রকল্পের প্রায় ৮৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান বিজেপি সরকার নিজেই বাজেটে ঘোষণা করেছিল যে ২০২৫ সালের আগস্টের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে।

গেহলট প্রশ্ন তোলেন, 'যদি কাজ বন্ধই থাকত, তাহলে প্রকল্পের ৮৫ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হল কীভাবে?' তাঁর দাবি, রিফাইনারির উদ্বোধনও প্রায় এক বছর দেরিতে হয়েছে।

সভায় প্রধানমন্ত্রী রাজস্থানের দীর্ঘদিনের জলসংকটের প্রসঙ্গও তোলেন। তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস সরকার স্থায়ী সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছে, যেখানে বিজেপি ''দেশ সবার আগে'' নীতিতে কাজ করে।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জল নিয়ে বিরোধ থাকলেও গুজরাট ও রাজস্থান নর্মদার জল ভাগাভাগি নিয়ে সমঝোতায় পৌঁছেছিল।

তিনি আরও ঘোষণা করেন, বর্তমানে রাজস্থান ও হরিয়ানায় বিজেপি সরকার থাকায় দুই রাজ্যের মধ্যে শেখাওয়াতি অঞ্চলে যমুনার জল পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে।

এদিনের সভায় প্রধানমন্ত্রী একাধিকবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী বসুন্ধরা রাজের অবদানের কথাও উল্লেখ করেন। নর্মদার জল বণ্টন চুক্তি এবং পাচপদরা রিফাইনারি প্রকল্পে তাঁর ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি।

''বোন বসুন্ধরা রাজে'' বলে প্রধানমন্ত্রীর উল্লেখে সভায় উপস্থিত বিজেপি কর্মীদের মধ্যে জোর করতালি পড়ে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এটি রাজস্থান বিজেপির অভ্যন্তরীণ ঐক্যের বার্তা হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ।

রিফাইনারির উদ্বোধন রাজস্থানের অন্যতম বড় শিল্প প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হলেও, তা ঘিরে রাজনৈতিক কৃতিত্বের লড়াইই এদিন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পায়। বিজেপি এটিকে ''ডাবল ইঞ্জিন'' সরকারের সাফল্যের নিদর্শন হিসেবে তুলে ধরলেও, কংগ্রেসের দাবি, প্রকল্পের অধিকাংশ নির্মাণকাজ তাদের আমলেই সম্পন্ন হয়েছে।

ফলে পাচপদরা রিফাইনারি শুধু একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রকল্প নয়, রাজস্থানের রাজনৈতিক লড়াইয়েরও নতুন প্রতীক হয়ে উঠেছে।

মধ্যপ্রদেশে প্রথম সরকারি সফরে ইন্দোরে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার

ভোপাল, ৪ জুলাই (আইএএনএস): দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমবারের মতো সরকারি সফরে শনিবার মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে পৌঁছালেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ আধিকারিক এবং জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।তাঁকে অভ্যর্থনা জানান মধ্যপ্রদেশের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সঞ্জীব কুমার ঝা, যুগ্ম মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আর.পি.এস. জাদোন, ইন্দোর বিভাগের কমিশনার সুদাম খাড়ে, পুলিশ কমিশনার সন্তোষ সিং, ইন্দোরের জেলাশাসক শিবম ভার্মা এবং পুর কমিশনার ক্ষিতিজ সিংহল।ইন্দোর বিমানবন্দরে পৌঁছে জ্ঞানেশ কুমার প্রথমে দেবী অহল্যাবাই হোলকারের ''গদি''-তে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।সফরের প্রধান আকর্ষণ ছিল ইন্দোরের লতা মঙ্গেশকর অডিটোরিয়ামে ১,৫০০-রও বেশি বুথ লেভেল অফিসারের (বিএলও) সঙ্গে তাঁর মতবিনিময়। এই সম্মেলনে ইন্দোর, উজ্জয়িনী, দেওয়াস, ধার এবং খান্ডওয়া জেলার বিএলও-রা অংশ নেন।মধ্যপ্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল বুথ লেভেল অফিসারদের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন, নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের সময় তাঁরা কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হন তা জানা এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করার জন্য তাঁদের মতামত সংগ্রহ করা।রাজ্য সরকারের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'বুথ লেভেল অফিসাররাই ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থার মেরুদণ্ড। ভোটার তালিকা হালনাগাদ রাখা, ভোটারদের সহায়তা করা এবং তৃণমূল স্তরে নির্বিঘ্ন ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁদের ওপরই বর্তায়।'মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর জ্ঞানেশ কুমারের এই ধরনের সরাসরি মতবিনিময় কর্মসূচিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে নির্বাচন কমিশন দিল্লিতেও মাঠপর্যায়ের নির্বাচন কর্মীদের সঙ্গে একই ধরনের একটি কর্মসূচির আয়োজন করেছিল। সম্মেলন শেষে জ্ঞানেশ কুমারের ওঙ্কারেশ্বর মন্দিরে গিয়ে পুজো দেওয়া এবং নর্মদা নদীর তীরে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। এছাড়া তিনি ঐতিহাসিক মহেশ্বর দুর্গও পরিদর্শন করবেন। মধ্যপ্রদেশ সফর শেষে রবিবার তিনি নয়াদিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও আগামী ২২শে জুলাই ২০২৬ইং থেকে ২৮শে জুলাই ২০২৬ইং পর্যন্ত পুরাতন আগরতলাস্থিত চতুর্দশ দেবতা বাড়ীতে খার্চিপূজা উপলক্ষে ৭ (সাত) দিন ব্যাপি খার্চি মেলা অনুষ্ঠিত হইবে।

এই উপলক্ষে খার্চি মেলা কমিটি ছোট ছোট দোকানিদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে ভিটি বণ্টনের উদ্যোগ নিয়েছে। যাহারা ভিটি নিতে ইচ্ছুক তাহারা এন্টি ফি বাবদ ১০০/- (একশত টাকা) জমা দিয়ে আগামী ৭ই জুলাই ২০২৬ইং হইতে ১৯শে জুলাই ২০২৬ইং পর্যন্ত সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত প্রতিদিন (ছুটির দিন সহ) চতুর্দশ দেবতা বাড়ীর সম্মুখে "বানী সংঘের' অফিস থেকে আবেদন পত্র সংগ্রহ ও জমা করতে পারবেন।

আবেদন পত্র জমার সময় ভোটার কার্ড অথবা যেকোন সচিত্র পরিচয় পত্রের ফটো কপি জমা দিতে হবে।

দোকানদারদের মধ্যে ভিটি বিলি করা হবে লটারির মাধ্যমে।

বিস্তারিত তথ্য পুরাতন আগরতলা ব্লক অফিস থেকে জানা যাবে।

ইতি
স্বাক্ষর
অস্পষ্ট
আহ্বায়ক
খার্চিপূজা মেলা কমিটি ২০২৬ইং
পুরাতন আগরতলা আর ডি ব্লক পশ্চিম ত্রিপুরা।

ICA/D-479/25

ছিনতাই চক্র গ্রেফতার ৩

● প্রথম পাতার পর

ব্যবহৃত স্কুটিটি শনাক্ত করা হয়। এরপর অভিযান চালিয়ে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়।ধৃতরা হল শহীদ মিয়া (বাড়ি শ্রীলঙ্কা বস্তি), বিজয় দাস (বাড়ি আড়ালিয়া) এবং রাকেশ দাস। তাদের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে শনিবার ধৃতদের আদালতে হাজির করে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়েছে। পূর্ব আগরতলা থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ওসি জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ধৃতরা আগরতলা শহরে মোবাইল ছিনতাইয়ের একটি সংঘবদ্ধ চক্র গড়ে তুলেছিল। এছাড়া ধৃত শহীদ মিয়া পূর্বের একটি মামলায় জামিনে মুক্ত ছিল। জামিনে থাকা অবস্থাতেই সে ফের একই ধরনের অপরাধে জড়িত হয়েছে বলে পুলিশের দাবি। পুলিশের ধারণা, এই চক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত থাকতে পারে। সেই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রচেষ্টা একদিন ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে। 'যখন কিছু মানুষ গুজব ও আতঙ্ক ছড়াতে ব্যস্ত ছিলেন, তখন নেপথ্যে দিন-রাত কাজ চলছিল পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য।'

পাচপদরার রিফাইনারির উদ্বোধনকে আত্মনির্ভর ও উন্নত ভারতের পথে একটি বড় পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই রিফাইনারি হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। বিশেষ করে রাজস্থানের যুবকদের আমি অভিনন্দন জানাই।'

তিনি বলেন, বিজেপি সরকার শুধু প্রকল্পের শিলান্যাস করে থেমে থাকে না, সেগুলি সম্পূর্ণ করেও দেখায়। 'আজকের দিন তারই প্রমাণ।'

চলতি বছরের গোড়ায় রিফাইনারিতে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার পর দ্রুত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য প্রকৌশলী ও শ্রমিকদের প্রশংসাও করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'নতুন ভারত কোনও চ্যালেঞ্জের সামনে মাথা নত করে না এবং তার গতি কখনও থামে না।'

রাজস্থানের উন্নয়নের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, এদিন যোধপুর বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনালের উদ্বোধন হয়েছে, যা পর্যটন, বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থানে নতুন গতি আনবে। পাশাপাশি যোধপুর থেকে ''উড়ে দেশ কা আম নাগরিক'' (উড়ান) প্রকল্পের নতুন পর্যায় চালু হওয়ায় ছোট শহর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিমান যোগাযোগ আরও উন্নত হবে।

শেখাওয়াতি অঞ্চলের দীর্ঘদিনের জলসংকটের কথাও উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সমস্যার সমাধানের অপেক্ষারও অবসান ঘটতে চলেছে।

পূর্ববর্তী কংগ্রেস সরকারকে আক্রমণ করে তিনি অভিযোগ করেন, রাজস্থানের জলসংকট দূর করতে তারা কোনও কার্যকর উদ্যোগ নেয়নি। তাঁর দাবি, বিজেপি আঞ্চলিক বা বিভাজনের রাজনীতি করে না, বরং ''দেশ সবার আগে'' নীতিতে বিশ্বাস করে।

প্রধানমন্ত্রী জানান, শনিবারের কর্মসূচিতে রাজস্থানের প্রায় ৫৪ হাজার যুবকের হাতে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং পরিকাঠামো উন্নয়নই উন্নত ভারত গঠনের অন্যতম ভিত্তি বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

করছে বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

আদিবাসীদের জমি অধিগ্রহণ করে বড় করপোরেট গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বিজেপি সংরক্ষণ ব্যবস্থা দুর্বল করার চেষ্টা করছে বলেও তিনি দাবি করেন।

হিমগ্নরাজ ভট্টাচার্য আরও বলেন, মনরেগা কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আদিবাসী যুবকদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। তাই মনরেগা চালু রাখা এবং ২০০ দিনের কর্মসংস্থানের দাবিতে আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে। একই সঙ্গে আদিবাসীদের জনগণনায় যথাযথ পরিচয় নিশ্চিত করারও দাবি জানান তিনি।

ত্রিপুরার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজ্যে বড় শিল্প গড়ে ওঠেনি, সরকারি দফতরে বহু পদ শূন্য রয়েছে এবং যুব সমাজের একাংশ মাদকাসক্তির শিকার হচ্ছে। সম্প্রতি গ্রেপ্তার হওয়া কয়েকজন মাদক পাচারকারীর সঙ্গে বিজেপির যোগসাজশ রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। মাদকের বিরুদ্ধে গণআন্দোলনে যুবকদের শামিল হওয়ার আহ্বান জানান ডিওয়াইএফআই নেতৃত্ব।

ডিওয়াইএফআই-এর কেন্দ্রীয় নেতা বিকাশ ঝা বলেন, দেশে বেকারত্ব, সামাজিক বিভাজন ও পরিবেশ ধ্বংসের রাজনীতি চলছে। উন্নয়নের নামে জঙ্গল, নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ করপোরেটদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে এবং আদিবাসীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। আসাম রাজ্য সম্পাদক নিরঙ্কুশ নাথও বিজেপির বিরুদ্ধে আদিবাসীদের জমি করপোরেট সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগ তোলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন টিওয়াইএফ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কুমুদ দেববর্মা, পশ্চিমবঙ্গ ডিওয়াইএফআই নেত্রী সোনামণি টুডু, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি সাহা-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

যোগাযোগ সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রভূত উন্নয়ন হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে ২৭০ কিমি রেললাইন সম্প্রসারণ হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য থেকে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে নতুন নতুন দূরপাল্লার ট্রেন পরিষেবা চালু হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় রাজ্যে রেল পরিকাঠামোর উন্নয়নেরও কাজ চলছে। আগরতলা স্টেশনকে আরও আধুনিক করে তোলার লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যাত্রী সাধারণের নিরাপত্তার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, রাজ্যের যাত্রীদের সুবিধার লক্ষ্যেই ইলেকট্রিক ট্রেন চালু করা হয়েছে। এরজন্য কোন আন্দোলন করতে হয়নি। রাজ্যের যাত্রীদের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত, আধুনিক ও সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মীনা রাণী সরকার, উত্তর-পূর্ব ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের ডিআরএম সমীর লোহানী, পরিবহণ দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ সবুজ পতাকা নেড়ে আগরতলা থেকে করিমগঞ্জ পর্যন্ত এই মেমো ট্রেনটির যাত্রার সূচনা করেন।

১২৫ টাকা

● প্রথম পাতার পর

পেঁয়াজ বাজারে পৌঁছাচ্ছে। সেখানে গড় পাইকারি মূল্য প্রায় কেজি প্রতি ১৮ টাকা।মন্ত্রক জানিয়েছে, উন্নত মানের পেঁয়াজ এখনও গুদামে সংরক্ষিত রয়েছে এবং সরবরাহ কমে গেলে তা বাজারে ছাড়া হবে। বর্তমানে দেশে পেঁয়াজের গড় খুচরো দাম কেজি প্রতি ৩১ টাকা।

রফতানিও স্বাভাবিক রয়েছে। জুন মাসে প্রায় ১.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন পেঁয়াজ রফতানি হয়েছে। তবে পাকিস্তান ও চিনের নতুন ফসল উপসাগরীয় দেশ, শ্রীলঙ্কা এবং দূরপ্রাচ্যের বাজারে প্রতিযোগিতামূলক দামে পাওয়া যাওয়ায় আগামী কিছুদিন রফতানির গতি কিছুটা কমতে পারে বলে ব্যবসায়ীদের ধারণা।সরকার জানিয়েছে, মহারাষ্ট্রের নাসিক অঞ্চলে খরিফ মরসুমের বপন প্রায় ১৫ দিন দেরিতে শুরু হয়েছে। অন্যদিকে কর্নাটকের চিত্রদুর্গ ও চল্লাকেরে অঞ্চলে স্বাভাবিকের প্রায় ৬০ শতাংশ বপন সম্পন্ন হয়েছে।কিছু অঞ্চলে বর্ষার দেরিতে আগমন এবং স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টিপাতের কারণে একাংশ ব্যবসায়ীর মধ্যে জল্পনাভিত্তিক কেনাবেচা বেড়েছে। তবে বর্তমান দামে বড় ভোক্তা বাজারগুলিতে চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি বলে জানিয়েছে কেন্দ্র।

ডিওয়াইএফআই-এর উদ্যোগে আয়োজিত উপজাতি বিষয়ক আলোচনা সভায় যোগ দেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী স হ অন্যান্য নেতৃত্ব।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

আরোগ্য যোজনার বাস্তবায়নে ত্রিপুরা শতভাগ সফলতা অর্জন করেছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সাধারণ মানুষের কাছে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে স্বাস্থ্য দপ্তর ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাস, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. তপন মজুমদার, টিএমসি ও ড. বি. আর. আম্বেদকর টিচিং হাসপাতালের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. অরিন্দম দত্ত এবং আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. শালু রায়সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।অনুষ্ঠানে ১০ জন অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। পাশাপাশি চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সাতজন চিকিৎসককে সম্মাননা প্রদান করা হয়। শেষে স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রীসহ উপস্থিত অতিথিরা ডা. বিধান চন্দ্র রায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান।

অভিযোগে মামলা

● প্রথম পাতার পর

করা হয়েছে বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।অভিযোগকারী আরও দাবি করেছেন, একাধিকবার ত্রিপুরায় এসে তাঁরা এমন কিছু ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, যাঁরা নিজেদের সরকারি আধিকারিক ও ব্যাংককর্মী হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। হোয়াটসঅ্যাপে বিভিন্ন নথি আদান-প্রদান এবং আরটিজিএসের মাধ্যমে কিছু অর্থ ফেরত দেওয়ার ঘটনাও দেখানো হয়, যাতে তাঁদের আস্থা অর্জন করা যায়। পরে তদন্ত করে তাঁরা জানতে পারেন, উচ্চশিক্ষা অধিকর্তার দপ্তর থেকে এ ধরনের কোনও টেন্ডার বা কার্যাদেশ জারি করা হয়নি এবং দেখানো সমস্ত নথিই জাল।এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতেও শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। জিতেন্দ্র চৌধুরী অভিযোগ করেন, গত সাড়ে আট বছরে ত্রিপুরা দুর্নীতির নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। তাঁর দাবি, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসছে এবং সম্প্রতি এক আইএফএস আধিকারিকের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে।তিনি আরও বলেন, রাজ্যে একাধিকবার বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার হলেও মূলচক্রের হোতাদের গ্রেপ্তার করা যায়নি। এই ঘটনাও সরকারের প্রশাসনিক ব্যর্থতার আরেকটি উদাহরণ বলে মন্তব্য করেন তিনি।তবে এই অভিযোগের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। মামলার তদন্ত শুরু করেছে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ।

প্রদেশ কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

স্থিতিশীলতার জন্য উদ্বেগের কারণ হতে পারে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, সরকারি তথ্যেই উঠে এসেছে যে ডিজিটাল কারচুপির কারণে দেশের লক্ষ লক্ষ স্থায়ী আমানতকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাঁর দাবি, বিভিন্ন ব্যাংক থেকে শত শত কোটি টাকা প্রতারণার মাধ্যমে উধাও হয়ে গেছে, যা ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলছে।এছাড়াও প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট জালিয়াতির মাধ্যমে প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে সরকারি তথ্যেই উল্লেখ রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, এত বড় অঙ্কের আর্থিক জালিয়াতি দেশের রাজস্ব ব্যবস্থার দুর্বলতাকে সামনে এনে দিয়েছে।ত্রিপুরার প্রসঙ্গ টেনে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র অভিযোগ করেন, বর্তমানে রাজ্যে 'কে কত বেশি সরকারি ও অবৈধ অর্থ উপার্জন করতে পারে' সেই প্রতিযোগিতা চলছে। তাঁর দাবি, দুর্নীতি ও অনিয়মের পরিবেশে সাধারণ মানুষের স্বার্থ উপেক্ষিত হচ্ছে এবং প্রশাসনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সাধারণ মানুষের আমানত ও সরকারি অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস।

আহত ৬জন

● প্রথম পাতার পর

উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে পাঠান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি অটোরিকশা সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে। প্রাথমিকভাবে কী কারণে এই মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

দিল্লিতে "ঠক-ঠক" চক্রের দুই সদস্য গ্রেফতার

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই (আইএএনএস): দিল্লি পুলিশের দক্ষিণ জেলার অ্যান্টি অটো থেফট স্কোয়াড (এএটিএস) আন্তঃরাজ্য ''ঠক-ঠক'' চক্রের দুই কুখ্যাত সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। তাদের কাছ থেকে ৬ লক্ষ টাকা নগদ, গয়না, ইলেকট্রনিক সামগ্রী, চুরির সরঞ্জাম এবং অপরাধে ব্যবহৃত একটি স্কুটি উদ্ধার করা হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, এই অভিযানের ফলে দিল্লি ও জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে (এনসিআর) নথিভুক্ত তিনটি চুরি ও বাড়িতে চুরির মামলারও কিনারা হয়েছে।ধৃতদের পরিচয় গঙ্গেশ নাইডু (৪০) এবং বিক্রম (৩৩) বলে জানা গেছে। দু''জনেই দক্ষিণপুরী, আম্বেদকর নগরের বাসিন্দা। দিল্লি, হরিয়ানা এবং কর্নাটকে তাদের বিরুদ্ধে একাধিক অপরাধমূলক মামলার রেকর্ড রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ''ঠক-ঠক'' চক্রের দুই সক্রিয় সদস্যের গতিবিধি সম্পর্কে গোপন সূত্রে খবর পাওয়ার পর ৩০ জুন এএটিএস একটি বিশেষ অভিযান চালায়। পরিকল্পিত ফাঁদ পেতে দু''জনকেই গ্রেফতার করা হয়।জিজ্ঞাসাবাদ এবং তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ চোরাই মাল, যার মধ্যে রয়েছে নগদ অর্থ, ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, গয়না, রুপোর সামগ্রী, চুরির সরঞ্জাম এবং অপরাধে ব্যবহৃত একটি স্কুটি।তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ধৃতরা এমন একটি আন্তঃরাজ্য চক্রের সদস্য, যারা ব্যাংক থেকে টাকা তুলে বের হওয়া বা মূল্যবান জিনিস বহনকারী ব্যক্তিদের লক্ষ্যবস্তু করত। চক্রের এক সদস্য গাড়ির টায়ার পাংচার হয়েছে বা তেল লিক করছে বলে চালকের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দিত। সেই সুযোগে অন্য সদস্য গাড়ি থেকে নগদ টাকা, গয়না, ল্যাপটপ বা অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী ভর্তি ব্যাগ চুরি করে স্কুটিতে চম্পট দিত। এই কৌশলই ''ঠক-ঠক'' পদ্ধতি নামে পরিচিত।পুলিশের উদ্ধার করা সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ৬ লক্ষ টাকা নগদ, দুটি মোবাইল ফোন, একটি ল্যাপটপ, একটি ম্যাকবুক, পাঁচটি সোনার রঙের বালা, তিনটি সোনার রঙের চেন, প্রায় ১.১ কেজি রুপোর সামগ্রী, একটি হাতঘড়ি, স্যামসাং ইয়ারবাড, চুরির সরঞ্জাম এবং একটি স্কুটি।তদন্তে তিনটি মামলার সমাধান হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দিল্লির আম্বেদকর নগর ও নেব সরাই থানায় দায়ের হওয়া দুটি ই-এফআইআর এবং হরিয়ানার গুরুগ্রামের সেক্টর-৬৫ থানায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ৩০৫ ও ৩২৪(২) ধারায় দায়ের হওয়া একটি মামলা।

লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ১৮তম বিধানসভার সদস্যদের জন্য আয়োজিত ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির সমাপনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন।

রাম মন্দির অনুদানে অনিয়মের অভিযোগ: অযোধ্যা আদালতে মামলা করবেন দিগ্বিজয় সিং

ভোপাল, ৪ জুলাই (আইএএনএস): কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা ও মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং ঘোষণা করেছেন যে, রাম মন্দির নির্মাণের জন্য সংগৃহীত অনুদানে কথিত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে তিনি উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা জেলা আদালতে মামলা দায়ের করবেন। তাঁর দাবি, ভক্তদের দেওয়া অনুদানের অর্থ কীভাবে ব্যয় হয়েছে, তা জানার পূর্ণ অধিকার তাঁদের রয়েছে।

শুক্রবার ভোপালের মাতা মন্দির এলাকায় মধ্যপ্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত 'সদবুদ্ধি যজ্ঞ' ও গণঅনশনে অংশ নিয়ে তিনি এই ঘোষণা করেন। রাম মন্দিরের অনুদান তহবিলে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রাক্তন মন্ত্রী পি.সি. শর্মা, মহিলা কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি রীনা বরাসি সেতিয়া এবং দলের একাধিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দিগ্বিজয় সিং জানান, তিনি রাম মন্দির নির্মাণের জন্য ১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছিলেন এবং সেই অনুদানের রসিদ ও চেকের কপি এখনও তাঁর কাছে রয়েছে।

তিনি বলেন, আমি ১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছিলাম। আগামী ৫ বা ৬ জুলাই আমার সিনিয়র আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করার পর অযোধ্যায় গিয়ে আদালতে মামলা দায়ের করব।

তিনি আরও বলেন, কোটি কোটি ভক্ত ভগবান রামের প্রতি অগাধ বিশ্বাস রেখে অনুদান দিয়েছেন। যদি সেই অর্থের অপব্যবহার হয়ে থাকে, তবে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

দিগ্বিজয় সিং জানান, আদালত যদি অনুদানের অর্থ ব্যবহারে আর্থিক অনিয়মের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করে, তাহলে তিনি নিজের অনুদানের অর্থ ফেরত চাইবেন এবং তা অন্য কোনও স্বীকৃত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা কোনও শঙ্করাচার্য্যের ট্রাস্টে দান করবেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ডিজিটাল মাধ্যমে তরুণদের টার্গেট করছে পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনগুলি, রিপোর্টে উদ্বেগজনক তথ্য

ইসলামাবাদ, ৪ জুলাই (আইএএনএস) : পাকিস্তানভিত্তিক জঙ্গি সংগঠনগুলি তাদের নিয়োগ কৌশলে বড় পরিবর্তন এনে এখন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। বিশেষ করে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি), জইশ-ই-মহম্মদ (জেইএম) এবং ইসলামিক স্টেট খোরাসান প্রভিন্স (আইএসকেপি)-এর মতো সংগঠনগুলি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও এনক্রিপ্টেড অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তরুণদের চিহ্নিত, মতাদর্শে প্রভাবিত এবং সংগঠনে যুক্ত করছে বলে এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।

পিজে মিডিয়া-র প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অতীতে পাকিস্তানের জঙ্গি সংগঠনগুলি মূলত মাদ্রাসা, স্থানীয় ধর্মীয় নেটওয়ার্ক, মুদ্রিত প্রচারপত্র এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে সদস্য সংগ্রহ করত। বিশেষ করে উপজাতীয় এলাকা, দক্ষিণ পাঞ্জাব, করাচি ও বেলুচিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে পারিবারিক সম্পর্ক, ধর্মীয় প্রভাব এবং ভয় দেখিয়ে যুবকদের জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত করা হতো।

প্রতিবেদনে তুরস্ক-জন্ম সাংবাদিক উজাই বুলুত উল্লেখ করেছেন, বর্তমানে পরিস্থিতি বদলেছে এবং ডিজিটাল মাধ্যম জঙ্গি সংগঠনগুলির প্রধান নিয়োগের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

তিনি জানান, পাকিস্তানের ন্যাশনাল কাউন্টার টেররিজম অথরিটি (এনএসিটিএ)-র গবেষণা অনুযায়ী, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত হওয়ার প্রবেশদ্বার অনেক সহজ হয়ে গেছে। বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন এখন এক্স (সাবেক টুইটার), ইউটিউব, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ এবং টেলিগ্রাম ব্যবহার করে প্রচার, অর্থ সংগ্রহ, সদস্য নিয়োগ এবং অনলাইন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছে।

২০২৫ সালের একটি এনএসিটিএ গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ডিজিটাল মাধ্যমের কারণে এখন আর জঙ্গি নিয়োগের জন্য সরাসরি সাক্ষাতের প্রয়োজন হয় না। অনলাইনে ধারাবাহিকভাবে নির্দিষ্ট ধরনের প্রচার ও মতাদর্শগত কনটেন্ট দেখিয়ে সম্ভাব্য সদস্যদের প্রভাবিত ও সক্রিয় করা হচ্ছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগের মতো শুধু অস্ত্রধারী যোদ্ধা নয়, এখন জঙ্গি সংগঠনগুলি ডিজিটাল প্রচার, অনলাইন অর্থ লেনদেন, লজিস্টিকস এবং গোপন অপারেশনে দক্ষ ব্যক্তিদেরও নিয়োগ করছে। একই সঙ্গে ছোট ছোট গোপন সেল এবং এনক্রিপ্টেড যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহার করায় নিরাপত্তা সংস্থাগুলির পক্ষে এই নেটওয়ার্ক ভেদ করা আরও কঠিন হয়ে উঠছে।

এর আগে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত আরেকটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, পাকিস্তান এখনও আল-কায়েদা, লস্কর-ই-তইবা, জইশ-ই-মহম্মদ-সহ একাধিক আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক দৈনিক এশিয়ান লাইট-এর প্রতিবেদনে বলা হয়, গ্লোবাল টেররিজম ইনডেক্স ২০২৬-এ পাকিস্তানকে বিশ্বের শীর্ষ সন্ত্রাসপ্রবণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি মার্কিন কংগ্রেশনাল রিসার্চ সার্ভিস-এর ২৫ মার্চ, ২০২৬-এর প্রতিবেদনে পাকিস্তানকে বহু জঙ্গি সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার ঘাঁটি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনগুলিতে আরও বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের আইনে উল্লিখিত অধিকাংশ সংগঠনই বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষিত। ফলে জঙ্গি নেটওয়ার্ক, মতাদর্শ এবং পরিচালন কাঠামোর মিলিত উপস্থিতির কারণে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়ে গেছে।

এছাড়া চলতি বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানি নাগরিক আসিফ মার্চেন্টের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পাশাপাশি পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ২১ বছর বয়সি মহম্মদ শাহজেব খান নিউ ইয়র্কে একটি ইহুদি কেন্দ্রকে লক্ষ্য করে আইএস-প্রভাবিত হামলার পরিকল্পনার অভিযোগে দোষ স্বীকার করেছেন বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভরত তিওয়ারি মৃত্যুকাণ্ড: 'খুব শীঘ্রই বিচার মিলবে', পরিবারের সদস্যদের আশ্বাস দিলেন চিরাগ পাসওয়ান

ভোজপুর, ৪ জুলাই (আইএএনএস) : পুলিশি অভিযানে নিহত ছাত্র ও স্থানীয় সমাজকর্মী ভরত তিওয়ারির পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস)-এর সভাপতি চিরাগ পাসওয়ান দ্রুত বিচার এবং দোষীদের শাস্তির আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছে মৃতের পরিবার। শুক্রবার পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর চিরাগ পাসওয়ান বলেন, ভরত তিওয়ারির মৃত্যুর ঘটনায় প্রশাসনিক আধিকারিকদের ভূমিকা কোনও সভ্য সমাজ বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়। চিরাগ পাসওয়ানের সঙ্গে সাক্ষাতের পর ভরত তিওয়ারির বাবা কাশীনাথ তিওয়ারি বলেন, "ওঁর সঙ্গে আমাদের খুব ভালো কথা হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যেই এই হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" তিনি আরও বলেন, চিরাগজি বলেছেন, তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়া দ্রুত এগোবে এবং গোটা দেশ এই ঘটনার বিচার প্রত্যক্ষ করবে। মৃতের ভাই চন্দন তিওয়ারিও একই ধরনের আশ্বাসের কথা জানিয়ে বলেন, তিনি বলেছেন দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযুক্তদের শীঘ্রই গ্রেফতার করা হবে এবং কোনও অপরাধীকেই ছাড় দেওয়া হবে না। চন্দন তিওয়ারির দাবি, পাটনা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (পিএমসিএইচ)-এ তাঁর ভাইকে যেভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই ঘটনার ভিডিও চিরাগ পাসওয়ানকে দেখানো হয়েছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, ভরত তিওয়ারির ওপর কতবার গুলি চালানো হয়েছিল, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে সঠিক তথ্য জানানো হয়নি। চন্দন বলেন, তাঁকে বলা হয়েছিল ভরতকে তিনবার গুলি করা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানিয়েছি, আসলে আমার ভাইকে পাঁচবার গুলি করা হয়েছিল। ভরত তিওয়ারির মা আশা দেবীও জানান, চিরাগ পাসওয়ান তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন যে, এই ঘটনার জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, তিনি জানিয়েছেন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে দ্রুত বিচার ও দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেবেন।

তেলিয়ামুড়ায় দেড় কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস, স্বস্তি এলাকাবাসীর

তেলিয়ামুড়া, ৪ জুলাই: দীর্ঘদিনের দাবির পর অবশেষে তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাট সিআরপিএফ ক্যাম্প থেকে বীরেন্দ্র দাসের বাড়ি পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়েছে। শনিবার ত্রিপুরা সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের সূচনা করেন।

শিলান্যাস অনুষ্ঠানে এলাকার জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক আধিকারিক এবং বিপুল সংখ্যক স্থানীয় বাসিন্দা উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় থাকায় বিশেষ করে বর্ষাকালে চলাচল অত্যন্ত দুর্বিষহ হয়ে পড়ত। কাদায় ভরা রাস্তায় স্কুল-কলেজের পড়ুয়া, রোগী, কৃষক, শ্রমজীবী মানুষসহ সাধারণ মানুষকে প্রতিদিন নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। বহুবার সংস্কারের দাবি উঠলেও এতদিন কাজ শুরু হয়নি।

সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে। তাঁদের আশা, রাস্তার নির্মাণকাজ শেষ হলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার পাশাপাশি কৃষিপণ্য পরিবহণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং স্থানীয় অর্থনীতিরও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে। জাতীয় সড়কের সঙ্গে সংযোগ আরও সহজ হওয়ায় এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে বলেও তাঁরা মনে করছেন।

শিলান্যাস অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, সাধারণ মানুষের উন্নয়নই রাজ্য সরকারের প্রধান লক্ষ্য। প্রত্যন্ত এলাকার দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে একের পর এক উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই রাস্তার কাজ শেষ হলে বহু পরিবারের দীর্ঘদিনের ভোগান্তির অবসান ঘটবে এবং আগামী দিনেও উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

শিলান্যাসের পর এলাকাজুড়ে উৎসবের আবহ লক্ষ্য করা যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সড়ক নির্মাণ সম্পন্ন করে আধুনিক ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবি জানান।

ছেলে ও পুত্রবধূর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ, সুবিচারের আশায় পুলিশের দ্বারস্থ বিধবা মা

আগরতলা, ৪ জুলাই: খোয়াই মহকুমার চেবরী এলাকার এক বিধবা মহিলা ছেলে ও পুত্রবধূর বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। অভিযোগকারী ফুলমতি দেবনাথ দাবি করেছেন, দীর্ঘ চার বছর ধরে তিনি নির্যাতনের শিকার হলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ পাননি।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, প্রায় সাত বছর আগে ফুলমতি দেবনাথের স্বামী রবীন্দ্র দেবনাথের মৃত্যু হয়। এরপর তিনি ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বসবাস করছিলেন। অভিযোগ, তাঁর ছেলে নেপাল দেবনাথ ও পুত্রবধূ দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে আসছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একাধিকবার স্থানীয় পঞ্চায়েতের উদ্যোগে সালিশি বৈঠক হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। পরে পঞ্চায়েতের পরামর্শে ফুলমতি দেবনাথ মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগকারীর দাবি, থানায় অভিযোগ জানানোর পরও তিনি বারবার যোগাযোগ করলেও পুলিশ এখনও ঘটনাস্থলে যায়নি। ফলে তিনি নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন।

এদিকে, স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশও বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের দাবি, অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করে সত্যতা যাচাই করা হোক এবং আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

তবে, এই অভিযোগের বিষয়ে অভিযুক্ত নেপাল দেবনাথ বা শ্রীনগর/সংশ্লিষ্ট পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ব্যয়বহুল চিকিৎসার অভাবে থমকে রূপা সাহার জীবন, মুখ্যমন্ত্রী ও সমাজের সহায়তা কামনা

আগরতলা, ৪ জুলাই: জটিল স্নায়ুরোগ ও হৃদযন্ত্রের ভালভজনিত সমস্যায় আক্রান্ত আগরতলার মাস্টারপাড়া এলাকার বাসিন্দা রূপা সাহা। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করলেও বাবার মৃত্যুর পর আর্থিক সংকটের কারণে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করাতে পারছেন না তিনি। ফলে কার্যত থমকে গেছে তাঁর চিকিৎসা।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, রূপার পরিবারে এখন রয়েছেন শুধু তিনি ও তাঁর মা। বাবার মৃত্যুর পর সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে চরম আর্থিক সংকটে পড়েছে পরিবার। ব্যয়বহুল চিকিৎসার খরচ বহন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

এর আগে রূপা ও তাঁর মা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আর্থিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছিলেন। পরে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু হয়। সেখানে চিকিৎসকরা প্রয়োজনীয় ওষুধের পাশাপাশি উন্নত চিকিৎসার জন্য একটি বিশেষ ইনজেকশন নেওয়ার পরামর্শ দেন। রূপার মায়ের দাবি, ওই ইনজেকশনের মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা, যা তাঁদের পক্ষে সংগ্রহ করা অসম্ভব। চিকিৎসকদের মতে, সময়মতো এই চিকিৎসা শুরু করা গেলে রূপার সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। কিন্তু অর্থাভাবে সেই চিকিৎসা শুরু করা যাচ্ছে না।

পরিবারের দাবি, বর্তমানে রূপার শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছে। তিনি লাঠির সাহায্যে চলাফেরা করছেন। সময়মতো চিকিৎসা না হলে ভবিষ্যতে তাঁর হাঁটার ক্ষমতাও হারানোর আশঙ্কা রয়েছে।

স্নাতক রূপা সাহা জানান, অসুস্থতার মধ্যেও তিনি চাকরির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে সুস্থ না হলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে কর্মজীবন শুরু করা কঠিন হয়ে পড়বে।

এই পরিস্থিতিতে রূপা সাহা ও তাঁর মা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, সমাজের বিত্তবান ব্যক্তি এবং সাধারণ মানুষের কাছে আর্থিক ও চিকিৎসা সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন। তাঁদের আশা, সকলের সহযোগিতায় দ্রুত প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে এবং রূপা আবার সুস্থ জীবনে ফিরতে পারবেন।

আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে বনমহোৎসব পালন, বৃক্ষরোপণের আহ্বান মেয়রের

আগরতলা, ৪ জুলাই: বনমহোৎসব উপলক্ষে আগরতলা পুর নিগমের উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। শনিবার দুর্গা চৌমুহনী এলাকার সূর্য তোরণ ক্লাব প্রাঙ্গণে 'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বৃক্ষরোপণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, মাইনরিটি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান জসীমউদ্দিন, কর্পোরেটর ভাস্বতী দেববর্মা, রামনগর মণ্ডল সভাপতি অমিতাভ ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র দীপক মজুমদার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ ও সবুজ পরিবেশ গড়ে তুলতে বেশি করে গাছ লাগানোর পাশাপাশি লাগানো গাছের সঠিক পরিচর্যা করে বড় করে তোলাও সমানভাবে জরুরি।

অন্যান্য বক্তারাও পরিবেশ সংরক্ষণে বৃক্ষরোপণের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে সকলকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বনায়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, প্রতিবছর ১ জুলাই থেকে ৭ জুলাই পর্যন্ত দেশজুড়ে বনমহোৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সবুজায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

টিটিএএডিসি এলাকায় ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স নেওয়ার আহ্বান, গন্ডাছড়া বাজারে পরিদর্শন

গন্ডাছড়া, ৪ জুলাই: ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) এলাকার সমস্ত ব্যবসায়ীদের ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন গন্ডাছড়া-গঙ্গানগর আসনের এমডিসি ক্ষত্রজয় রিয়াং।

জানা গেছে, টিটিএএডিসি এলাকার বিভিন্ন শ্রেণির ব্যবসায়ীদের জন্য সংশ্লিষ্ট জোন্যাল ও সাব-জোন্যাল অফিস থেকে ইস্যু করা ট্রেড লাইসেন্স বাধ্যতামূলক। যেসব ব্যবসায়ী এখনও ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ করেননি, তাঁদের দ্রুত গন্ডাছড়া সাব-জোন্যাল অফিসে আবেদন করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

শুক্রবার টিটিএএডিসির জোন্যাল ও গন্ডাছড়া সাব-জোন্যাল অফিসের কর্মকর্তারা গন্ডাছড়া মহকুমা সদর বাজারের বিভিন্ন দোকান পরিদর্শন করেন। এ সময় তাঁরা দোকান মালিকদের সঙ্গে ট্রেড লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা ও নিয়মাবলি নিয়ে আলোচনা করেন এবং লাইসেন্স গ্রহণে উৎসাহিত করেন।

পরিদর্শনকালে জোন্যাল ও সাব-জোন্যাল অফিসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গন্ডাছড়া-গঙ্গানগর আসনের এমডিসি ক্ষত্রজয় রিয়াং। তিনি বলেন, টিটিএএডিসি এলাকার যেসব ব্যবসায়ী এখনও ট্রেড লাইসেন্স সংগ্রহ করেননি, তাঁরা যেন অবিলম্বে গন্ডাছড়া সাব-জোন্যাল অফিস থেকে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স সংগ্রহ করেন। এতে ব্যবসা পরিচালনা আরও সুশৃঙ্খল ও নিয়মতান্ত্রিক হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

গন্ডাছড়ায় ত্রিপুরা গেরিলা রিটার্নস ডিমান্ড কমিটির সভা, চুক্তি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি

গন্ডাছড়া, ৪ জুলাই: ত্রিপুরা গেরিলা রিটার্নস ডিমান্ড কমিটির উদ্যোগে শনিবার গন্ডাছড়া মহকুমা সদরের ষাটকার্ড এলাকার পুরাতন টাউন হলে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রায় ২৫০ জন প্রাক্তন গেরিলা সদস্য ও সদস্যা অংশগ্রহণ করেন।

সভায় সংগঠনের নেতৃত্বের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম আহ্বায়ক নিরুকুমার দেববর্মা, এস. কে. ব্রু, অমিত্র রিয়াং, বি. দেববর্মা, রামানন্দ উঁচুই, সদস্য-সচিব করণজয় রিয়াং এবং মানসজয় রিয়াং-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় বক্তারা সংগঠনের সদস্যদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা জানান, বিভিন্ন সময়ে আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা চারটি গোষ্ঠী একত্রিত হয়ে ত্রিপুরা গেরিলা রিটার্নস ডিমান্ড কমিটি গঠন করেছে।

নেতৃত্বের দাবি, সংগঠনের সঙ্গে রাজ্য সরকারের যে চুক্তি হয়েছে, তা আগামী এক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে। একই সঙ্গে প্রাক্তন গেরিলা সদস্য ও সদস্যাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে মৎস্যচাষ, পশুপালন, ক্ষুদ্র ব্যবসা এবং মার্কেট স্টলসহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা প্রদান করে তাঁদের স্বনির্ভর করে তোলার দাবি জানানো হয়।

সভায় সংগঠনের নেতারা সকল সদস্যকে ঐক্যবদ্ধ থেকে দাবি আদায়ের আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।

উত্তর ত্রিপুরার স্বাস্থ্য পরিষেবার অগ্রগতি পর্যালোচনায় কেন্দ্রীয় যুগ্ম সচিব মীরা শ্রীবাস্তব

ধর্মনগর, ৪ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরা জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার অগ্রগতি এবং বিভিন্ন জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করতে জেলা সফরে এসে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন ভারতের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মীরা শ্রীবাস্তব।

শুক্রবার ধর্মনগরে জেলা শাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে জেলা প্রশাসন ও জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত পর্যালোচনা বৈঠকে তিনি জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরার জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রান, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দীপক হালদার এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য ঊর্ধতন আধিকারিকরা। সভার শুরুতে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় যুগ্ম সচিবকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হয়।

বৈঠক শেষে জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রান জানান, মীরা শ্রীবাস্তব জেলার প্রজনন স্বাস্থ্য, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচির অগ্রগতি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করেন। যেসব ক্ষেত্রে আরও উন্নতির সুযোগ রয়েছে, সেসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শও দেন তিনি।

জেলাশাসক আরও জানান, জেলার স্বাস্থ্য দপ্তরের সামগ্রিক কর্মদক্ষতায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম সচিব। বিশেষ করে হাম ও রুবেলা রোগের নজরদারি এবং প্রতিরোধমূলক কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে জেলার স্বাস্থ্য দপ্তরের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি। ভবিষ্যতেও একই নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে এই কর্মসূচিগুলি পরিচালনার নির্দেশ দেন।

কেন্দ্রীয় যুগ্ম সচিবের এই সফরকে ঘিরে জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের মধ্যে ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবার আরও উন্নয়নে এই সফর ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেছে জেলা প্রশাসন।

ধর্মনগরে উত্তর জেলা ট্রাফিক পুলিশের

● আটের পাতার পর

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পথচারী, মোটরসাইকেল আরোহী এবং অন্যান্য যানবাহনের চালকদের ট্রাফিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানান।

এ সময় হেলমেট ব্যবহার, সিটবেল্ট বাঁধা, নির্ধারিত গতিসীমা মেনে চলা এবং মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি না চালানোর গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়। ট্রাফিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে কী ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, সে বিষয়েও প্রচার চালানো হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত কর্মকর্তারা বলেন, অধিকাংশ সড়ক দুর্ঘটনার মূল কারণ অসচেতনতা এবং ট্রাফিক আইন অমান্য করার প্রবণতা। তাই নিরাপদ সড়ক গড়ে তুলতে আইন মেনে চলার অভ্যাস গড়ে তোলার পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। পুলিশ প্রশাসন ও শিক্ষার্থীদের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এই সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান ধর্মনগরবাসীর মধ্যে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। আয়োজকদের আশা, ভবিষ্যতেও এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকলে সড়ক দুর্ঘটনা কমানোর পাশাপাশি নিরাপদ ও দায়িত্বশীল যান চলাচলের পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

দক্ষিণ ত্রিপুরার কৃতি উচ্চমাধ্যমিক

● আটের পাতার পর

বৈদ্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ ভৌমিক এবং আইসিএফএআই বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসিক সায়েন্স বিভাগের প্রিন্সিপাল প্রসেনজিৎ বল।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আইসিএফএআই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, এ ধরনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মানিত করার পাশাপাশি আগামী প্রজন্মকে আরও ভালো ফলাফল অর্জনে উৎসাহিত করে। তাঁরা বলেন, শিক্ষার্থীদের মেধা ও পরিশ্রমের স্বীকৃতি দেওয়ার মাধ্যমে তাদের উচ্চশিক্ষা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার পথ আরও সুগম হবে।

অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত কৃতি ছাত্র-ছাত্রী ও তাঁদের অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

ধর্মনগরে ধারাবাহিক চুরির ঘটনায় উদ্বেগ,

● আটের পাতার পর

জানা গেছে। ধারাবাহিক চুরির ঘটনায় এলাকাবাসীর একাংশ পুলিশি টহল ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি, সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের দ্রুত শনাক্ত ও আইনি ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি তুলেছেন তাঁরা। এ বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1
05-07-2026, 01:09

সুপার লিগ : ভারতরত্নকে ৮-২ গোলে উড়িয়ে শুভসূচনা ইকফাই ফুটবল ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।।ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত সি-ডিভিশন সুপার লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচেই দাপুটে জয় তুলে নিল ইকফাই ফুটবল ক্লাব। গ্রুপ পর্বে ৬ ম্যাচের মধ্যে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে রানার্স-আপ হয়ে সুপার লিগে পা রাখা ইকফাই, আজ মাঠের লড়াইয়ে ভরত রত্ন সংঘকে ৮-২ গোলের বিশাল ব্যবধানে বিধ্বস্ত করেছে। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবলের পসরা সাজিয়ে বসেন ইকফাই-এর ফুটবলাররা। প্রথমার্ধের ২২ মিনিটে স্টিফেন লাল রুংয়াত ফালার গোলে খাতা খোলার পর, ৩৩ মিনিটে লালচুয়াম ডারলং ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। এরপর ৩৮ মিনিটে প্রণব সরকার এবং ৪০ মিনিটে সুহেল মিঞার পর পর দুটি গোল ভারত রত্ন সংঘকে ম্যাচ থেকে সম্পূর্ণ ছিটকে দেয়, যার ফলে ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে ইকফাই।ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর মরিয়া চেষ্টা চালায় ভারত রত্ন সংঘ। যার ফলশ্রুতিতে ৫৭ মিনিটে অ্যালেক্স দারলং এবং ৭২ মিনিটে রূপন সাঁতাল গোল করে ব্যবধান কিছুটা কমান (৪-২)। তবে ম্যাচের ২০ মিনিটে ভরত রত্ন সংঘের এনোকা দারলং হলুদ কার্ড দেখার পর থেকেই তাদের রক্ষণভাগে যে ফাটল ধরেছিল, তা ইকফাই-এর আক্রমণভাগের সামনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। ম্যাচের ৭০ মিনিটে লালচুয়াম দারলং নিজের দ্বিতীয় গোলটি করার পর, শেষ ১০ মিনিটে গোলের বন্যা বইয়ে দেয় আইসিএফএআই। ৮০ মিনিটে রবিউল হাসান, ৮২ মিনিটে কাইহিঙ্গো হোকিপ এবং ৮৫ মিনিটে স্টিফেন লাল রুয়াত ফালার ম্যাচ উইনিং গোলের সৌজন্যে ৮-২ ব্যবধানের বিশাল জয় নিশ্চিত করে মাঠ ছাড়ে ইকফাই ফুটবল ক্লাব। দিনের খেলা - জম্পুইজলা প্লে সেন্টার বনাম সিমনা তামাকারী ফুটবল ক্লাব, বিকেল সাড়ে তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে সোনামুড়াকে হারিয়ে প্রথম জয় মোহনপুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে মোহনপুর ক্রিকেট দল। অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে দুই উইকেটের ব্যবধানে মোহনপুর ক্রিকেট দল রোমাঞ্চকর জয় পেয়েছে সোনামুড়া মহকুমা দলকে হারিয়ে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে সকালে ম্যাচ শুরুতে সোনামুড়া প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৪৫ ওভার ১ বল খেলে ১৬৫ রানে ইনিংস শেষ করে। ইতোমধ্যে ওভার কমানো হলেও পরবর্তী সময়ে বৃষ্টির কারণে পুনরায় ম্যাচের পরিধি কমিয়ে ৪৬ ওভারে মোহনপুরের সামনে ১৫৬ রানের টার্গেট স্থির হয়। ৪৫ ওভার তিন বল খেলে মোহনপুর আট উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। সোনামুড়ার পক্ষে আরিফ হোসেন দুর্দান্ত ৫০ রান এবং প্রীতম দেবনাথ চল্লিশ রান সংগ্রহ করলেও শেষ পর্যন্ত জয় অধরা থেকে যায়। মোহনপুরের বিশ্বজিৎ সরকার সর্বাধিক ২৮ রান সংগ্রহ করেছিল। মোহনপুরের সৌরদীপ দত্ত চব্বিশ রানে এবং পৃথ্বীরাজ দেব ৪৫ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছেন। সোনামুড়ার রাজিব সিং দুটি উইকেট পেয়েছিল ১৫ রানের বিনিময়ে। মোহনপুরের প্রীতিরাজ দেব পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

দেবাংকনের শতরান কাজে এলোনা খোয়াইকে হারিয়ে বিশালগড় জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। খোয়াইয়ের বিজয় রথ থামালো বিশালগড়। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের খেলায় বিশালগড় ১৬ রানের ব্যবধানে খোয়াই কে পরাজিত করেছে। আমতলী স্কুল গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে দশটায় আটত্রিশ ওভারে কমিয়ে আনা ম্যাচ শুরুতে বিশালগড় ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৩২ ওভার ২ বল খেলে ২১৩ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে রুদ্র চৌধুরীর ৬২ রান এবং মুস্তাকিম আল ফারহানের ৪৫ রান উল্লেখযোগ্য। খোয়াইয়ের শুভজিৎ কুরি ৪০ রানে এবং হিমন দাস ৪৩ রানে চারটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে খোয়াইয়ের দেবাংকন ভট্টাচার্য দুর্দান্ত খেলে ৭২ বলে আটটি বাউন্ডারি ও সাতটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে শত রানের ইনিংস উপহার দিলেও দলকে জয়ের স্বাদ এনে দিতে পারেনি। সাত উইকেট হারিয়ে ১৫৭ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ৩৮ ওভার ফুরিয়ে যায়। বিশালগড়ের রুদ্র চৌধুরী ১৮ রানে তিনটি উইকেট তুলে নেয় এবং অলরাউন্ড পারফরমেন্সের সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে।

ইংল্যান্ডের দুশ্চিন্তা ৪০ বছর পুরনো মারাদোনা 'আতঙ্ক' কেনদের 'রাতের ঘুম' ওড়াতে তৈরি মেক্সিকানরা

৪০ বছর কেটে গিয়েছে। এখনও বোধহয় সেই যন্ত্রণার স্মৃতি ভুলতে পারেননি ইংরেজ ফুটবল ভক্তরা। ১৯৮৬ সালে মেক্সিকোর এস্তাদিও আজটেকা স্টেডিয়ামে মারাদোনার কাছে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ইংল্যান্ডের। এবার সেই স্টেডিয়ামেই শেষ ষোলোর ম্যাচ। প্রতিপক্ষ মেক্সিকো। 'অভিশপ্ত' স্টেডিয়ামে ফেরার আগে হ্যারি কেনদের চিন্তা অন্য জায়গায়। রাতের ঘুম হবে কি না, সেটাই প্রশ্ন।

ব্যাপারটা ঠিক কী? ঘরের মাঠের সুবিধা নিতে সম্পূর্ণ তৈরি মেক্সিকো। আগের ম্যাচে ইকুয়েডরকে হারিয়েছে তারা। তবে আগের রাতে ইকুয়েডরের ফুটবলারদের আদৌ ঘুম হয়েছে কি না সন্দেহ! কারণ, বিপক্ষ দলের হোটেলের সামনে সারা রাত জুড়ে মেক্সিকানরা গাড়ির হর্ন বাজিয়েছেন। বাজি ফাটিয়েছেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও একই প্ল্যান। সেটা থেকে জুড বেলিংহ্যামদের বাঁচাতে এগিয়ে এসেছে ফিফা। ইংল্যান্ডের হোটেলের চারপাশে জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হচ্ছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদাভাবে রাস্তা অবরোধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাতে ইকুয়েডরের ম্যাচের আগের পরিস্থিতি এড়ানো যায়। এখানেই শেষ নয়। নিজেদের ভ্রমণ পরিকল্পনাতেও ইংল্যান্ড বদল এনেছে। কারণ, শুধু মেক্সিকানদের 'উৎপাত' নয়। আজতেকা স্টেডিয়াম সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২২৫০ মিটার উপরে। ফলে শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়। তাই ইংল্যান্ডের কোচ টমাস টুখেল ঠিক করেছেন, দল নিয়ে একদিন আগে পৌঁছে যাবেন।

৬ জুলাই, সোমবার, ভারতীয় সময় ভোরে মেক্সিকোর বিরুদ্ধে নামবে ইংল্যান্ড। তার আগে টুখেল বলেন, "আমি তো বলব ১০ দিন আগে চলে আসতে। সেটাও একটু বেশি হয়ে যাবে। আবার একেবারে শেষ মুহূর্তে যাওয়াটাও ঠিক হবে না। আমি সবার সঙ্গে কথা বলে দেখেছি। ম্যাচের আগে পৌঁছলে মানিয়ে নিতে পারব না। তাই আমাদের একটা ভারসাম্য দরকার। তাছাড়া এখানে বলের বাউন্স বেশি। তাই আমাদের সেই অভিজ্ঞতা দরকার।"শুধু অভিজ্ঞতাই কি যথেষ্ট হবে? মেক্সিকো এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপে গোল খায়নি। অন্যদিকে 'দুর্বল' ডিআর কঙ্গোর বিরুদ্ধে ইংরেজদের পারফরম্যান্স চিন্তাজনক। তার উপর আছে ১৯৮৬-র ২২ জুনের 'আতঙ্ক'। ওই দিনই 'হ্যান্ড অফ গড'-এর কলঙ্ক। আবার ওই দিনই ৬ জন ফুটবলারকে কাটিয়ে মারাদোনার বিখ্যাত গোল।

জয়ের হ্যাটট্রিক লংতরাই ভ্যালির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। জয়ের হ্যাটট্রিক লংতরাই ভ্যালির। ৫ উইকেটে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ কমলপুর কে হারিয়ে। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের খেলায় নীপকো গ্রাউন্ডে ৫০ ওভারের ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে কমলপুর ৩১ ওভার ২ বল খেলে ১০১ রানের ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। সহজ টার্গেটের লক্ষ্যে ২১ ওভার ৩ বল খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। বিজয়ী দলের মেঘ দেববর্মা সর্বাধিক ৩০ রান পায়। বোলিংয়ে লংতরাই ভ্যালির শুভজিৎ বড়ুয়া ১৭ রানে এবং জেকশন ত্রিপুরা ২৮ রানে তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। রুশাল রুপীনি দুটি উইকেট পেয়েছে ১২ রানের বিনিময়ে। দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে শুভজিৎ বড়ুয়া পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

অমরপুরকে হারিয়ে শান্তির বাজারের জয় অব্যাহত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে শান্তিরবাজার। ৭১ রানের ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে প্রতিপক্ষ অমরপুর কে হারিয়ে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটে। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে সকাল ৯:০০ টায় ম্যাচ শুরুতে শান্তিরবাজার দল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায়। এক ওভার কমিয়ে আনা ম্যাচে শান্তিরবাজার ৪৬ ওভার পাঁচ বল খেলে ২২৬ রানের বড় স্কোর গড়ে তোলে। দলের পক্ষে সায়ন মুহুরীর ৭৮ রান কুনাল দেবনাথ এর ৫৬ রান এবং অর্পণ চক্রবর্তীর ৪৩ রান উল্লেখযোগ্য। অমরপুরের আয়ুস দেবনাথ ৪৩ রানে এবং আবীর সাহা ৪৪ রানে চারটি করে উইকেট পেয়েছিল। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে অমরপুর ৮ উইকেট হারিয়ে ১৫৫ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ৪৯ ওভার শেষ হয়ে যায়। শান্তির বাজারের সুরজিৎ দেববর্মা ২৫ রানে দুটি উইকেট পেয়েছিল। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে স্বীকৃতি হিসেবে সায়ন মুহুরি পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

মেসি একসঙ্গে টপকে গেলেন পেলে-মারাদোনাকে!

কাবো ভার্দের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে বেশ কয়েকটি নজির গড়লেন লিয়োনেল মেসি। এ বারের বিশ্বকাপে সাতটি গোল হয়ে গেল মেসির। তাতেই হয়েছে নজির। বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসাবে দু'টি বিশ্বকাপে সাত বা তার বেশি গোল করার নজির গড়লেন। টপকে গেলেন পেলে এবং কিলিয়ান এমবাপেকে।১) কাবো ভার্দের বিরুদ্ধে ২৯ মিনিটে মেসির গোলে এগিয়ে যায় আর্জেন্টিনা। মাঝ মাঠ থেকে লিসান্দ্রো মার্তিনেজের দেওয়া পাস ধরে গোল করেন। এই গোল এ বারের বিশ্বকাপে তাঁর সাত নম্বর গোল। বিশ্বকাপে ৩৯ বছরের ফুটবলারের মোট গোলের সংখ্যা বেড়ে হল ২০। গত কাতার বিশ্বকাপেও সাতটি গোল করেছিলেন মেসি। এ বারও সাত গোল হয়ে গেল তাঁর। বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসাবে একাধিক বিশ্বকাপে সাতটি বা তার বেশি গোল করার নজির গড়লেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক।২) বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে মোট ১২টি গোলে অবদান রাখলেন মেসি। নিজে করেছেন ছ'টি গোল। সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ছ'টি গোল। গত ৬০ বছরে বিশ্বের আর কোনও ফুটবলার বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে এতগুলি গোলের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারেননি।

বিশ্বকাপের ক্ষুদ্রতম দেশ ভয় পাইয়ে দিল বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের ! বিরাট অঘটন থেকে বাঁচল মেসির আর্জেন্টিনা

বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টারে উঠে গেল আর্জেন্টিনা। তবে যে ভাবে তাদের জয় 'অর্জন' করে নিতে হল, তা কোনও ভাবেই খুশি করবে না সমর্থক থেকে ফুটবলারদের। সাড়ে পাঁচ লক্ষের দেশ কাবো ভার্দের বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনাকে লড়াই করতে হল ১২০ মিনিট পর্যন্ত! পশ্চিম মেদিনীপুরের আয়তনের অর্ধেক আয়তনের কাবো ভার্দের বিরুদ্ধে দু'বার এগিয়ে গিয়েও তা ধরে রাখতে পারেনি গত বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নেরা। শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত সময়ে ক্রিশ্চিয়ান রোমেরোর গোল জয় নিশ্চিত করে। ৩-২ গোলে জিতেছে আর্জেন্টিনা। কিন্তু এই জয়ে মেসিদের খুশি হওয়ার কোনও কারণ নেই। প্রি-কোয়ার্টারে তারা খেলবে মিশরের বিরুদ্ধে।এ বারের বিশ্বকাপে উজবেকিস্তান, জর্ডনের মতো দেশের পাশাপাশি অভিষেক হয়েছিল কাবো ভার্দের। বাকি দলগুলি সে ভাবে ছাপ ফেলতে পারেননি। কিন্তু প্রথম বারেই কাবো ভার্দে যা খেলল তা অবাক করার মতোই। গত কয়েক বছরে ফুটবলে প্রভূত উন্নতি করেছে তারা। সে কারণেই বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তবে আর্জেন্টিনার মতো ধারে-ভারে অনেকটা এগিয়ে থাকা দলের সঙ্গে যে তারা এ ভাবে চোখে চোখ রেখে শেষ সেকেন্ড পর্যন্ত লড়াই করবে, তা কেউ ভাবতে পারেননি। মায়ামি থেকে মাথা উঁচু করে বিদায় নিচ্ছে কাবো ভার্দে। আগামী দিনে অনেক লড়াইয়ে স্বপ্ন দেখিয়ে গেল তারা। পাশাপাশি, যে সব ছোট দেশ এখনও ফুটবল বিশ্বকাপে খেলার স্বপ্ন দেখে, তাদের কাছেও অনুপ্রেরণা হয়ে থাকল কাবো ভার্দের লড়াই।

কাবো ভার্দের রক্ষণে বার বার আটকে গিয়ে কিছুটা অধৈর্য হয়ে পড়েছিল আর্জেন্টিনা। বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিলেন ফুটবলারেরাও। তার মাঝেই ২৯ মিনিটের মাথায় লিসান্দ্রো মার্তিনেজ যে পাসটি দিলেন তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। মেসির গোলের ক্ষেত্রে যতটা মুনশিয়ানা রয়েছে, ততটাই বুদ্ধিমত্তা রয়েছে লিসান্দ্রোর পাসে। মাঝমাঠে বল পেয়েছিলেন তিনি। দূর থেকে দেখে নিয়েছিলেন মেসি কোথায়। লম্বা বল ভাসিয়েছিলেন। কাবো ভার্দের রক্ষণ সেই পাস আন্দাজই করতে পারেনি। মেসি বল অনুসরণ করে এক পায়ে তা রিসিভ করেন। এক সেকেন্ড সময় নিয়ে কাবো ভার্দের জালে জড়িয়ে দেন বল। প্রথম পোস্ট দিয়ে গোল হজম করেন ভোজিনহা। মেসির শটের গতি আটকাতে পারেননি তিনি।টানেল থেকে বেরিয়ে মাঠে আসার সময় কাবো ভার্দের ফুটবলারদের দেখে মনেই হচ্ছিল না তাঁরা আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে খেলতে নামছেন। সাড়ে পাঁচ লক্ষের দেশের কাছে বিশ্বকাপ খেলাই অনেক বড় ব্যাপার। কিন্তু বিপক্ষ আর্জেন্টিনা বলে আবেগে ভেসে যাননি কোনও ফুটবলার। বাড়তি কোনও সমীহ দেখাতে চাননি মেসিদের। মাঠেও সেটাই দেখা গেল। আর্জেন্টিনাকে চমকে দিয়ে শুরু থেকে আগ্রাসী ফুটবল খেলতে থাকে কাবো ভার্দে। বেশ কয়েক বার আর্জেন্টিনার বক্সে উঠে যায় তারা। অভিজ্ঞতার অভাবের কারণে গোল করতে পারেনি তারা। তবে ২৯ মিনিটে গোল হজম করার পর তাদের আক্রমণ আচমকাই কমে যায়। আর্জেন্টিনার আক্রমণ সামলাতে নীচে নেমে আসে তারা।ফ্লোরিডায় এ দিন প্রচণ্ড গরম ছিল। ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেই মেসি-সহ বাকি ফুটবলারদের মুখে, গায়ে ঘামের বিন্দু দেখা যাচ্ছিল। কুলিং জ্যাকেট পরে নেমেছিলেন জাতীয় সঙ্গীতের সময়। হয়তো সে কারণেই মেসিরা ঠিক করেছিলেন, এই ম্যাচে সেরা খেলা না খেললেও চলবে। কিন্তু কাবো ভার্দে যে এ ভাবে তাঁদের নাকানি-চোবানি খাওয়াবে সেটা তাঁরা ভাবতেও পারেননি। কাবো ভার্দের কিছু হারানোর ছিল না। তাই নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিল তারা। মেসিরা বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। তাল মেলাতে গিয়ে তাদেরও সেরাটা দিতে হল। অনেক সময় সেরাটা দিলেও সাফল্য পাওয়া যায় না। কিন্তু কাবো ভার্দে বোঝাল, মানসিকতা, সঙ্কল্প ঠিক থাকলে যে কোনও ফলাফলই সম্ভব। তাই মেসিকেও দেখা গেল ম্যাচের শেষে একের পর এক কাবো ভার্দে ফুটবলারদের জড়িয়ে ধরলেন। ধন্যবাদ জানালেন।

প্রথম গোলের সময় মেসিকে ঠিক মতো মার্ক করতে পারেননি কাবো ভার্দের ডিফেন্ডারেরা। ফলে সামান্য সুযোগ পেয়ে সেটাই কাজে লাগিয়েছিলেন মেসি। কিন্তু ম্যাচের বাকি সময়ে মেসিকে খুব একটা বিপজ্জনক হতে দিলেন না কাবো ভার্দের ফুটবলারেরা। নির্দিষ্ট কেউ নয়, বরং কাবো ভার্দের গোটা দলই মেসিকে মার্ক করল। তাঁকে আগাগোড়া জোনাল মার্কিংয়ে রাখা হল। মেসির মতো ফুটবলারকে মার্ক করে রাখা সহজ কাজ নয়। কিন্তু সেটাই সফল ভাবে করলেন কাবো ভার্দের ডিফেন্ডারেরা। তাই সতীর্থদের গোলের পাস বাড়াতে পারছিলেন না মেসি। তার মধ্যেও যে ক'টি সুযোগ তৈরি করেছিলেন তা আটকে দেন ভোজিনহা। তবে জয়ের গোলটি এল মেসির অ্যাসিস্ট থেকেই।কাবো ভার্দের গোলকিপার আসলে কে, কোথা থেকে উঠে এসেছেন, বয়স কত তা গত কয়েক দিনে গোটা বিশ্ব জেনে গিয়েছে। এ দিন জানল, ৪০ বছরেও কী ভাবে হার-না-মানা লড়াই করা যায়। শুক্রবার ভোরে পর্তুগাল বনাম ক্রোয়েশিয়া ম্যাচ দেখেছিল দুই 'বুড়ো', ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো এবং লুকা মদ্রিচের লড়াই। শনিবারের ভোর দেখল আরও দুই 'বুড়ো', মেসি এবং ভোজিনহার লড়াই। মেসির অন্তত তিনটি এমন শট বাঁচিয়েছেন ভোজিনহো, যা থেকে গোল হতে পারত। এ ছাড়া গোটা ম্যাচে এত সেভ তিনি করেছেন যে হাতে গুণে শেষ করা যাবে না। ভোজিনহার জন্যই খেলা গড়াল ১২০ মিনিটে। কখনও ডান দিকে ঝাঁপিয়েছেন, কখনও বাঁ দিকে। অনবরত সতীর্থদের নির্দেশ দিয়েছেন। এই বিশ্বকাপ মনে রাখবে ভোজিনহাকে।

বিশ্বকাপ থেকে বিদায় অস্ট্রেলিয়ার, টাইব্রেকারে জিতে শেষ ১৬-য় সালাহের মিশর, মন ভরাতে পারল না কোনও দলের খেলাই

নির্ধারিত সময়ে খেলা ১-১ থাকল। অতিরিক্ত ৩০ মিনিটেও গোল হল না। শেষ পর্যন্ত পেনাল্টি শুটআউটে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল মিশর। শেষ ১৬-য় আর্জেন্টিনা বনাম কাবো ভার্দে ম্যাচের বিজয়ীর বিরুদ্ধে খেলবে তারা।

টাইব্রেকারে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম শটই বারের উপর দিয়ে উড়িয়ে দেন হ্যারি সুটার। মিশরের সাবের প্রথম শটে বল জালে জড়ান। দ্বিতীয় শটে গোল করেন অস্ট্রেলিয়ার জ্যাকসন ইরভাইন। গোল করে মিশরকে ২-১ এগিয়ে দেন রাবিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার হাওয়ার্ড মাবিয়েল ২-২ করেন। তৃতীয় শট মারতে আসেন মহম্মদ সালাহ। ঠান্ডা মাথায় গোল করে মিশরকে ৩-২ এগিয়ে দেন তিনি। চতুর্থ শটে অস্ট্রেলিয়ার লুকাস হ্যারিংটন বারে বল মারেন। এর পর গোল করে মিশরকে জেতান হোসাম আব্দেলমাগুইদ।

ম্যাচের শুরু থেকে দাপট ছিল অস্ট্রেলিয়ার। পাঁচ মিনিটেই পোস্টে লাগে ক্রিশ্চিয়ান ভলপাতোর শট। বক্সের বাইরে বল পেয়ে দূরপাল্লার শট নিয়েছিলেন তিনি। গোলে থাকলে গোলকিপারের কিছু করার থাকত না। তবে খেলার বিপরীতে গিয়ে এগিয়ে যায় মিশরই। ১৩ মিনিটে গোল করে তারা।

অস্ট্রেলিয়ার বক্সে বুদ্ধি করে সতীর্থকে ব্যাক পাস দিয়েছিলেন সালাহ। তিনি শট মারলেও অস্ট্রেলিয়া সেই বল ক্লিয়ার করতে পারেনি। ডান প্রান্ত থেকে আসা ক্রসে হেড করে বল জালে জড়ান এমাম আশুর। কয়েক মিনিট পরে আবার সুযোগ পায় মিশর। ওমর মারমুশের শট আটকে দেন অস্ট্রেলিয়া হ্যারি সুটার। এর পর মোস্তাফা জিকোর শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। পর পর আক্রমণের জেরে ধীরে ধীরে ম্যাচের দখল নিতে থাকে মিশর। মাঝমাঠ তারাই নিয়ন্ত্রণ করছিল। শুরুটা ভাল করেও মিশরের কাছে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হারায় অস্ট্রেলিয়া। প্রথমার্ধের মাঝের দিকে ১৫-২০ মিনিট তারা খেলতেই পারেনি। তবে শেষের দিকে আবার কিছুটা ম্যাচে ফেরে অস্ট্রেলিয়া। বেশ কয়েকটি আক্রমণও করে। তবে কাজে লাগাতে পারেনি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আর একটু হলে এগিয়ে গিয়েছিল মিশর। অস্ট্রেলিয়ার রক্ষণকে বোকা বানিয়ে বক্সে ঢুকে পড়েছিলেন মারমুশ। কিন্তু গোলের কয়েক ইঞ্চি বাইরে দিয়ে বল বেরিয়ে যায়।

৫৫ মিনিটে গোল শোধ করে অস্ট্রেলিয়া। তবে তাদের কোনও কৃতিত্ব নেই তাতে। এডেন ও'নিলের ক্রস ক্লিয়ার করতে গিয়েছিলেন মহম্মদ হ্যানি। তাঁর মাথায় লেগে বল নিজের জালেই জড়িয়ে যায়। প্রথমে মনে হয়েছিল সুটার গোল করেছেন। পরে বোঝা যায় সেই গোল আত্মঘাতী।

দ্বিতীয়ার্ধের বাকি সময়ে কোনও দলের খেলাতেই মন ভরেনি। শুধু পাসে পাসে খেলা চলতে থাকে। ভাল শুরু করার পর হঠাৎই মিশর কিছুটা গুটিয়ে যায়। বিপক্ষকে চেপে ধরার সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। তবে সংযুক্তি সময়ে দারুণ একটি সেভ করেন অস্ট্রেলিয়ার গোলকিপার প্যাট্রিক বিচ। ডান প্রান্ত থেকে ক্রস করেছিলেন সালাহ। রাবিয়ার জোরালো হেড গোলে ঢুকেই যাচ্ছিল। শেষ মুহূর্তে আঙুল ঠেকিয়ে বল বার করে দেন বিচ।

অতিরিক্ত সময়ে দুই দলের খেলাতেই কোনও ঝাঁঝ ছিল না। কোনও দলই গোল করার চেষ্টা করেনি। বোঝাই যাচ্ছিল দুই দলই খেলা টাইব্রেকারে নিয়ে যেতে চাইছে। অতিরিক্ত সময়ের খেলা শেষ হওয়ার আগে গোলকিপার পরিবর্তন করে অস্ট্রেলিয়া। বিচের জায়গায় নামেন অভিজ্ঞ গোলকিপার ম্যাট রায়ান। তাতে অবশ্য খুব একটা লাভ হয়নি। রায়ান একটি শটেও ঠিক দিকে লাফাতে পারেননি।বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব টপকাতে পারেনি উরুগুয়ে। দল ব্যর্থ হলেও উইঙ্গার ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউহো নজর কেড়েছেন। এই বিশ্বকাপে তিন ম্যাচে দুই গোল ও একটি অ্যাসিস্ট রয়েছে। বিশ্বকাপ থেকে দেশে ফিরেই এমন একটি কাজ করে বসলেন এই ফুটবলার। এখন তা নিয়েই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আরাউহো। যুক্তরাষ্ট্র থেকে তিনি মন্টিভিদেওর কারাসকো বিমানবন্দরে নেমেছিলেন তিনি। বিমান বন্দর থেকে সরাসরি না বেরিয়ে ট্রাকের পিছনে চড়ে বসেন তিনি। সঙ্গে ছিল তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যরাও। এভাবেই বাড়ি ফেরেন আরাউহো।

আপাতত পরিবারের সঙ্গে কিছুদিন ছুটি কাটাবেন বলেই দেশে ফিরেছেন তিনি। মনে করা হচ্ছে গ্রুপ পর্ব থেকে ছিটকে যাওয়ায় দেশের জন্য জাতীয় দলের ফুটবলারদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হতে পারে এই পরিস্থিতি এড়াতেই অভিনব পন্থা অবলম্বন করলেন তিনি। আরাউহো বর্তমানে খেলেন পর্তুগালের বিখ্যাত ক্লাব স্পোর্টিং লিসবনে। এই মুহূর্তে তাঁকে নিতে আগ্রহী ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ও চেলসির মতো বিখ্যাত ক্লাবগুলো। তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল উরুগুয়ের প্রাচীন ক্লাব মন্তেভিদেও ওয়ান্ডার্সের হয়ে। ক্লাবের হয়ে রক্ষণ সামলালেও তিনি উইংয়েও ধারাবাহিকতা দিয়েছেন জাতীয় দলকে। গ্রুপ পর্বে স্পেনের কাছে হার বাদে বাকি দুই ম্যাচই ড্র করেছে উরুগুয়ে।

দূর থেকে হলেও ভারতের সঙ্গে লতায় পাতায় জড়িয়ে রয়েছেন ম্যাক্সিমিলিয়ানো। তাঁর ঠাকুরদা রেদুলাডো আরাউজো ছিলেন গোয়ার বাসিন্দা। দক্ষিণ গোয়ার গ্রাম থেকে রেদুলাডো প্রথমে পাড়ি দেন অ্যাঙ্গোলায়। সেখান থেকে ব্রাজিল ঘুরে উরুগুয়েতে সংসার পাতেন। ২০২৩ থেকে উরুগুয়ের জাতীয় দলে খেলা শুরু করেন ম্যাক্সিমিলিয়ানো।

আর্জেন্টিনা জিতলেও নায়ক কাবো ভার্দে, বুঝিয়ে দিলেন মেসি !

তাঁরা প্রত্যাশা মতো খেলতে পারেননি। কিছু ভুল হয়েছে। কাবো ভার্দে ম্যাচের পর মেনে নিলেন লিয়োনেল মেসি। আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী অধিনায়কের বার্তা ভুল শুধরে আরও ভাল ফুটবল খেলতে হবে তাঁদের।ম্যাচ শেষ হওয়ার ঠিক পরেই মেসি বলেন, "জানতাম ম্যাচটা খুব কঠিন হবে। বিশ্বকাপে কেউ আপনাকে বিনামূল্যে কিছু দেবে না। এখন আমরা বিশ্রাম নেব। এই ম্যাচ থেকে শিক্ষা নেব এবং পরের ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করব। কাবো ভার্দেকে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জন্য অভিনন্দন।"মেসির এই কথাতেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল, কিছু ভুল হয়েছে তাঁদের খেলায়। পরে ১২০ মিনিটের লড়াই নিয়ে মেসি বলেছেন, "আমরা আগেই জানতাম কঠিন ম্যাচ খেলতে হবে। এই দলটা স্পেন এবং উরুগুয়েকে আটকে দিয়েছিল। সেগুলো কোনও কাকতালীয় ঘটনা ছিল না। প্রথম গোল করাটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন। সেটা আমরা করতে পেরেছি। এগিয়ে যাওয়ার পর ভেবেছিলাম, এ বার হয়তো লড়াই কিছুটা সহজ হবে। ঠান্ডা মাথায় নিজেদের খেলা খেলতে পারব, কিন্তু ঠিক উল্টো ঘটনা ঘটল।"মেসি মেনে নিয়েছেন তাঁরা প্রত্যাশিত ফুটবল খেলতে পারেননি। আর্জেন্টিনার অধিনায়ক বলেছেন, "কাবো ভার্দে ওদের পরিকল্পনা এবং দক্ষতার দুর্দান্ত ব্যবহার করেছে। মনে হচ্ছিল কাজটা একটু কঠিনই হবে। নকআউট ম্যাচে চাপ থাকেই। সহজে কিছু পাওয়া যায় না। কেউ কেউ হয়তো নাম শুনে কোনও দেশের দলকে কম গুরুত্ব দিতে পারে। আমরা এ সব নিয়ে ভাবি না। কঠিন লড়াই করতে হবে ভেবেই মাঠে নেমেছিলাম।" মেসি আরও বলেছেন, "এটাই বিশ্বকাপের সৌন্দর্য্য। ব্যবধান খুব কম। এই পর্যায়ে প্রতিটি ম্যাচই কঠিন। ভাল খেললেও প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। আবার নিজেদের সেরাটা দিতে না পারলে আরও বেশি খাটতে হয়।" বিশ্বকাপের রাউন্ড অফ ১৬-য় আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ মিশর। মঙ্গলবার ৭ জুন মহম্মদ সালাহর মুখোমুখি হবেন মেসি।

প্রিকোয়ার্টার ফাইনালে কলম্বিয়া, ০-১ ব্যবধানে হেরে বিদায় ঘানার

শেষ দেশ হিসাবে বিশ্বকাপের প্রিকোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিল কলম্বিয়া। রাউন্ড অফ ৩২-র শেষ ম্যাচে লাতিন আমেরিকার দেশটি ১-০ ব্যবধানে হারাল ঘানাকে। প্রথম নকআউট ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট দেখিয়েছেন কলম্বিয়ার ফুটবলারেরা। ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেছেন জন অ্যারিয়াস।বিশ্বকাপের দ্বিতীয় পর্বে আফ্রিকার ন'টি দেশ উঠেছিল। মিশর এবং মরক্কো বাদে কোনও দেশই রাউন্ড অফ ১৬-য় পৌঁছোতে পারল না। দ্বিতীয় রাউন্ডের শেষ ম্যাচে ঘানাকে নিয়ে আশায় ছিলেন আফ্রিকার ফুটবলপ্রেমীরা। কিন্তু প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ ঘানা। তারা হেরে গেল কলম্বিয়ার কাছে। ম্যাচের কোনও সময়ই ঘানাকে দেখে মনে হয়নি, তারা জিততে পারে। শুরু থেকেই দাপট ছিল কলম্বিয়ার। ম্যাচের গতি নিয়ন্ত্রণ করেছে তারাই। অধিকাংশ সময় মাঝ মাঠের নিয়ন্ত্রণ ছিল তাদের কাছে। ঘানার খেলায় পরিকল্পনার অভাব চোখে পড়েছে। কলম্বিয়ার ডিফেন্স ভাঙার জন্য বিকল্প চেষ্টাও দেখা যায়নি।শুরু থেকেই আগ্রাসী ফুটবল থেকে ঘানাকে চাপে রাখার চেষ্টা করেন কলম্বিয়ার ফুটবলারেরা। যদিও ৮ মিনিটেই চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয় কলম্বিয়ার স্ট্রাইকার জন কর্দোবাকে। তাতে কলম্বিয়ার আগ্রাসী ফুটবলে তেমন প্রভাব পড়েনি। পরিবর্ত হিসাবে নামেন আর এক স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজ। ১৩ মিনিটে ঘানার সমস্যা বাড়ায় ডিফেন্ডার মারভিন সেনায়ার চোট। তাঁকেও মাঠ ছাড়তে হয়। কড়া মেজাজের ম্যাচে দু'দলের ফুটবলারেরাই প্রতিপক্ষের শরীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা নিতে শুরু করায় প্রথম দিকে একটু বেশিই ফাউল হচ্ছিল। রেফারিকে বার বার খেলা থামাতে হচ্ছিল। দু'দলের খেলা দেখে মন ভরছিল না।সেনায়া উঠে যাওয়ায় ঘানার আত্মবিশ্বাস সম্ভবত কিছুটা ধাক্কা খায়। সেই সুযোগ কাজে লাগায় কলম্বিয়া। ১৪ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন অ্যারিয়াস। প্রায় একক প্রচেষ্টায় গোল করেন কলম্বিয়ার উইঙ্গার। পিছিয়ে পড়ার পর ঘানা আরও রক্ষণাত্মক হয়ে যায়। কৌশল বদলে প্রতি আক্রমণমূলক ফুটবলে চলে যায়। ২০ মিনিটে গোলের সুযোগ এসেছিল তাদের সামনেও। কিন্তু কাজে লাগাতে পারেননি ঘানার আক্রমণ ভাগের ফুটবলারেরা। এর পরই প্রতি আক্রমণে উঠে গোলের সুযোগ তৈরি করে কলম্বিয়া। ২১ মিনিটে লুইস দিয়াজের জোরালো শট আটকে দেন ঘানার গোলরক্ষক লরেন্স জিগি। তাঁর এই সেভ যথেষ্ট প্রশংসনীয়। ৩৯ মিনিটেও সহজ সুযোগ নষ্ট করেন দিয়াজ।

Page 3_5_7- JAGARAN 1111.pmd 1 05-07-2026, 01:22

জাগরণ 5 July, 2026, Sunday আগরতলা ৫ জুলাই, ২০২৬ ইং, ■ ২০ আষাঢ় , ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, রবিবার
■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে অনড় সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জুলাই ।। মাদকের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার কঠোর জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে এবং পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পুলিশকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তদন্তের ক্ষেত্রে সরকারের কোনও হস্তক্ষেপ নেই। আজ সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে একথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা।

সম্প্রতি ট্রেনে বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এত বড় পরিমাণে মাদক আটক হওয়া আসলে পুলিশের তৎপরতা ও দক্ষতারই প্রমাণ। তিনি বলেন, বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার হচ্ছে, এটা সন্তোষের বিষয়। এর অর্থ পুলিশ সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। অপরাধী যেই হোক না কেন, কাউকেই ছাড় দেওয়া হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতির ভিত্তিতেই আমরা কাজ করছি। তবে আইন ও প্রমাণের ভিত্তিতেই গ্রেপ্তার করা সম্ভব।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, মাদক পাচার চক্রের একাধিক অভিযুক্তকে দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ত্রিপুরায় এনে আইনের আওতায় আনা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে এবং অনেকেই বর্তমানে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, পুলিশকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। তদন্তে সরকার কোনও হস্তক্ষেপ করে না। কোটি কোটি টাকার মাদক উদ্ধার করে ধ্বংস করা হচ্ছে। এর ফলে মাদক ব্যবসা এখন আর আগের মতো লাভজনক থাকছে না এবং পাচারচক্র বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছে।

সীমান্তে নজরদারি আরও জোরদার করার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্য সরকার অত্যাধুনিক স্ক্যানার মেশিন বসানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। যদিও এই যন্ত্রগুলির দাম অনেক বেশি, তবুও মাদক পাচার রোধে এগুলি অত্যন্ত কার্যকর হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, এই স্ক্যানারগুলির মাধ্যমে পণ্যবাহী গাড়ির চলাচল ব্যাহত না করেই দ্রুত ও আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে মাদক শনাক্ত করা সম্ভব হবে। এতে একদিকে যেমন 'ইজ অব ডুয়িং বিজনেস' নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে, অন্যদিকে সীমান্তে নিরাপত্তাও আরও শক্তিশালী হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, মায়ানমার থেকে আসা মাদকদ্রব্য প্রায়ই আসামের মাধ্যমে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে এবং পরে বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা হয়। সেই কারণেই সীমান্ত এলাকায় নজরদারি ও প্রযুক্তিনির্ভর তল্লাশি ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হচ্ছে।

এদিকে, সাংবাদিকদের অপর এক প্রশ্নের জবাবে ডা. মানিক সাহা মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প (এমজিএনআরইজিএ)-এর সুবিধা বৃদ্ধিকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, এই প্রকল্পে দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে এবং বছরে নিশ্চিত কর্মদিবস ১০০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২৫ দিন করা হয়েছে।

তাঁর মতে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ প্রদান এবং বিলম্ব হলে ক্ষতিপূরণের বিধান গ্রামীণ কর্মসংস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে। এর ফলে রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতি চাঙ্গা হবে এবং সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী।

আনন্দনগরে স্কুলশিক্ষকের বাড়িতে চুরি, স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকা লুটের অভিযোগ

আনন্দনগর, ৪ জুলাই: শ্রীনগর থানা এলাকায় ধারাবাহিক চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের উদ্বেগ বাড়ছে। বেশ কিছুদিন আগে আনন্দনগর গার্লস হোস্টেল এবং আনন্দনগর রামকৃষ্ণ আশ্রমে চুরির ঘটনার পর এবার আনন্দনগর পাঁচ নম্বর পাড়ায় এক স্কুলশিক্ষকের বাড়িতে চুরির অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগ, শুক্রবার গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা স্কুলশিক্ষক বোপেশ দেবনাথের বাড়িতে প্রবেশ করে প্রায় ১০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার, দুটি মোবাইল ফোন এবং নগদ ১০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক চুরির ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনও পর্যন্ত চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার বা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পায়নি শ্রীনগর থানার পুলিশ। ফলে পুলিশের ভূমিকা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকাবাসী।

এছাড়া, রাতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, রাতে টহলদারি ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। এমনকি রাত ১০টার পর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এবং দ্বিতীয় আধিকারিক থানায় থাকেন না বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। জরুরি পরিস্থিতিতে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করাও কঠিন হয়ে পড়ে বলে দাবি এলাকাবাসীর।

তবে, স্থানীয়দের এই অভিযোগের বিষয়ে শ্রীনগর থানার পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে মোদিকে খোলা চিঠি সিজেপি-র অনশনের সপ্তম দিনে আন্দোলন আরও তীব্র

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই: কথিত পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে আন্দোলন শনিবার আরও জোরদার হয়েছে। এদিন ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একটি কড়া ভাষার খোলা চিঠি পাঠিয়ে প্রশ্ন তোলে, শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুকের অনির্দিষ্টকালের অনশন যন্তর মন্তরে সপ্তম দিনে পৌঁছালেও কেন তিনি নীরব রয়েছেন।

খোলা চিঠিতে আন্দোলনকারীরা অভিযোগ করেন, বারবার প্রশ্নফাঁস, পরীক্ষা বাতিল এবং ক্ষতিগ্রস্ত পড়ুয়াদের দুর্ভোগ নিয়ে জনমনে ক্ষোভ বাড়লেও কেন্দ্র সরকার তা উপেক্ষা করছে।

তাদের দাবি, দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা পুনরুদ্ধারে

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

সরকার ব্যর্থ হয়েছে। এই অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিও পুনর্ব্যক্ত করেন আন্দোলনকারীরা।

চিঠিতে আরও অভিযোগ করা হয়, আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় না বসে বিজেপি নেতারা তাদের 'জঙ্গি' বলে আখ্যা দিয়েছেন। পাশাপাশি দাবি করা হয়েছে, সাম্প্রতিক এক অভিযানের সময় দিল্লি পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর বলপ্রয়োগ করে এবং ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ, ড. বি.আর. আম্বেদকর ও ভগৎ সিং সম্পর্কিত বই কাদায় ফেলে দেয়। সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানানো হয়েছে।

চিঠিতে আরও দাবি করা হয়েছে, পরীক্ষায় অনিয়মের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র আত্মহত্যার সংখ্যা ২০ জুন আন্দোলন শুরুর আগে ১১টি থাকলেও বর্তমানে তা বেড়ে ২৯-এ পৌঁছেছে। তবে এই পরিসংখ্যান স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

প্রধানমন্ত্রীর প্রতি নীরবতা ভাঙার আহ্বান জানিয়ে আন্দোলনকারীরা বলেন, এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং দেশের যুবসমাজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে খোলা চিঠির কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ত্রিপুরা চটকল শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ পরিষদের সভা, বকেয়া প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার দাবি

আগরতলা, ৪ জুলাই: ত্রিপুরা চটকল শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ পরিষদের সভা সিপিআই রাজ্য দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রমিকদের বকেয়া প্রদান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা চটকল শ্রমিক ইউনিয়নের অন্যতম নেতা ধনমনি সিং। সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি জানান, আদালতের নির্দেশ অনুসারে ত্রিপুরা চটকলের শ্রমিক ও কর্মচারীদের বকেয়া অর্থ পরিশোধের প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৯০০ জনের বেশি শ্রমিক তাঁদের বকেয়া অর্থ পেয়েছেন। তবে বকেয়া অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে একাধিক অসঙ্গতির অভিযোগ উঠেছে বলে তিনি জানান। তাঁর দাবি, অনেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কোনো পূর্ব নোটিশ ছাড়াই টাকা জমা করা হচ্ছে। কিন্তু ওই অর্থ কোন খাতে প্রদান করা হয়েছে, তা উল্লেখ করা হচ্ছে না। এমনকি সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদেরও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হচ্ছে না।

ধনমনি সিং আরও বলেন, এখনও পর্যন্ত কতজন শ্রমিককে বকেয়া অর্থ প্রদান করা হয়েছে, তার কোনো সরকারি তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। যদিও শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে শিল্প দপ্তরে ১ হাজার ৬৩৭ জন শ্রমিকের নামের তালিকা জমা দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বকেয়া প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এবং উদ্ভূত সমস্যাগুলির সমাধানের লক্ষ্যে চটকল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

সরকারি হাসপাতালের ওষুধ সরবরাহ খতিয়ে দেখতে আচমকা গোপন পরিদর্শনে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৪ জুলাই: সরকারি হাসপাতালের ডিসপেন্সারিতে ওষুধ সরবরাহে কোথাও কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ভবিষ্যতে আচমকা জিবি হাসপাতাল পরিদর্শনে যাবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

তিনি বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবার মান বজায় রাখতে এবং বাস্তব পরিস্থিতি জানতে এ ধরনের আকস্মিক পরিদর্শন অত্যন্ত জরুরি।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সরকারি চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধের সার্কুলার কোনও নতুন সিদ্ধান্ত নয়। বহু বছর আগেই এই সার্কুলার জারি হয়েছিল, তবে এতদিন তা কার্যকর করা হয়নি।

তিনি অভিযোগ করেন, বিরোধী দল বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক তথ্য না জেনেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে এবং সরকারের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি জানাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, জিবিপি হাসপাতাল ও আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের কর্মরত চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে সার্কুলার কার্যকর করার আগে চিকিৎসক সংগঠনের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং তাদের মতামত নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, এই সিদ্ধান্তে চিকিৎসকরাও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে।

বেহাল ঘাঁটি-দুরাইছড়া সড়ক, চরম দুর্ভোগে চার শতাধিক পরিবার

আগরতলা, ৪ জুলাই: কমলপুর মহকুমার ঘাঁটি এলাকা থেকে দুরাইছড়া পর্যন্ত প্রায় ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বছরের পর বছর সংস্কারের অভাবে সড়কজুড়ে অসংখ্য বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তা কাদাময় হয়ে পড়ে এবং যান চলাচল কার্যত ব্যাহত হয়।

স্থানীয়দের দাবি, এই সড়কের ওপর নির্ভরশীল প্রায় ৪০০ পরিবারের মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করেন। শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী, কৃষক, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষকে প্রতিনিয়ত ঝুঁকি নিয়ে এই রাস্তা ব্যবহার করতে হচ্ছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। স্কুল-কলেজে যাতায়াত, রোগীদের হাসপাতালে নেওয়া এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজকর্মে চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, বহুবার সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। শুধু আশ্বাস মিললেও বাস্তবে সংস্কারের কাজ শুরু হয়নি বলে তাঁদের অভিযোগ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা, দ্রুত সড়কটি সংস্কার করা না হলে যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তাই জনস্বার্থে এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও দপ্তরের কাছে অবিলম্বে ঘাঁটি-দুরাইছড়া সড়ক সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

ত্রিপুরায় মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা জোরদারে একাধিক নতুন উদ্যোগের প্রস্তাব কেন্দ্রের

আগরতলা, ৪ জুলাই: ত্রিপুরায় মাতৃ, নবজাতক ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও শক্তিশালী করতে একাধিক নতুন উদ্যোগের প্রস্তাব দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক। আজ আগরতলার সিভিল সেক্রেটারিয়েটে অনুষ্ঠিত এক রাজ্যস্তরের পর্যালোচনা বৈঠকে এসব প্রস্তাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব মীরা শ্রীবাস্তব, যিনি তিন দিনের সফরে ত্রিপুরায় এসে বিভিন্ন জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচি ও জনস্বাস্থ্য উদ্যোগের অগ্রগতি পর্যালোচনা করছেন।

বৈঠকে "সমগ্র শিশু বল স্বাস্থ্য কর্মসূচি" চালুর প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ০ থেকে ৩ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুর পুষ্টি, পরিচর্যা, শারীরিক বৃদ্ধি এবং বিকাশের বিভিন্ন ধাপ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হবে। পাশাপাশি শিশুদের সুস্থ বিকাশ নিশ্চিত করতে অভিভাবকদের পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাও দেওয়া হবে।

ডিজিটাল স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও কার্যকর করতে "অ্যানিমিয়া মুক্ত ভারত" কর্মসূচিকে ইউ-উইন পোর্টালের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। এর ফলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসা মা ও শিশুদের রক্ত পরীক্ষার তথ্য ডিজিটালভাবে সংরক্ষিত থাকবে। এতে পূর্ববর্তী স্বাস্থ্য তথ্য সহজে পাওয়া, নিয়মিত ফলো-আপ এবং সময়মতো চিকিৎসা পরিষেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

এছাড়াও বৈঠকে "সুমন" প্রকল্প বাস্তবায়নের রূপরেখা পর্যালোচনা করা হয়। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মা এবং নবজাতকদের গর্ভাবস্থা থেকে প্রসব-পরবর্তী সময় পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, নিরাপদ ও মানসম্মত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা। মাতৃ ও নবজাতকের মৃত্যুহার কমানোর দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে "রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কর্মসূচি ২.০" বাস্তবায়ন নিয়েও আলোচনা হয়। এই উন্নত সংস্করণের কর্মসূচির মাধ্যমে ০ থেকে ১৮ বছর বয়সী শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিস্তৃত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হবে। জন্মগত ত্রুটি, বিভিন্ন রোগ, অপুষ্টি, বিকাশজনিত বিলম্ব, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, আচরণগত সমস্যা এবং অসংক্রামক রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণ ও চিকিৎসার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব মীরা শ্রীবাস্তব ১ জুলাই ত্রিপুরায় পৌঁছানোর পর উনকোটি, উত্তর ত্রিপুরা, দক্ষিণ ত্রিপুরা এবং সেপাহিজলা জেলার বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। সেখানে জাতীয় স্বাস্থ্য কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার মান খতিয়ে দেখেন তিনি।

জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন (ত্রিপুরা)-এর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বৈঠকে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন ডিরেক্টর সাজু ওয়াহিদ এ., স্বাস্থ্য পরিষেবার অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা বিভাগের অধিকর্তা ডা. অঞ্জন দাসসহ স্বাস্থ্য দপ্তরের ঊর্ধতন আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ বিভ্রাট, চরম ভোগান্তিতে রোগী ও পরিজনরা

আগরতলা, ৪ জুলাই: শান্তিরবাজার মহকুমার বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে টানা প্রায় দুই ঘণ্টারও বেশি সময় বিদ্যুৎ না থাকায় চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন চিকিৎসাধীন রোগী ও তাঁদের পরিজনরা। তীব্র গরমে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে থাকা রোগীদের অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যে সময় কাটাতে হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ না থাকায় হাসপাতালের ছোট শিশু, বয়স্ক রোগী এবং প্রসূতি বিভাগের মায়েদের সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। গরমে অতিষ্ঠ রোগীদের অনেকেই অসুস্থতা আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

অভিযোগ, রোগীরা যখন বিদ্যুৎ না থাকায় কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন, তখন হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের কক্ষে সৌরশক্তি চালিত পাখা সচল ছিল। এই বৈষম্য নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রোগীর আত্মীয়রা।

এছাড়াও হাসপাতালটিতে পানীয় জলের সংকটও রয়েছে বলে অভিযোগ। বিদ্যুৎ বিভ্রাটের বিষয়টি হাসপাতালের ইনচার্জ চিকিৎসক ডা. রুবি হালদারকে জানানো হলেও দ্রুত সমস্যার সমাধান হয়নি বলে দাবি করেছেন রোগীর পরিজনরা।

দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎহীন অবস্থায় হাসপাতালে পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ উগরে দেন চিকিৎসাধীন এক রোগীর আত্মীয়। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করে রোগীদের জন্য স্বাভাবিক স্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করুক স্বাস্থ্য দপ্তর।

এদিকে, অভিযোগের বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

দক্ষিণ ত্রিপুরার কৃতি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

শান্তিরবাজার, ৪ জুলাই: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (টিবিএসই) এবং সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন (সিবিএসই)-এর ২০২৬ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

শনিবার শান্তিরবাজারের মুকুট অডিটোরিয়ামে আইসিএফএআই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শান্তিরবাজার পুরপরিষদের চেয়ারম্যান স্বপ্না

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধলাইয়ের প্রগতিশীল কৃষকের সাফল্য, আম চাষে বছরে ১২-১৩ লক্ষ টাকার আয়ের সম্ভাবনা

আগরতলা, ৪ জুলাই: বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উচ্চমূল্যের আম চাষ করে স্বল্প সময়ের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন ত্রিপুরার ধলাই জেলার এক প্রগতিশীল কৃষক। তাঁর এই সাফল্য এখন জেলার অন্যান্য কৃষকদের কাছেও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছে। ধলাই জেলার আমবাসা ব্লকের শিকারিবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা থাইতাক রিয়াং প্রায় চার বছর আগে বাণিজ্যিকভাবে আমের বাগান গড়ে তোলেন। শুরুতে তিনি প্রায় ১,৫০০টি উন্নত জাতের আমের চারা রোপণ করেন। এর মধ্যে রয়েছে মিয়াজাকি, বানানা ম্যাঙ্গো এবং অ্যাপল ম্যাঙ্গোর মতো উচ্চমূল্যের জাত। ২০২৫ সালে আম বিক্রি করে তিনি প্রায় ৪ লক্ষ টাকা আয় করেছিলেন। চলতি বছরে ইতোমধ্যেই তাঁর বাগান থেকে প্রায় ৬ লক্ষ টাকার আম বিক্রি হয়েছে। এখনও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আম সংগ্রহ বাকি রয়েছে। মরশুম শেষ হওয়ার আগেই মোট বিক্রি ১২ থেকে ১৩ লক্ষ টাকায় পৌঁছাবে বলে তাঁর আশা। থাইতাক রিয়াংয়ের এই সাফল্যের পর শিকারিবাড়ি ও আশপাশের এলাকার বহু কৃষক বাণিজ্যিকভাবে আম চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি এলাকায় কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিতে গিয়ে কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা তাঁর বাগান পরিদর্শন করেন। এক আধিকারিক জানান, গন্ডাছড়া, লেম্বুচড়া ও পেচারথলের আমবাগান পরিচিত হলেও শিকারিবাড়ির এই বিশাল বাগান এতদিন অনেকটাই অজানাই ছিল। প্রায় ৪৪ কানি জমির ওপর বিস্তৃত এই বাগানে বর্তমানে প্রায় ২,০০০টি আমগাছ রয়েছে। গত দুই বছর ধরে উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিদর্শনের দিনই একটি ট্রাকভর্তি আম বাইরে পাঠানো হয় এবং সেদিনই প্রায় ২ লক্ষ টাকার আম বিক্রি হয়েছে বলে কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়। চলমান উৎপাদন ও বিক্রির ধারা বজায় থাকলে এ বছর বাগানটির মোট বিক্রি কয়েক লক্ষ টাকার গণ্ডি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। আম চাষের পাশাপাশি থাইতাক রিয়াং বাগানে প্রায় ৫০০টি কলাগাছও রোপণ করেছেন। তিনি জানান, শুরুতে নিজ উদ্যোগে চারা কিনে বাগান তৈরি করেন। পরে কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে সীমিত সহায়তা পেলেও বাগানের মূল অবকাঠামো ইতোমধ্যেই গড়ে উঠেছিল। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, থাইতাক রিয়াংয়ের এই সাফল্য প্রমাণ করেছে যে ত্রিপুরায় উচ্চমূল্যের ফল চাষের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তি ও পরিকল্পিত বাণিজ্যিক উদ্যানপালনের মাধ্যমে কৃষকরা স্বল্প সময়ের মধ্যেই লাভজনক আয়ের পথ তৈরি করতে পারেন।

ধর্মনগরে ধারাবাহিক চুরির ঘটনায় উদ্বেগ, তদন্তের দাবি স্থানীয়দের

ধর্মনগর, ৪ জুলাই: গত কয়েকদিন ধরে ধর্মনগরে একের পর এক চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় একটি চোরচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

জানা গেছে, গত এক সপ্তাহের মধ্যে ধর্মনগরের বিবেকানন্দ রোড ও রাজবাড়ি এলাকায় একাধিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ রাজবাড়ি এলাকার বিওসি পাড়ার বাসিন্দা মান্না দেবের বাড়ি থেকে একটি গ্যাস সিলিন্ডারসহ কিছু সামগ্রী চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, বিওসি পাড়া শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হওয়া সত্ত্বেও সেখানে এমন চুরির ঘটনা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাঁদের আরও দাবি, চুরির পুরো ঘটনাটি সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে।

তবে, বাড়ির মালিক এখনও পর্যন্ত থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের করেননি বলে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে উত্তর জেলা ট্রাফিক পুলিশের সড়ক নিরাপত্তা সচেতনতা কর্মসূচি

ধর্মনগর, ৪ জুলাই: সড়ক নিরাপত্তা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ধর্মনগর শহরে বিশেষ ট্রাফিক সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করল উত্তর জেলা ট্রাফিক পুলিশ। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই।

পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে আয়োজিত এই উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন শ্রীভূমি বিদ্যাভবন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের স্বেচ্ছাসেবীরা। বিদ্যালয়ের সাতদিনব্যাপী এনএসএস বিশেষ শিবিরের অংশ হিসেবে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীরা শহরের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে উদ্বেগ, পাচারচক্রের মূল হোতাদের গ্রেপ্তারের দাবি

আগরতলা, ৪ জুলাই: ত্রিপুরার খোয়াই মহকুমায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ বাড়ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকা বাংলাদেশি নাগরিকদের অবৈধ যাতায়াতের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। একই সঙ্গে এই অনুপ্রবেশের নেপথ্যে সক্রিয় পাচারচক্রের মূল হোতাদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ কিংবা বাংলাদেশে যাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরে একটি দালাল ও পাচারকারী চক্র সক্রিয় রয়েছে। অভিযোগ, পুলিশ অনুপ্রবেশকারীদের আটক করলেও এই চক্রের মূল হোতাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা এখনও পর্যাপ্ত নয়।

এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার খোয়াই শহরের কৃষ্ণ মন্দির সংলগ্ন এলাকা থেকে কবির খান ও শেখ শামীম নামে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে খোয়াই থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

এই ঘটনার পর সীমান্ত এলাকায় সক্রিয় পাচারচক্রের মূল হোতাদের চিহ্নিত করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি আরও জোরালো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, শুধুমাত্র অনুপ্রবেশকারীদের আটক করলেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না। সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ ও মানবপাচারের সঙ্গে জড়িত সংগঠিত চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান চালানো জরুরি। তবে, পাচারচক্রের অস্তিত্ব ও তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে স্থানীয়দের অভিযোগের বিষয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ভাবনাকেই বাস্তবায়ন করছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৪ জুলাই: দেশের স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য এবং অখণ্ডতা রক্ষায় বহু মনীষী ও দেশপ্রেমিক আত্মত্যাগ করেছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে দেশের প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে এবং অনেক জাতীয়তাবাদী নেতার অবদানকে আড়াল করে রাখা হয়েছে। কিন্তু ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর ভাবনাকেই বাস্তবায়ন করছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। আজ আগরতলা টাউন হলে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত ছাত্র সম্মেলনে এমনটাই বললেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা।

ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, বিজেপি যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি তথা বিধায়ক সুশান্ত দেব, রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারসহ দলের অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা।

ছাত্র সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য এবং অখণ্ডতা রক্ষায় বহু মনীষী ও দেশপ্রেমিক আত্মত্যাগ করেছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে দেশের প্রকৃত ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে এবং অনেক জাতীয়তাবাদী নেতার অবদানকে আড়াল করে রাখা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

তিনি বলেন, শিক্ষাব্যবস্থায় দীর্ঘ সময় ধরে মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হলেও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়সহ বহু জাতীয়তাবাদী নেতার জীবন, দর্শন ও অবদান সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে যথাযথভাবে জানানো হয়নি। ফলে দেশের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের যুবসমাজকে প্রকৃত ইতিহাস জানার এবং দেশের জন্য আত্মত্যাগকারী মনীষীদের সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করার আহ্বান জানিয়েছেন। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জাতীয় আদর্শ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য ছাত্র-যুব সমাজের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর রাজনৈতিক জীবন প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি একসময় জওহরলাল নেহেরুর মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। কিন্তু নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির বিরোধিতা করে এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষার প্রশ্নে আপস না করেই তিনি মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই তিনি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেছিলেন বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই আইনের মূল ভাবনা প্রথম ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীই তুলে ধরেছিলেন। তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারাকে অনুসরণ করেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার নিপীড়িত সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে সিএএ কার্যকর করেছে বলে তিনি দাবি করেন।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং জাতীয় বীরদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করছে। নতুন প্রজন্মকে দেশের ইতিহাস ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত করে তোলাই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas